সেলিম রেজা নিউটন

পরিস্থিতির বিবরণ

পরিস্থিতির বিবরণ

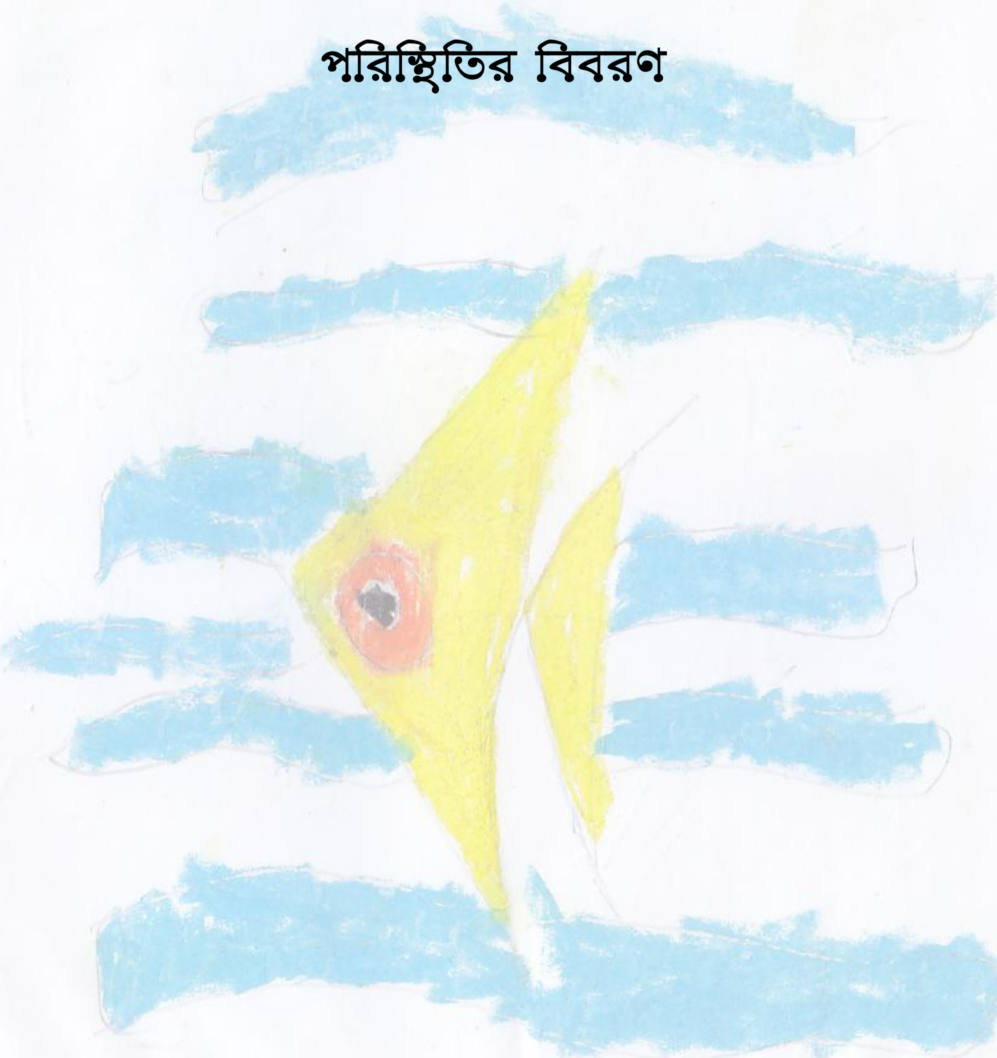

Artwork: Lalon Susmita Meera

লেখকের অন্যান্য বই

অচেনা দাগ: সম্পর্ক স্বাধীনতা সংগঠন
আগামী প্রকাশনী ঢাকা ২০১৫

অভ্যাসের অন্ধকার: প্রেম বিয়ে পরিবার ও সম্পর্ক-জিজ্ঞাসা
আগামী প্রকাশনী ঢাকা ২০১৫ (সম্পাদিত)

নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য: এমএন রায়ের মুক্তিপরায়নতা প্রসঙ্গে
আগামী প্রকাশনী ঢাকা ২০১৩

বিদ্রোহের সপ্তস্বর: বিডিআর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়
যেহেতু বর্ষা ঢাকা ২০১০

গণমাধ্যম পরিবীক্ষণের সহজ পুস্তক
বাংলা একাডেমী ঢাকা ২০০৯

মানুষ: মানুষ ও প্রকৃতি বিষয়ক পত্রিকা
সমাবেশ ঢাকা ২০০৩ (সম্পাদিত)

জুলফিকার মতিন: চিন্তা সৃজন সংগ্রাম
সাম্যবাদী চিন্তা ও চর্চা কেন্দ্র রাবি ১৯৯৮ (সম্পাদিত)

Watercolor Wash: Lalon Susmita

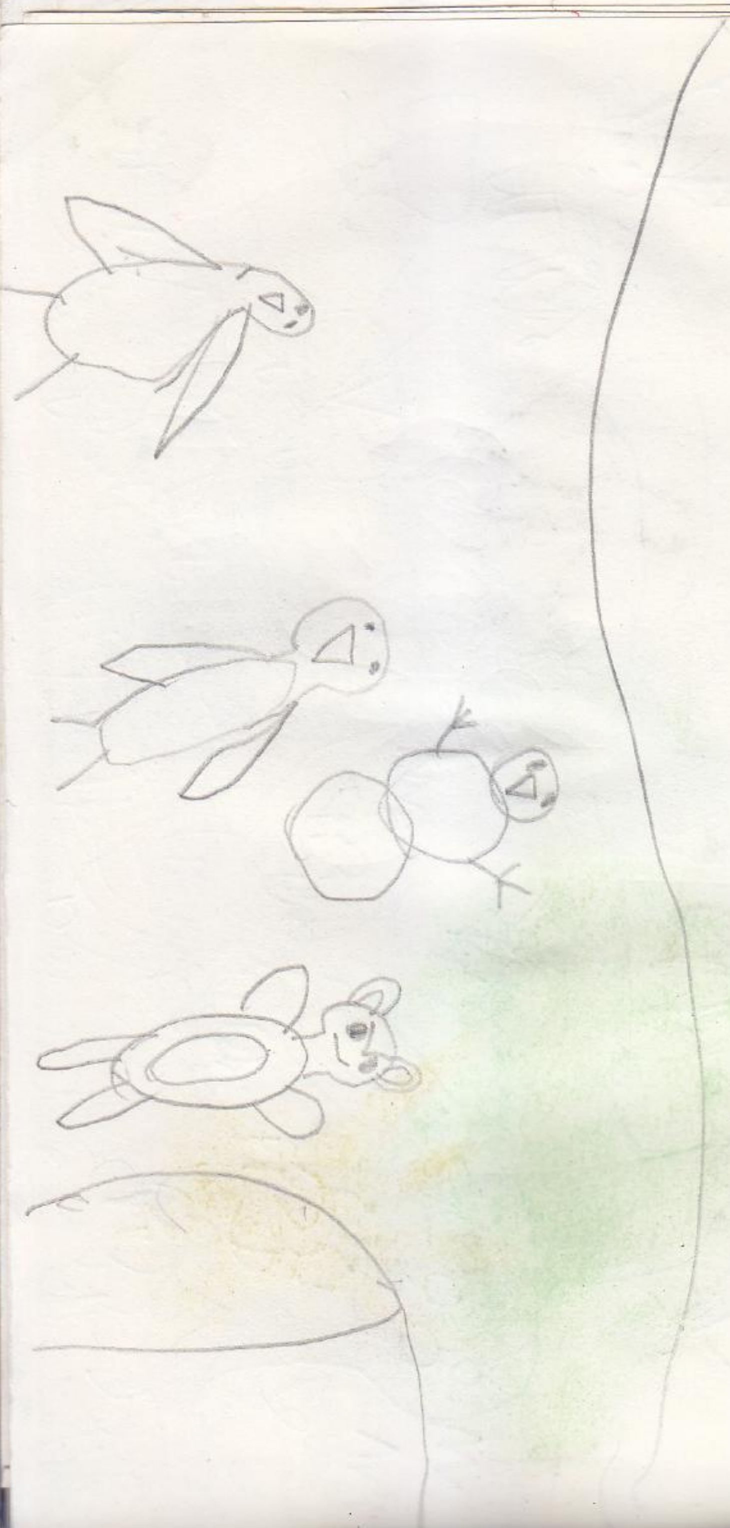

উৎসর্গ

মায়েদের পদ-অরবিন্দে

সালমা আজিজা, লালন সুস্মিতা মীরা, সবিতা ভট্টাচার্য

পৈতৃক শিল্পকলা? ধ্রুব কাব্যরীতি?
বাপেরই খবর নাই! মাতা পরিস্থিতি।

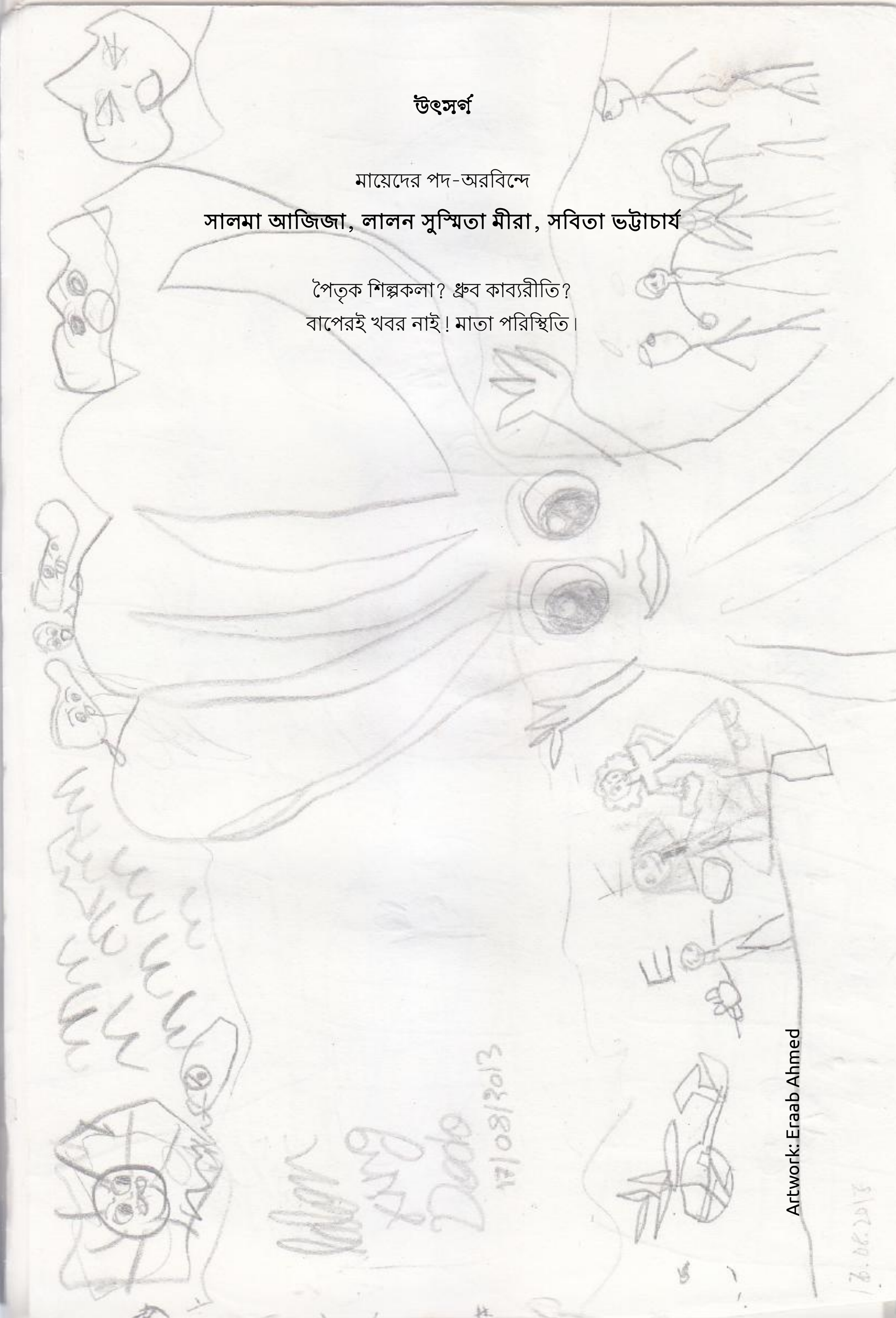

Artwork: Eraab Ahmed

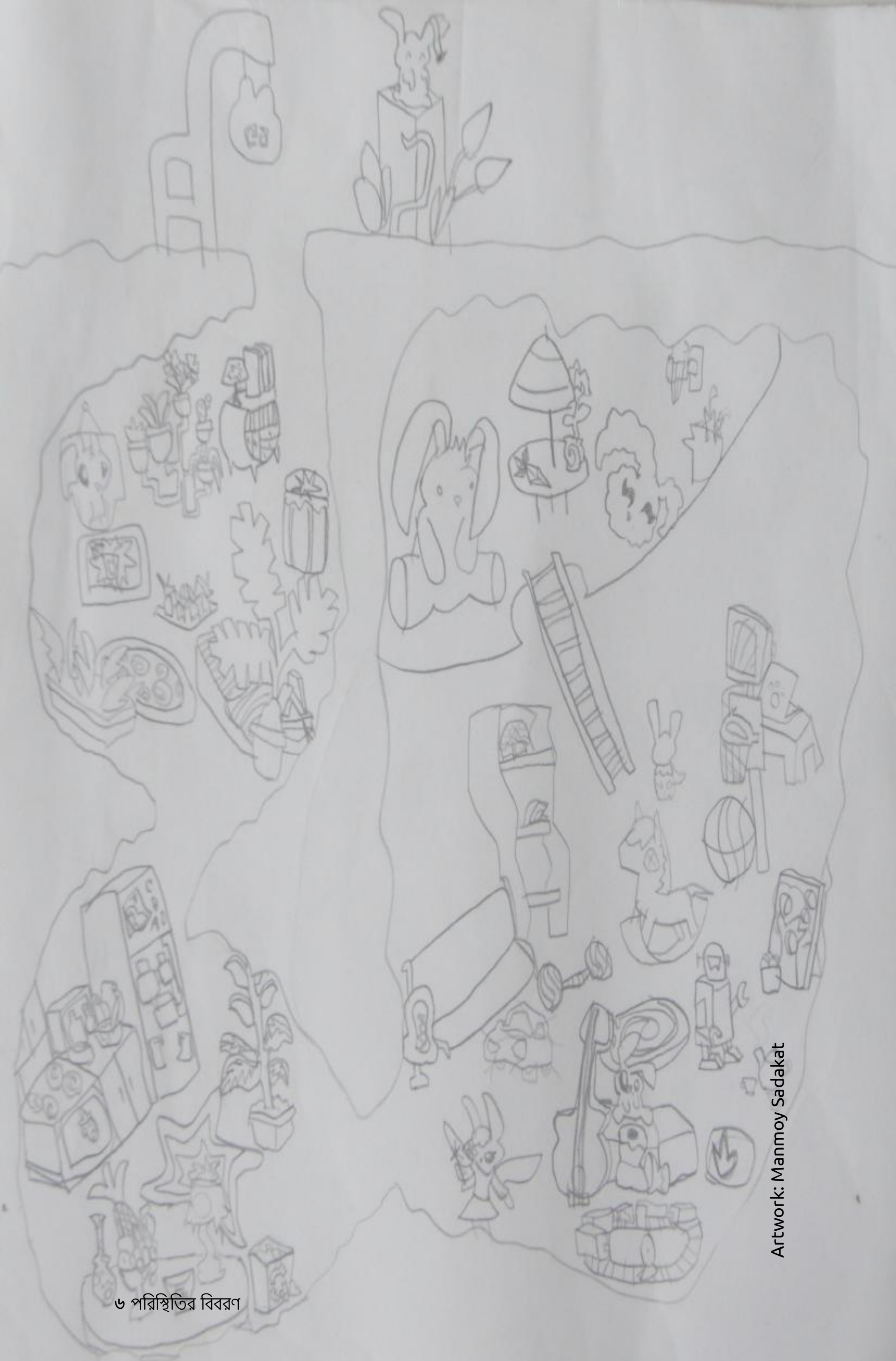

Artwork: Manmoy Sadakat

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ: আত্মঘাতী পরিস্থিতি

শ্রাবণে টেলিভিশনে ১১ বর্ষায় ক্যানেলার ধোঁয়া ১২ পেকে ওঠা বোমা ১৩
অবিভাজ্য অবয়ব ১৫ অস্পষ্ট নেকাব ১৬ খাটিয়ার বিজ্ঞাপন ১৭
এসেছে আজাজিল ১৮ রাক্ষসের গান ১৯ জঙ্গনামা ২০ অন্ধকারে সাপ নিয়ে খেলা ২১
অচিন লগন ২২ সত্যমিথ্যার কবিতা ২৪

দ্বিতীয় ভাগ: পরিস্থিতির বিবরণ

কুমিরের হাসির মতো নিরুদ্বিগ্ন কবিতার কাল ২৭ হাতিদের ধবধবে দাঁত ২৮
স্খলনের শিল্পকলা ২৯ নিউটনের হাড় ৩০ অন্ধ হতে থাকা দিনকাল ৩১
অদৃশ্য জাদুকরের চিঠি, কিম্বা মস্তিষ্কে ড্রিলিং মেশিন ৩২ সংক্ষেপে স্বরূপ হাসে
ক্লোজ-আপে একান্ত টিউবে ৩৬ কবি শুধু কাজকর্মহীন ৩৭ মহাকাল গান গায় মনের
মন্দিরে ৩৮ পরিস্থিতি সংক্ষেপে মুচকি হাসুক ৪০ ভেড়ার শিঙের মতো পেঁচানো,
গম্ভীর ৪১ আলখাল্লার বাতিল বোতাম ৪২ বৈশ্যযুগে নিঃস্বের বিকাশ ৪৩
পরিস্থিতির নাম নাই ৪৪ নিয়মের কিনারে ৪৫ মনুষ্য নিজেই কবি– কাব্যমাতা ধ্রুব
মহাকাল ৪৬ গুরুত্বের গণতন্ত্রে সকলেই গুরু, তাই সবাই গোলাম ৪৭ বাজারের দুন্দুভি
মোকাবেলা করাই কবিতা ৪৯ বে-মাপ মানুষ ৫০ সাহিত্যপাতায় শুধু শহীদ কাদরী ৫১
আশীর দশক ৫২ কবির শহর নাই, কবি কি গেরিলা? ৫৩ সকলেই কবি নয়, এই তত্ত্ব
অনায়াসে রটে ৫৫ মাছি ৫৬ মস্তিষ্কের ছাপাখানা ৫৭ প্রতিক্রিয়াশীল পরিস্থিতি ৫৮
বিশুদ্ধ অন্ধ কোনো প্রাণী ৬০ তুচ্ছ পুচ্ছ-কবিতা ৬১ বাজারের রূপালী মার্বেল ৬৩ বচন
ও বাক্য বাঁধা ট্রেসিঙের মাপে ৬৪ আজম খান ৬৫ গেরিলা কবিতা ৬৭ ঘোড়ার ডিম ৬৮

তৃতীয় ভাগ: জরুরি পরিস্থিতি

কাঁচের সময়: ধান ভানতে শিবের গান ৭১ চোখের ইশারা ৭৫ হাওয়ার গান:
ক্রুসের দাগ ৭৬ এইখানে সাপ নিয়ে শুয়ে আছে মার্শাল মানিক হাসান ৭৭
খাদ্য এবং আত্মা ৭৯ মণিহার যাঁহাদের সাজে ৮০ দেওয়ালের চেয়ে আরও উঁচু ৮১
আদর্শ দাসত্ব-মহাগ্রাম ৮২ জেলের গোলাপ ৮৩ রাত্রিভেদকথা ৮৫ আধেক আলো
আধেক ইশারাতে ৮৬ সেনাপ্রধানের গল্প ৮৯ বন্দির আমলনামা: আরো একটা দিন ৯০
দুঃস্বপ্নের ঝোলা ৯১ সংহতি ৯২ মাথা-ভর্তি জেল ৯৩ আরও একটু ভাবতে হবে
জেল-জমানার কবিতাকে ৯৪ ক্রপোৎকিনের কারাগার ৯৫
শুধুই তোমার কথা ভাবতে গিয়ে গুলি খাচ্ছি এই মধ্যরাতে ৯৬

Artwork: Eraab Ahmed

কৃতজ্ঞতা

এখানকার কবিতাগুলো ১৯৯৯ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে লেখা। বেশিটাই অপ্রকাশিত। প্রকাশিতগুলো ছাপা হয়েছিল উটপাখি (নাটোর), দ্রোহ (চট্টগ্রাম), চিহ্ন (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), অরিত্র (খুলনা), বহতা (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), নাটোর (নাটোর), দ (ঢাকা) প্রভৃতি ছোটকাগজে এবং ফেসবুকে। এ অবকাশে শুকরিয়া প্রকাশ করি তাঁদের কাছে।

এই বইয়ের অতি পুরাতন, ভিন্ন এবং সংক্ষিপ্ত একটি পাণ্ডুলিপি পড়ে একদা মন্তব্য করেছিলেন একান্ত বন্ধু, কবি বদরে মুনীর নাটোরে এক শীতের রাতে। রংপুরে বসে যত্ন করে এর প্রুফ দেখে দিয়েছেন রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নেহভাজন ও সখ্যভাজন শিক্ষক নিয়ামুন নাহার নিমা। বইয়ের মলাটে বিন্যস্ত আমার আলোকচিত্রটিও তাঁরই তোলা– রোকেয়ার জন্মভিটা পায়রাবন্দে। লালন সুস্মিতা মীরা আর ইরাব আহমেদ ডোডো-র আঁকা ছবিগুলো পরম ধৈর্য নিয়ে হাসিমুখে স্ক্যান করে দিয়েছেন রাবি-র নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী নির্ঝর শাহরিয়ার। ঢাকা থেকে মন্ময় সাদাকাত আর তাহিয়া প্রাচ্যর আঁকা ছবিগুলো স্ক্যান করে মেইল করে পাঠিয়েছেন বন্ধু-সহকর্মী-সহযাত্রী, ঢাবি-শিক্ষক ফাহমিদুল হক। ছবিগুলো ছাপার অনায়াস অনুমতি পাওয়া গেছে শিশু চতুষ্টয় এবং তাঁদের মা-বাবাদের কাছ থেকে। কিছু ছবি ইন্টারনেট থেকেও নিয়েছি। পাতায় পাতায় হদিস আছে সেসবের উৎসের। বই আকারে এটার প্রথম ফর্মা-প্রিন্ট নেওয়া হয়েছিল বখতিয়ার বাদল আর ইলোরাদের বাসায়। ওদের প্রিন্টার থেকে। কাজলার তৌহিদ বাইন্ডার্সের তুহিন ভাই বলা মাত্র বাঁধাই করে দিয়েছেন বরাবরের মতোন। অনেক কাল আগে *অভীপ্সা*-র বাধন অধিকারী এ বইয়ের আদি একটি পাঠ ছাপতে চেয়েছিলেন। তাঁর জন্য পৃথক একটা পাণ্ডুলিপিও তৈরি করে ফেলেছিলাম পরম উৎসাহে, বিরাট এক ভূমিকাসহ। পরে আমি ওকে নিদারুণ মনঃক্ষুণ্ন করে, নিজেও মন খারাপ করে পিছিয়ে এসেছিলাম পাণ্ডুলিপি পছন্দ না হওয়ায়। বইটা আগাগোড়া জিএনইউ-লিনাক্সের উবুন্টু ১৩.১০ অপারেটিং সিস্টেমে তৈরী। এ লাইনে আমার মতো আনাড়ি-নবিশকে কম্পু-কারিগরিতে গুরুতর মুমূর্ষু অবস্থায় বারবার উদ্ধার করেছেন সাজেদুর রহিম জোয়ারদার রিং-দা, ঢাকার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের শামিম ভাই, রুয়েটের সারিম খান। প্রকাশকের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন কবি সুহৃদ শহীদুল্লাহ। এ বই তাঁরই আন্তরিক উদ্যোগে এবং মার্জিত তাড়নায়। সুহৃদ শহীদুল্লাহ এবং **উলুখড়**-প্রকাশক সাগর নীল খান দীপ যে এই বইটিকেও ‘উলুখড়’ ভাবতে দ্বিধা করেন নি সেটা আনন্দের ব্যাপারই বটে। এইসব পরম বান্ধবদের নানান সহযোগিতার কারণেই এই বইটা ছাপা হতে পারল অবশেষে। এঁদের সকলের কাছে আমি ঋণী হয়ে রইলাম।

আমার অমনোযোগের সীমা নাই। বইয়ে যেসব ঝামেলা থেকে শেষ পর্যন্ত থেকেই গেল তার জন্য আমিই দায়ী।

সেলিম রেজা নিউটন
রাবি: ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রথম ভাগঃ

আত্মঘাতী পরিস্থিতি

মূর্তজা বশীরঃ ক্যালিগ্রাফি

মহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁহার করায়ত্বঃ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য — কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? ... যে ব্যক্তি ঝুঁকিয়া মুখে ভর দিয়া চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে ঋজু হইয়া সরল পথে চলে? ... বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়, তখন কে তোমাদিগকে আনিয়া দিবে প্রবহমান পানি?'

সুরা মুল্‌ক্‌, আল-কুরআনুল করীম
আয়াত ১, ২, ২২, ৩০, পৃষ্ঠা ৯৩৭-৯৪১, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশঃ শাওয়াল ১৩৮৭, মাঘ ১৩৭৪, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮
বাইশতম মুদ্রণঃ রমযান ১৪২০, পৌষ ১৪০৬, ডিসেম্বর ১৯৯৯

Artwork: Manmoy Sadakat

শ্রাবণে টেলিভিশনে

ঘনঘোর বর্ষা হচ্ছে, টিভিতে বৃষ্টি দেখাচ্ছে না।

খুব জোরে বাইক চালাচ্ছে লন্ডনের তুখোড় পুলিশ। দৃশ্যমাতা বিবিসি বলছে: তদন্তের কাজ দ্রুত গতিতে আগাচ্ছে, কে কোথায় কী খেয়েছে শিগগিরি দেখা যাবে সব। টেলিভিশনের চোটপাটে বাইরের ধারাপাত — অ্যাক্চুয়াল ধারাভাষ্য — কানে আসছে না।

চারটা চারটা করে বোম ফাটছে, আর চার জন চার জন করে মানুষের ফটো তুলছে ক্লোজ-সার্কিট পিঙ্গল চোখ। ঈমানদার অন্ধরা তালি দিচ্ছে: ‘এরাই, এরাই!’

মনে হচ্ছে, এক সাথে চার জনে মিলে আর হাঁটা ঠিক হবে না। এমনকি চার জনে সমকর্মে সমধর্মে একত্রে মরাও আর উচিত হবে না। দল বেঁধে হাঁটবে শুধু সমতাল-সচেতন পুলিশ-সমাজ। অম্বার আক্রোশ নিয়ে সংঘবদ্ধ থাকবে শুধু মিডিয়াকার মর্ম-মন্ত্রী, গণতন্ত্রী বাণিজ্য-চেম্বার।

অন্দরে টেলিভিশন ছেড়ে বারান্দায় বৃষ্টি দেখা খুব বেশি দিন আর যাবে না হয়ত। নিজের নাকের মধ্যে অন্য কেউ নিঃশ্বাস ফেলার আগে যে যা পার বৃষ্টি শুঁকে নাও। পরে ঘোর বাদলেও অন্য কিছু শুঁকতে হতে পারে; পরে ঘন শ্রাবণেও অন্য কিছু শিখতে হতে পারে।

রাজশাহী: ৮ই শ্রাবণ ১৪১২, ২৩শে জুলাই ২০০৫

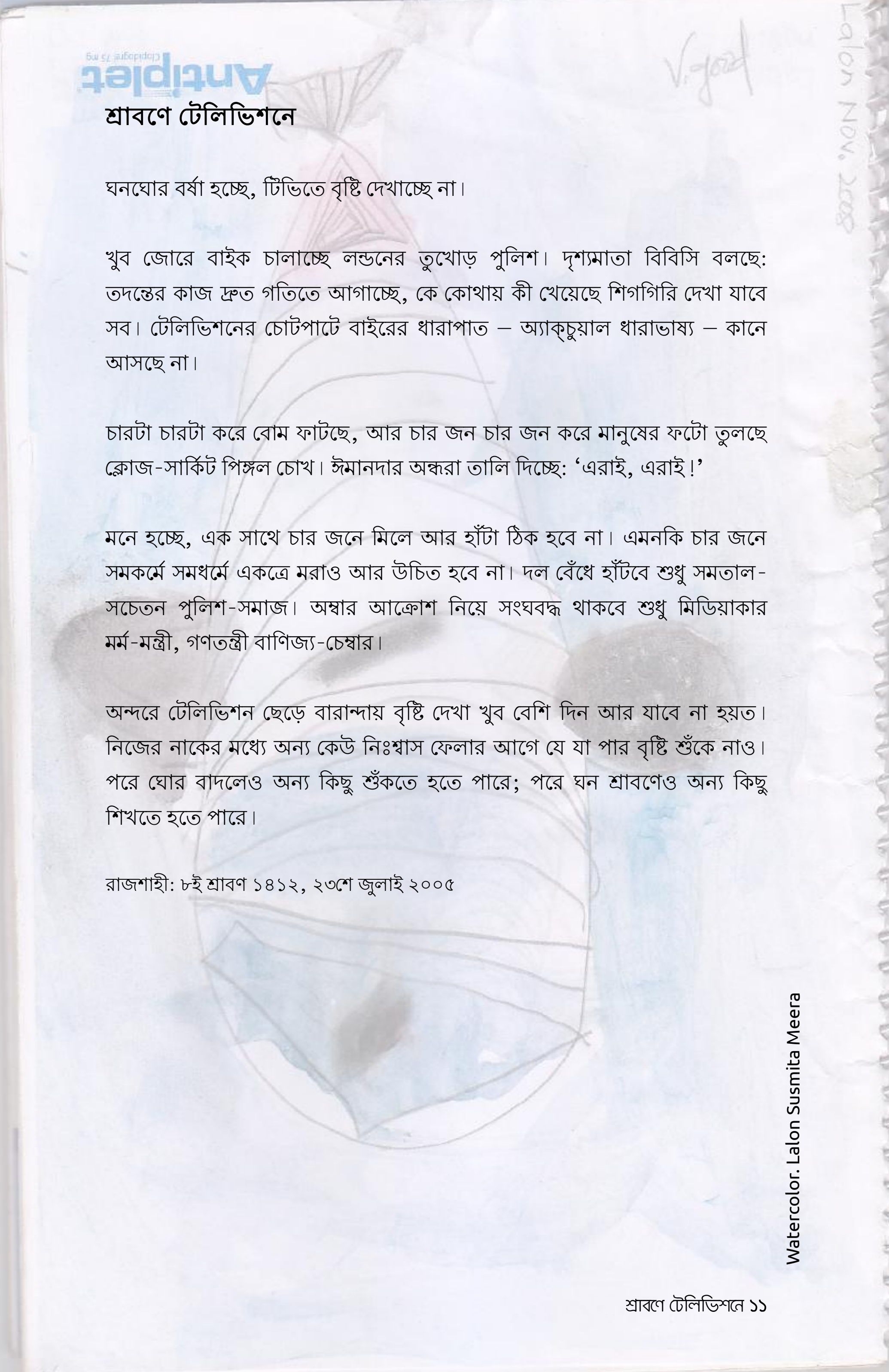

Watercolor. Lalon Susmita Meera

বর্ষায় ক্যানেলার ধোঁয়া

গোল্ডলিফ-ক্যানেলা'র ধোঁয়া এসে ঢেকে দিচ্ছে কদমের ঘ্রাণ। জ্যামাইকার গন্ধতরু লিপিবদ্ধ হয়ে থাকছে বিধিবদ্ধ ড্রাগের প্যাকেটে। লাইফস্টাইল বদলে যাচ্ছে, মর্দারাও ওষ্ঠাধরে লিপিস্টিক লাগাচ্ছে— টিভিতে। পুঁজিঘন প্রভুত্বের কালে নরনারী নির্বিশেষে সকলেই দাসী আর একলা তিনিই স্বামী, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, ঘনশ্যাম— এই দৃশ্য এত স্পষ্ট এত পুষ্ট এর আগে কখনও হয় নাই। তাঁ-নয়নে (টিভিস্ক্রিনে) সর্বপ্রাণ গোলামির সম্পূর্ণ রঙিন ছায়াছবি।

এরই মধ্যে বিদ্রোহীরা বোম ফাটাচ্ছে এখানে-সেখানে। মাইকিং করা হচ্ছে, তাদের চিবুকে-গালে দাড়ি। বলা যায় না, ভবিষ্যতে শাড়িও থাকতে পারে ঝাড়ির তালিকায়। পর্দায় এরই মধ্যে অন্য-চোখা আশকারা — মাশকারার ছলে — দেখো আল-জাজিরায়। অর্থাৎ স্বামীর রেটিনায় ক্যামেরা-অব্‌স্কিউরা যদি সত্যিকার উল্টে দিতে পারে প্রচলিত দৃশ্যমালা— বলা যায় না, কদমের কৃষ্ণহার কণ্ঠে নিয়ে রাধিকার প্রেম জ্বলে উঠতে পারে দাসীদের চোখে! সাবধান!

আপাতত এ বরষা ক্যানেলার ধোঁয়া ধুয়ে দিলে — নাক পরিষ্কার হলে — বলা যায় না, বারুদের গন্ধও এসে পড়তে পারে।

রাজশাহী: ৮ই শ্রাবণ ১৪১২, ২৩শে জুলাই ২০০৫

Watercolor. Eraab Ahmed

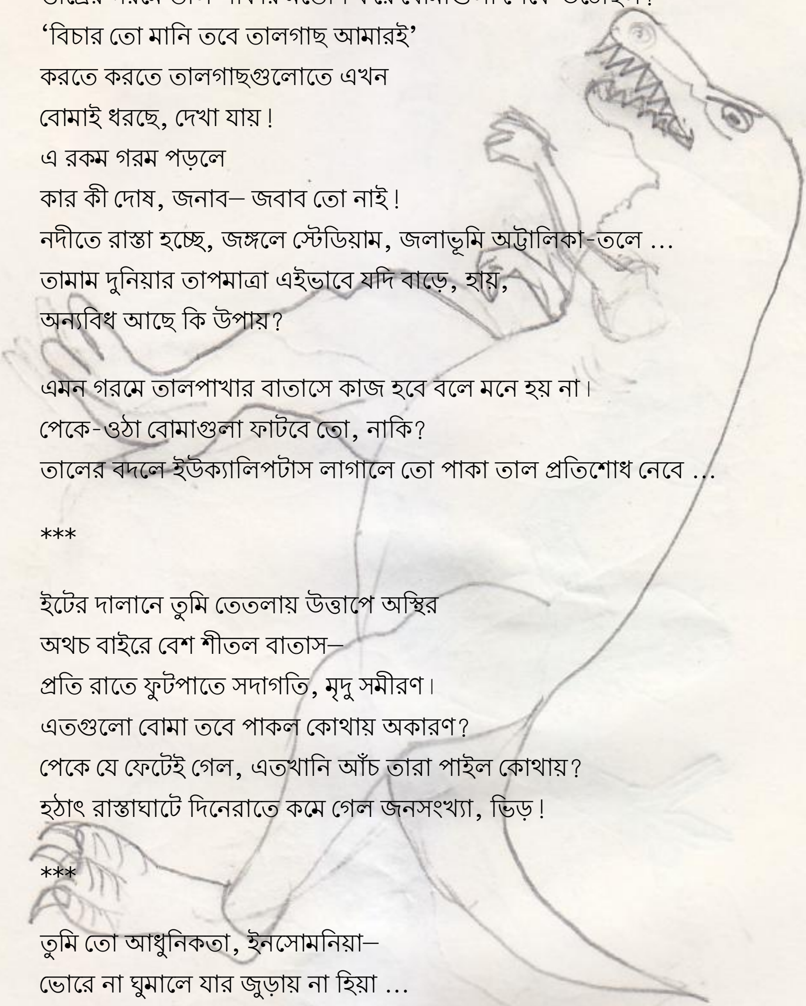

পেকে ওঠা বোমা

ভাদ্রের গরমে তাল পাকার মতোন করে বোমাগুলা পেকে উঠেছিল?
‘বিচার তো মানি তবে তালগাছ আমারই’
করতে করতে তালগাছগুলোতে এখন
বোমাই ধরছে, দেখা যায়!
এ রকম গরম পড়লে
কার কী দোষ, জনাব– জবাব তো নাই!
নদীতে রাস্তা হচ্ছে, জঙ্গলে স্টেডিয়াম, জলাভূমি অট্টালিকা-তলে ...
তামাম দুনিয়ার তাপমাত্রা এইভাবে যদি বাড়ে, হায়,
অন্যবিধ আছে কি উপায়?

এমন গরমে তালপাখার বাতাসে কাজ হবে বলে মনে হয় না।
পেকে-ওঠা বোমাগুলা ফাটবে তো, নাকি?
তালের বদলে ইউক্যালিপটাস লাগালে তো পাকা তাল প্রতিশোধ নেবে ...

***

ইটের দালানে তুমি তেতলায় উত্তাপে অস্থির
অথচ বাইরে বেশ শীতল বাতাস–
প্রতি রাতে ফুটপাতে সদাগতি, মৃদু সমীরণ।
এতগুলো বোমা তবে পাকল কোথায় অকারণ?
পেকে যে ফেটেই গেল, এতখানি আঁচ তারা পাইল কোথায়?
হঠাৎ রাস্তাঘাটে দিনেরাতে কমে গেল জনসংখ্যা, ভিড়!

***

তুমি তো আধুনিকতা, ইনসোমনিয়া–
ভোরে না ঘুমালে যার জুড়ায় না হিয়া ...

নির্ঘুম রাত শেষে, অবশেষে, সকালের ছাদে
উঠে এসে টের পাচ্ছ, তা-ই বটে, কুয়াশাও আছে।
একাকী হাঁটছ, আর ভাবছ এই বোমাদীর্ণ স্বদেশের কথা–
কবিতার নোটবই হাতে।
নিতান্ত অযথা

Artwork: Eraab Ahmed

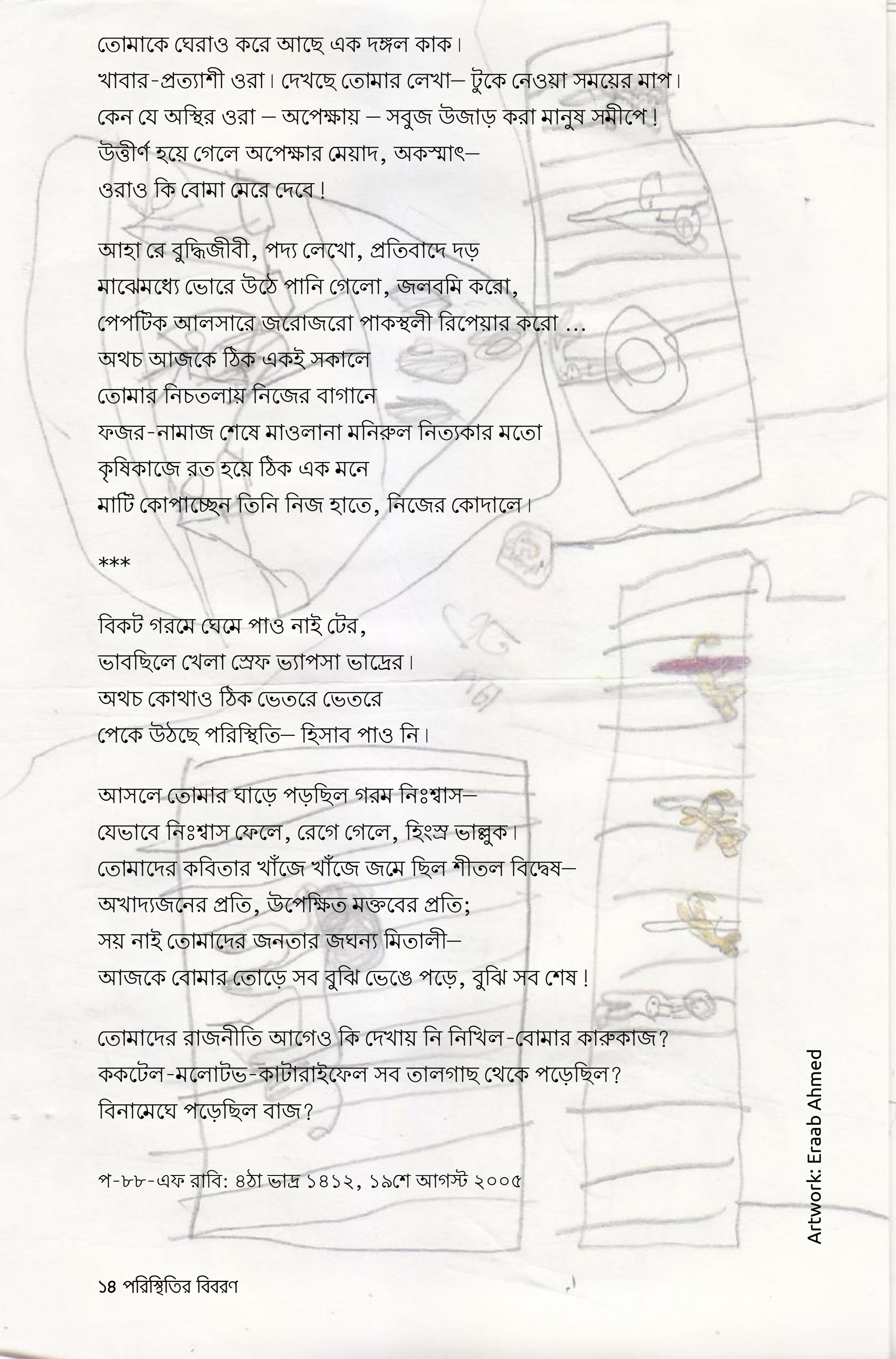

Artwork: Eraab Ahmed

তোমাকে ঘেরাও করে আছে এক দঙ্গল কাক।
খাবার-প্রত্যাশী ওরা। দেখছে তোমার লেখা— টুকে নেওয়া সময়ের মাপ।
কেন যে অস্থির ওরা — অপেক্ষায় — সবুজ উজাড় করা মানুষ সমীপে!
উত্তীর্ণ হয়ে গেলে অপেক্ষার মেয়াদ, অকস্মাৎ—
ওরাও কি বোমা মেরে দেবে!

আহা রে বুদ্ধিজীবী, পদ্য লেখো, প্রতিবাদে দড়
মাঝেমধ্যে ভোরে উঠে পানি গেলো, জলবমি করো,
পেপটিক আলসারে জরোজরো পাকস্থলী রিপেয়ার করো ...
অথচ আজকে ঠিক একই সকালে
তোমার নিচতলায় নিজের বাগানে
ফজর-নামাজ শেষে মাওলানা মনিরুল নিত্যকার মতো
কৃষিকাজে রত হয়ে ঠিক এক মনে
মাটি কোপাচ্ছেন তিনি নিজ হাতে, নিজের কোদালে।

***

বিকট গরমে ঘেমে পাও নাই টের,
ভাবছিলে খেলা স্রেফ ভ্যাপসা ভাদ্রের।
অথচ কোথাও ঠিক ভেতরে ভেতরে
পেকে উঠছে পরিস্থিতি— হিসাব পাও নি।

আসলে তোমার ঘাড়ে পড়ছিল গরম নিঃশ্বাস—
যেভাবে নিঃশ্বাস ফেলে, রেগে গেলে, হিংস্র ভাল্লুক।
তোমাদের কবিতার খাঁজে খাঁজে জমে ছিল শীতল বিদ্বেষ—
অখাদ্যজনের প্রতি, উপেক্ষিত মক্তবের প্রতি;
সয় নাই তোমাদের জনতার জঘন্য মিতালী—
আজকে বোমার তোড়ে সব বুঝি ভেঙে পড়ে, বুঝি সব শেষ!

তোমাদের রাজনীতি আগেও কি দেখায় নি নিখিল-বোমার কারুকাজ?
ককটেল-মলোটভ-কাটারাইফেল সব তালগাছ থেকে পড়েছিল?
বিনামেঘে পড়েছিল বাজ?

প-৮৮-এফ রাবি: ৪ঠা ভাদ্র ১৪১২, ১৯শে আগস্ট ২০০৫

অবিভাজ্য অবয়ব

যখন-তখন তুমি কিম্বা আমি সহিংসার শাঁস–
ঘৃণার টুকরা হয়ে ছিটকে যাচ্ছি মৃত্যু-মগডালে,
আত্মঘাতী বোমারু ও আত্মারাম-খাঁচাছাড়া টার্গেটের লাশ
অবিভাজ্য অবয়বে মুদ্রিতব্য অস্থানে-অকালে।

মেদমজ্জাঘিলুরসে, রক্তাচারে, কটাক্ষ-কৌশলে
চক্ষুহীন কোটরের শূন্যে নাচে বিমূর্ত খান্নাস,
হাড়মাংশনাড়িভুঁড়ি, যুগের সচিত্র কিমা, সকালে-বিকালে–
মাঙনা ভয়ের বড়ি বিলি করে মিডিয়ার নার্স।

আত্মঘাতী পরিস্থিতি– আত্মাহীন অসুখের দিনে
আত্মহারা বারবার ছুঁয়ে দেখে বোমার বোতাম,
মৃত্যুর খিলকা ছুঁয়ে মৃদু হাসে মুদ্রাহীন মুত্তাকির রুহু–
ঘাড়ের চেয়েও কাছে টোকা দেয় আল্লার মোকাম।

প-৮৮-এফ রাবি: আগস্ট-ডিসেম্বর ২০০৫, ভাদ্র-পৌষ ১৪১২

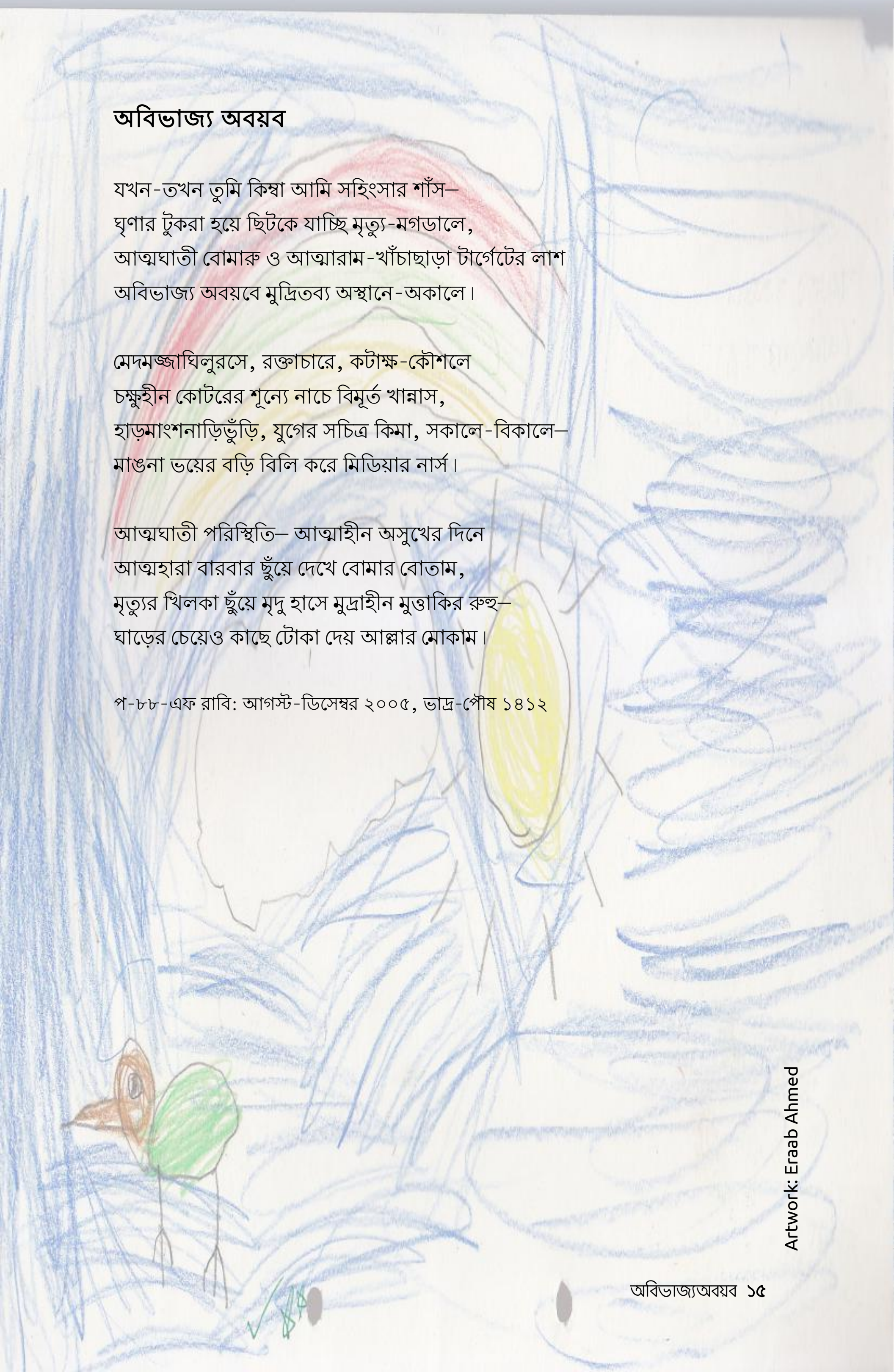

Artwork: Eraab Ahmed

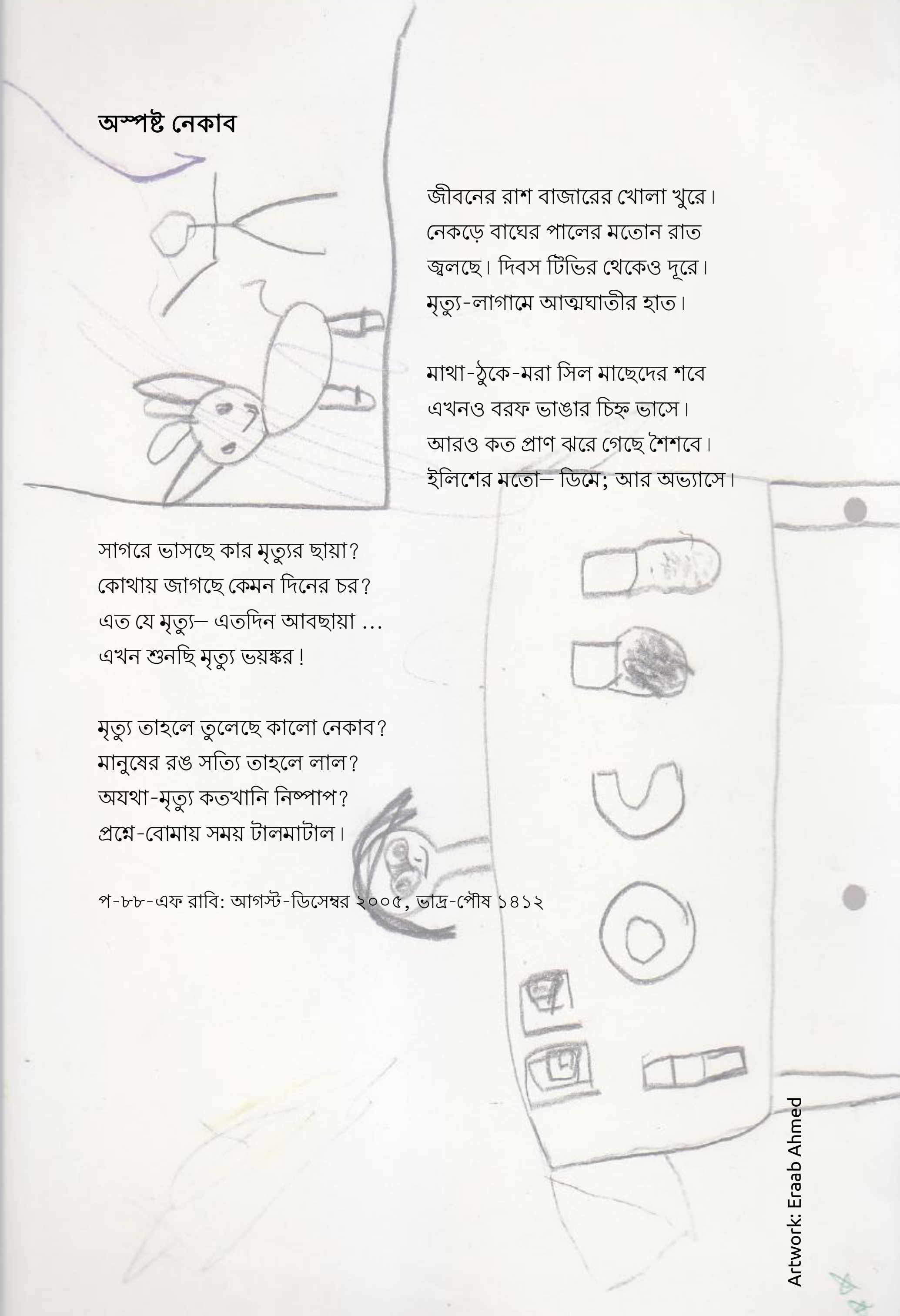

Artwork: Eraab Ahmed

অস্পষ্ট নেকাব

জীবনের রাশ বাজারের খোলা খুরে।
নেকড়ে বাঘের পালের মতোন রাত
জ্বলছে। দিবস টিভির থেকেও দূরে।
মৃত্যু-লাগামে আত্মঘাতীর হাত।

মাথা-ঠুকে-মরা সিল মাছেদের শবে
এখনও বরফ ভাঙার চিহ্ন ভাসে।
আরও কত প্রাণ ঝরে গেছে শৈশবে।
ইলিশের মতো— ডিমে; আর অভ্যাসে।

সাগরে ভাসছে কার মৃত্যুর ছায়া?
কোথায় জাগছে কেমন দিনের চর?
এত যে মৃত্যু— এতদিন আবছায়া ...
এখন শুনছি মৃত্যু ভয়ঙ্কর!

মৃত্যু তাহলে তুলেছে কালো নেকাব?
মানুষের রঙ সত্যি তাহলে লাল?
অযথা-মৃত্যু কতখানি নিষ্পাপ?
প্রশ্নে-বোমায় সময় টালমাটাল।

প-৮৮-এফ রাবি: আগস্ট-ডিসেম্বর ২০০৫, ভাদ্র-পৌষ ১৪১২

খাটিয়ার বিজ্ঞাপন

টিফিন-ক্যারিয়ার থেকে শিশুরা উদ্ধার করছে বোমা।
সবচে বড়রা তবু ক্যারিয়ার ও ব্যবসা নিয়ে আছে।
নিরাপত্তা-সামগ্রীর সচিত্র প্রতিবেদন
ছাপা হচ্ছে আলোকিত প্রথম পাতায়।
অচিরেই খাটিয়ার বিজ্ঞাপনও মুদ্রিত হবে–
এ বলবে সেগুনের, ও বলবে মেহগনির খাট।

আত্মঘাতী পরিস্থিতি আত্মা ছেড়ে সামনে দাঁড়ানো।
সকলের শুভকাজে নগদ বরাদ্দ আছে বিবিধ খাটিয়া।
সুশীল গণতান্ত্রিক বিধিবন্দোবস্ত বিঘোষিত–
খাটিয়া বিক্রয় কর, না হয় তো কেনো;
হয় তুমি জঙ্গি হও, না হয় পুলিশ।

অন্তরঙ্গে লেনাদেনা-বেচাকেনা-
ছানাপোনা-আনাগোনা বাণিজ্যসমাজ;
বহিরঙ্গে মিডিয়ার সুধাভরা বারিধারা–
ঘরছাড়া জঙ্গ-ধরা পুঁজির নমাজ।

প-৮৮-এফ রাবি: আগস্ট-ডিসেম্বর ২০০৫, ভাদ্র-পৌষ ১৪১২

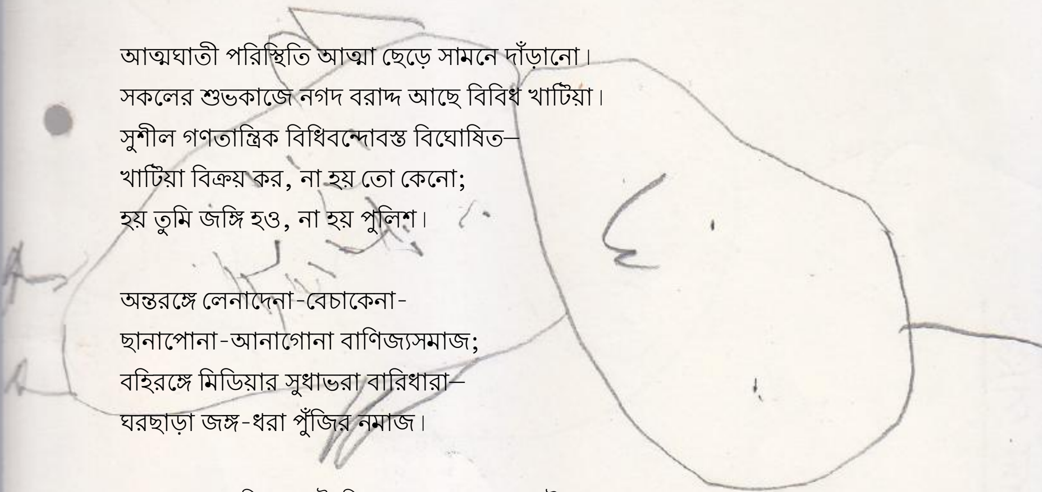

Artwork: Eraab Ahmed

এসেছে আজাজিল

এখনও আঁখিকোণে বোমার স্প্লিন্টার
নেত্রকোণা থেকে অদূর গাজীপুর;
এখনও হিন্দুরা 'যাদব' এন্তার–
লাশের বাপ-ভাই হাজতে ভঙ্গুর।

এসেছে স্বঘোষিত রাখাল নবতর–
হৃদয়ে দম-দেওয়া বোমার সার্কিট;
যন্ত্রগোলামেরা বিদ্যুতেরও দড়–
চিন্তা-প্যারেডের বধির ঝিঞ্জিট।

বিচার-বিবেচনা তারের গিঁটে বাঁধা,
বোতাম ঘিরে শুধু আঙুল নিশপিশ;
হুরির হুড়াহুড়ি– চিত্তে লাগে ধাঁধা;
হাবিয়া-হাততালি বাজায় ইবলিশ।

অন্ধ চোখজোড়া আঁধার সানগ্লাস,
বিবেকে সিলগালা, হৃদয়ে আক্রোশ;
শেখের পয়দেশে গজানো ইতিহাস–
দিনারে-দিরহামে-বারুদে সন্তোষ।

এসেছে আজাজিল নতুন চেহারায়–
আজরাইল-সম আদব-আভরণ;
নগদে নিতে চায় মওত জিম্মায়–
বাজারে-সেমিনারে নাই সে বিবরণ।

জীবন আল্লার, মৃত্যু মালিকের–
মধ্যে মানুষের বিবেক-বাস্তব
শুঁকছে থ্যাঁতলানো মাংশপিণ্ডের
আর্তনাদে মোড়া আত্মঘাতী শব।

প-৮৮-এফ রাবি: আগস্ট-ডিসেম্বর ২০০৫, ভাদ্র-পৌষ ১৪১২

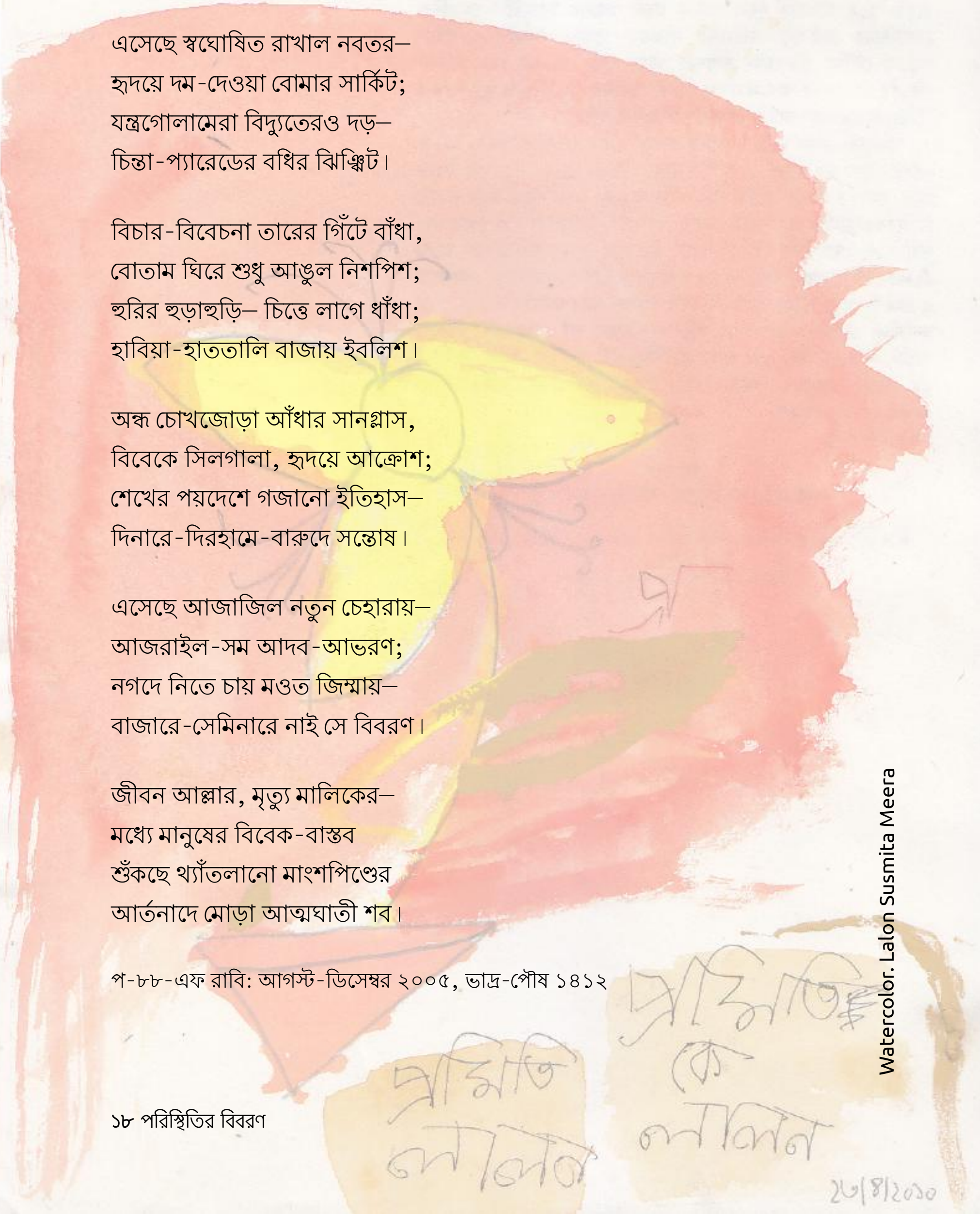

Watercolor. Lalon Susmita Meera

রাক্ষসের গান

কুমিরের পিঠে সওয়ার মখদুম রুপোশ,
তবু হায় ডুবছে মানুষ, ডুবন্ত নির্দোষ।
ডুবে যায় বিদ্যাজাহাজ, ডুবতেছে জ্ঞানকোষ;
দরিয়ায় দুলছে তুফান– হাঙ্গরের কী জোশ!
লহু-লাল- গন্ধে মাতাল মাংশের নির্ঘোষ
আসলে তো মানুষ না– আসলে রাক্ষস।

অবিকল গাইছে কালাম আজাজিলের লোক–
নীলাকাশে নীলরঙা চাঁদ দেখতে পায় না চোখ।
পয়সার রঙিন আঁচে উথলানো বক্ষ–
কালো মনে কালোর বড়াই– আন্ধারে তক্ষক।
কত কিছু নড়েচড়ে– সব দিকে তার ঝোঁক।
আসলে তো মানুষ না– আসলে ভক্ষক।

দিনজুড়ে শীত পড়েছে– রাত্তিরের কী দোষ!
হিমজাড়ে কাঁপছে মানুষ, কাঁপছে না আরশ।
সারা গায়ে শীতের পশম– হ্যাঙ্গারে আফসোস!
চামড়ায় অলিভ অয়েল– আত্মায় আক্রোশ।
অন্তরে অন্ধ বরফ পেটে অসন্তোষ–
আসলে তো মানুষ না– আসলে রাক্ষস।

প-৮৮-এফ রাবি: আগস্ট-ডিসেম্বর ২০০৫, ভাদ্র-পৌষ ১৪১২

Watercolor. Lalon Susmita Meera

জঙ্গনামা

কোণাকুনি-আড়াআড়ি-সোজাসুজি গুলির কৃপায়
বিলে-মাঠে-নর্দমায় চোখখোলা-গর্তখোলা লাশ,
প্রাক্তন ও পূর্বতন কত লাশ অবকাশে এখনও ফোঁপায়—
লোবানের কাফনের ফ্যাশনের উজ্জ্বল আভাস।

সমস্ত সমাজ অন্তঃসারশূন্য বোমার অন্তর—
শাসকের শাস্ত্রবোধ শাসানোর শূন্যতায় ভারী;
আজকের জঙ্গনামা জটিল স্প্লিন্টারে বিদ্ধ পাখির কবর—
জঙ্গি কিন্তু 'সামরিক', জঙ্গি মানে র‍্যাব-মিলিটারি।

অসম্ভব অসুখের রক্তসুখ ছবিতে বর্ধিত—
লাশ দিয়ে ভাত খাচ্ছি, তরকারিতে রক্তের ঝোল;
আর যারা খাদ্যহারা, স্থানচ্যুত, বাকশূন্য, সম্মানবর্জিত
তাদের খাদ্য আজ স্বয়ং মৃত্যুর গণ্ডগোল।

পাখিরা বাতাস জুড়ে খুঁজে ফিরছে আপন নিশ্বাস
মহাপরিবর্তমান সময়ের সামনেই বাঁক;
দয়া করে গুনবেন না, দয়া করে গুনবেন না লাশ—
মনুষ্যের লাশ দিয়ে সংখ্যা-শেখা নিতান্ত নাপাক।

এত মৃত্যু কোনখানে যাচ্ছে কেউ বলতে পারে না
তবু কেউ কেউ ঠিক টের পাচ্ছে কালের আওয়াজ:
স্থির জলে সুনামির ঢেউ উঠছে, ঢেউ নামছে— পাহাড়ি ঘরানা,
টিলা আর সমতলে বদলের প্রবল কোলাজ।

প-৮৮-এফ রাবি: আগস্ট-ডিসেম্বর ২০০৫, ভাদ্র-পৌষ ১৪১২

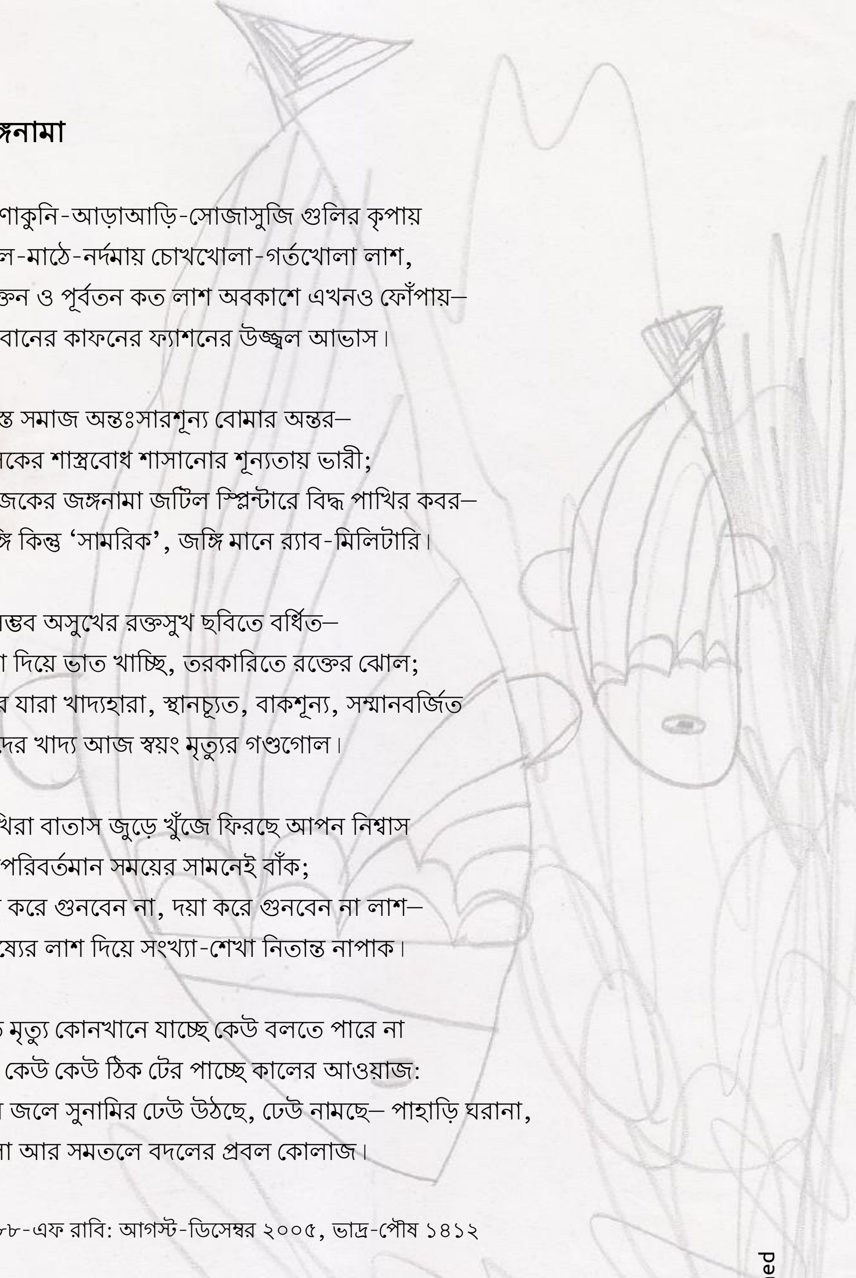

Artwork. Eraab Ahmed

অন্ধকারে সাপে-নেউলে খেলা

বানিয়ে বোমা তা’ দেয় গোমা আস্তানায়;
চতুর্পাশে বেজির নজর– রাস্তা নাই।

চাইলে বেজি পাঁচশ কেজি বিস্ফোরক
আনতে পারে আখড়া থেকে– সর্পলোক

অপেক্ষাতে। পান্তাভাতে নিঁদেল চোখ
হাততালি দেয়– এবার বিদেয় হবেই শোক।

প-৮৮-এফ রাবি: ২৯শে ডিসেম্বর ২০০৫, ১৫ই পৌষ ১৪১২

Artwork: Eraab Ahmed

অচিন লগন

একেকটা চর বড় কাগজের নামে।
একেকটা দেশ কেনা মিজাইল-দামে।
সমস্ত দীন — পুরাটা দুনিয়া — দোকানের চেয়ে বড়
আত্মাবিহীন কাঁচের প্যাকেটে ঘামে।

প্যাকেটের মালে অতিশয় কড়াকড়ি।
কিনতেই হবে। চলবে না দরাদরি।
না-কিনলে যাও, টিভি দেখে দেখে হতাশায় ডুবে মরো,
নয়তো নিজেকে বেচে ফেলো তাড়াতাড়ি—

আর কোনোবিধ পথ নাই ডানে-বামে।
নিযুত নদীতে মার্কিন রণতরী—
মানে এইবারে যত জলপথে আত্মঘাতীর খামে
মোতায়েন হবে বোমাবাঁধা যমঘড়ি।

পাশ ফিরবার কালে আধো জাগরণে
কী মন্ত্র জপে ইতিহাস নিজ কানে—
মিডিয়া-মশাই বুদ্ধি-গোঁসাই নাগাল পায় না ঘটে।
সব নড়ে যায়— কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।

চাকুরির মতো প্রিয় মুখস্থ পুঁথি,
চোখস্থ, চিরদেখা, সিঁদুর আর সিঁথি—
মৃত্যুর চেনা অচিন লগনও কাঁপে আধুনিক পটে;
এলো কি নতুন দিনরেখা— নবতিথি?

লাক্স-সহকারী বিনা-দাম দর্পণে
অস্থির ট্যাঙ্ক, অ্যাডের অধীর গতি—
মানে এইবারে স্থিতিশীল যত বুড়োদের খোকা-মনে
মোতায়েন হবে আয়না-আত্মঘাতী।
বাজারের তলে চাপা-পড়া নিঃশ্বাস,
ট্যাঙ্কের নিচে শুষ্ক, দগ্ধ ঘাস—

Artwork: Eraab Ahmed

এ পোড়া দুনিয়া চিরতরে জ্বেলে উড়িয়ে না-দিলে ছাই,
নিহত হবে না আত্মঘাতীর লাশ।

খোদার জাহানে রাষ্ট্রের খোদগারি,
পুঁজের পৃথিবী, পুঁজির দুনিয়াদারি–
আদম-আত্মা দেহ ছেড়ে ঢোকে টিভির বে-পর্দায়;
নেশনে-নিশানে ইবলিস পায়াভারি।

বিদেহী আত্মা ফিরে চায় বিশ্বাস,
ইতিহাস পরে আত্মঘাতীর শাড়ি–
মানে এইবারে যুগের বোরখা খসানোর আশ্বাস
মোতায়েন হবে প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি।

প-৮৮-এফ রাবি: আগস্ট-ডিসেম্বর ২০০৫, ভাদ্র-পৌষ ১৪১২

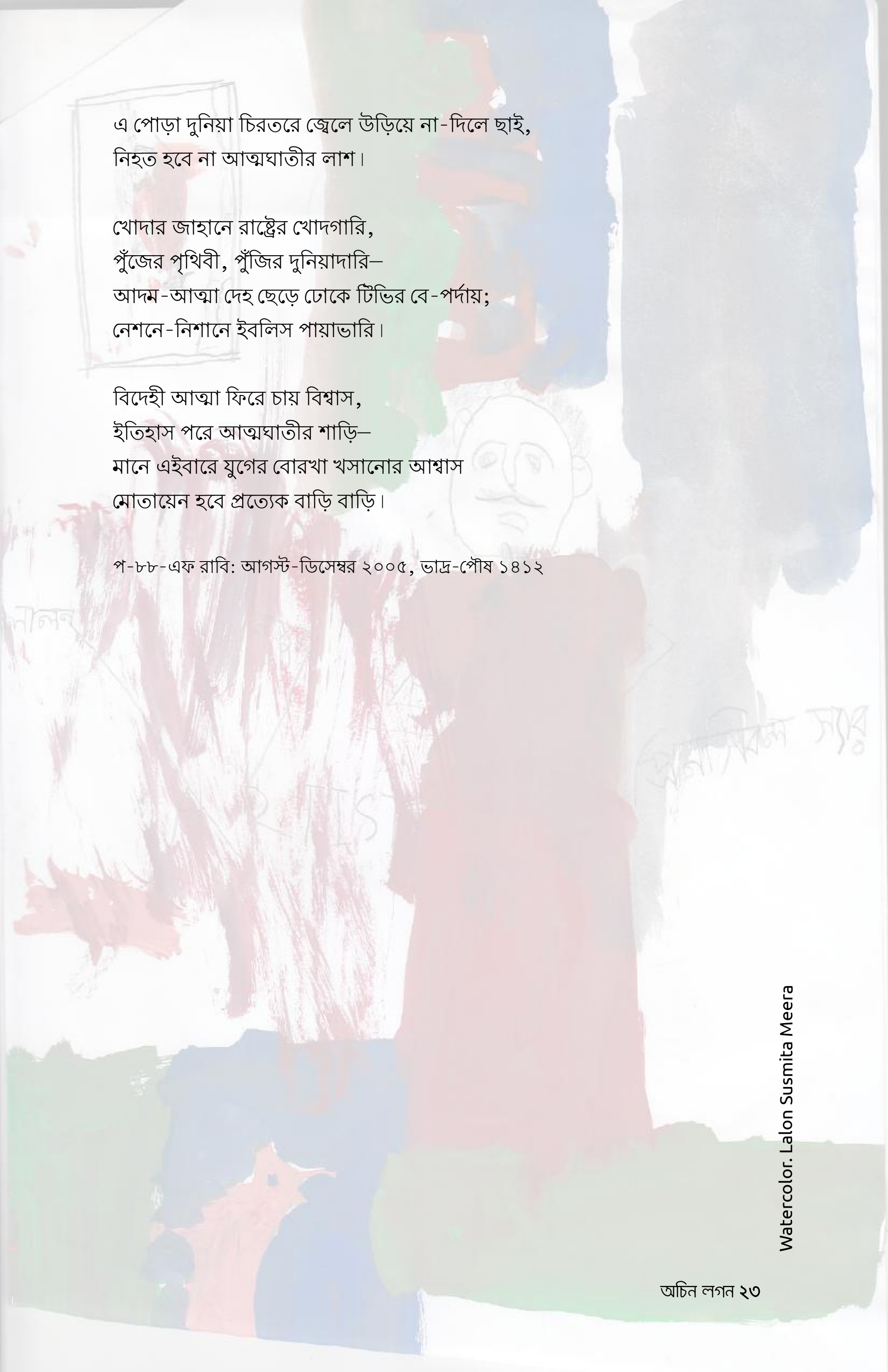

Watercolor. Lalon Susmita Meera

সত্যমিথ্যার কবিতা

সত্য এসে দাঁড়াল সমুখে।
আমি তার চোখে চোখ স্থির করে তাকাব কীভাবে?
আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলো তাকে দেখে –
এত শান্ত, দৃষ্টিহীন চোখ।
আমি চোখ সরালাম। পালালাম চোখের পলকে।

মিথ্যা এসে দাঁড়াল শ্রবণে।
এতটা কর্কশ তার গলা – ভাঙা, ফাটাফাটা, গুহ্যপথ-কাটা।
বধির বলদ আমি এতদিন তাকেই ভেবেছি গান। ভগবান,
এই সত্য কান থেকে বাঁচাও আমাকে।
আমি তাকে কোনোদিন শুনতে চাই না এ জীবনে।

রাবি: ২রা অগ্রহায়ণ ১৪২০, ১৬ই নভেম্বর ২০১৩

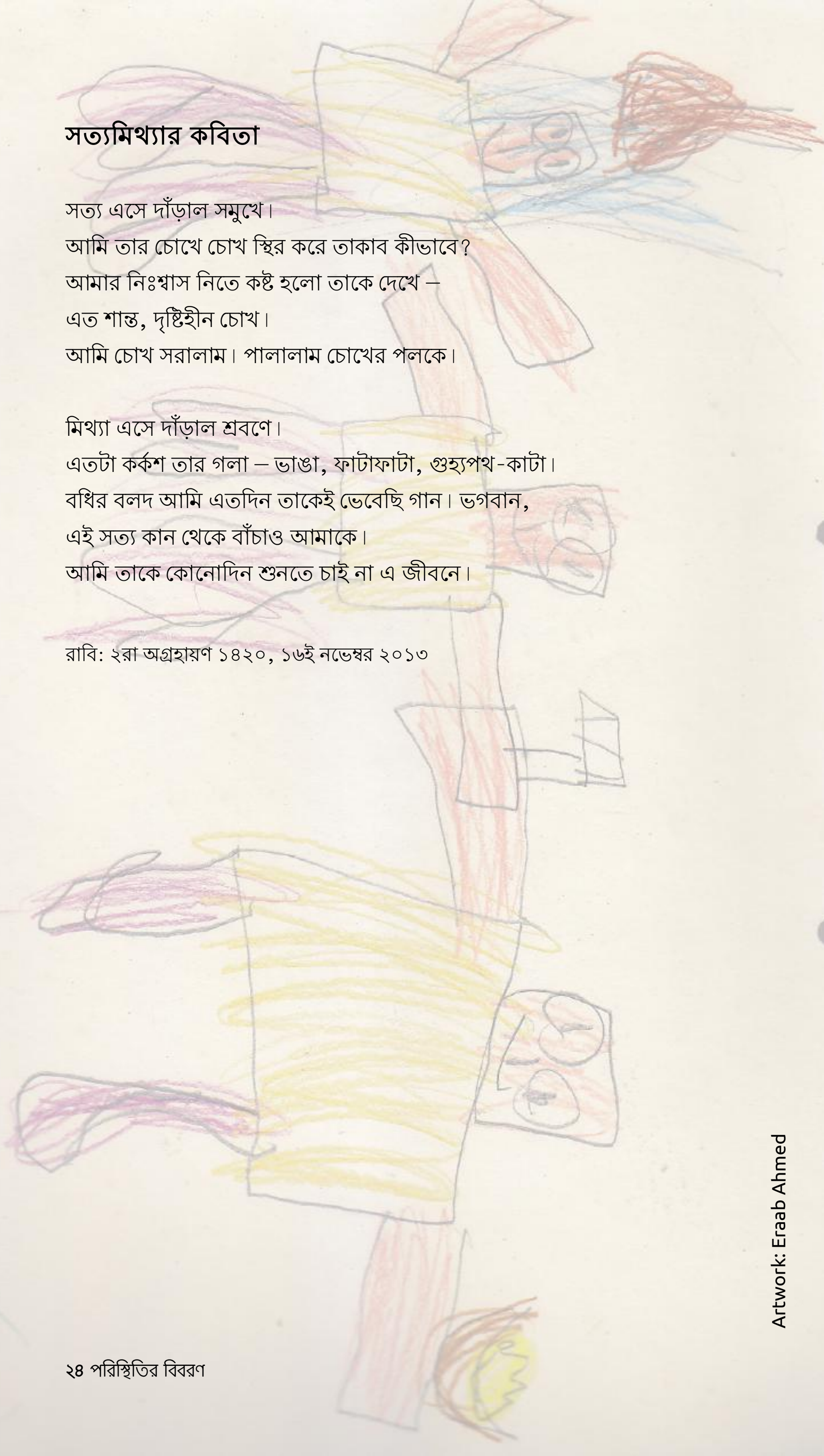

Artwork: Eraab Ahmed

দ্বিতীয় ভাগঃ

পরিস্থিতির বিবরণ

'পরিস্থিতিবাদী আন্তর্জাতিক' এবং মুক্তিপরায়ন অরাজপথিকদের আন্দোলনের একটি আর্টওয়ার্কঃ প্যারিস ১৯৬৮

দার্শনিক আর শিল্পীরা এতদিন পর্যন্ত পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন মাত্র;
এখন প্রশ্নটা হলো পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটানো।
মানুষ যেহেতু গড়ে ওঠে তাদের পরিস্থিতির আদলে,
তাই মানবীয় পরিস্থিতি সৃজন করাটা অপরিহার্য।
আর, ব্যক্তি যেহেতু সংজ্ঞায়িত হয় তাদের পরিস্থিতির দ্বারা, কাজেই তাদের
দরকার নিজেদের আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারার ক্ষমতা।
এই সেই পরিপ্রেক্ষিত যার মধ্যে একত্রিত ও অনুভূত হতে হবে
কবিতাকে, প্রকৃতি-উপযোজনকে, আর পূর্ণাঙ্গ সামাজিক মুক্তিকে।

'পরিস্থিতিবাদী' শব্দটার অর্থ কী?
কেন ন্যাব সম্পাদিত সিচুয়েশনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্থোলজি

Artwork: Manmoy Sadakat

কুমিরের হাসির মতো নিরুদ্বিগ্ন কবিতার কাল

ছাগলও চিন্তা করে ছালা আর ছোলার ফারাক–
কবিতার সুখ তবু জাবরেই, মগজ জুড়াক।

মগজ শুইয়ে রাখো, খাড়া থাক শিশ্ন তোমার–
তেলেজলে ভেসে যাক থেলিসের জগৎ-বিচার।
উদরে ভোঁদড়-নাচ, ক্যামেরায় রতির রাখাল–
আহা, কী সুখের আজ তোমাদের যেকোনো বিকাল।

কুমিরের হাসির মতো নিরুদ্বিগ্ন আমাদের কাল।
মাখনে-মাংশে-দুধে ভরোভরো অনেক গোয়াল
(ছাগলেও চিন্তা করে, আমাদের এমনই কপাল)–
ননীস্রোতে খাবি খায় একাধারে গাভী ও গোপাল।

গাভীও কিন্তুক ভাবে ঘাস আর ঘুষির ফারাক,
গোপালের সুখ তবু গতরেই– জগৎ জুড়াক।

বালিয়াপুকুর রাজশাহী: ২১শে মাঘ ১৪০৫, ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

Artwork: Eraab Ahmed

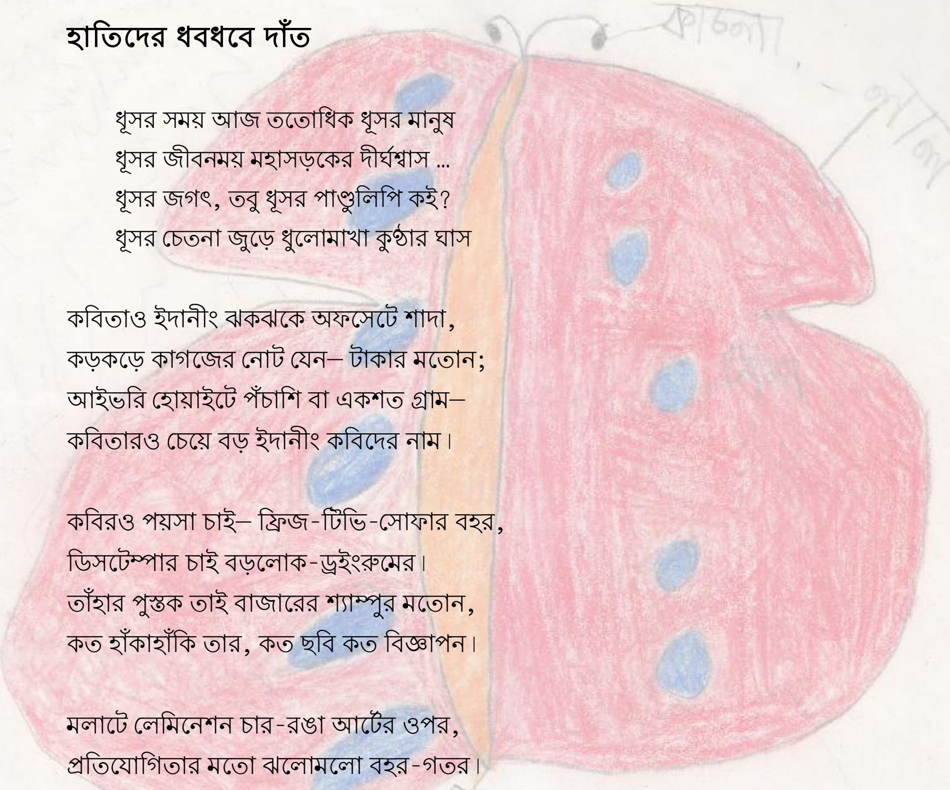

হাতিদের ধবধবে দাঁত

ধূসর সময় আজ ততোধিক ধূসর মানুষ
ধূসর জীবনময় মহাসড়কের দীর্ঘশ্বাস ...
ধূসর জগৎ, তবু ধূসর পাণ্ডুলিপি কই?
ধূসর চেতনা জুড়ে ধুলোমাখা কুণ্ঠার ঘাস

কবিতাও ইদানীং ঝকঝকে অফসেটে শাদা,
কড়কড়ে কাগজের নোট যেন— টাকার মতোন;
আইভরি হোয়াইটে পঁচাশি বা একশত গ্রাম—
কবিতারও চেয়ে বড় ইদানীং কবিদের নাম।

কবিরও পয়সা চাই— ফ্রিজ-টিভি-সোফার বহর,
ডিসটেম্পার চাই বড়লোক-ড্রইংরুমের।
তাঁহার পুস্তক তাই বাজারের শ্যাম্পুর মতোন,
কত হাঁকাহাঁকি তার, কত ছবি কত বিজ্ঞাপন।

মলাটে লেমিনেশন চার-রঙা আর্টের ওপর,
প্রতিযোগিতার মতো ঝলোমলো বহর-গতর।
কবিতার বই আজ হাতিদের ধবধবে দাঁত—
শখের মিউজিয়ামে সৌখিন সাধের অ্যান্টিক।

রবীন্দ্রভবন রাবি: ২৫শে মাঘ ১৪০৫, ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

Artwork: Lalon Susmita Meera

স্খলনের শিল্পকলা

শিল্পের ছলাকলা অবশেষে ধরা দিল হাতে।
দিনকতক লাগল বটে,
তবু ঠিকই ধরে ফেললাম হাতেনাতে।

হিসু-করা-যন্ত্র নিজে আদরে-তোয়াজে
দণ্ডপ্রাপ্ত হয় যদি পুরুষবিধিতে,
তাতে সে উৎপন্ন করে ঘোলাটে অভ্রের মতো প্রথম অসুখ–
বস্তুর প্রাথমিক বর্ণের মতো।

অসুখ নিক্ষিপ্ত হয়
মেঝেতে শোয়ানো কোনো স্ত্রীবাচক খবরের দিকে–
স্টাডির মেঝেকে আরও পিছল করার চেয়ে
সংবাদপত্রকে কাজে লাগানোটা বেশি ভালো বলে;
ইউটিলিটি জার্নালিজম শক্তিশালী হয়ে ওঠে বলে।

অসুখ শুকিয়ে গেলে পেশ হয় অভিনব নানাবিধ ভোল,
পরিদৃশ্য হয়ে ওঠে – পরিস্থিতি – পুরুষের অব্যয় আদল,
আর   অপরূপ আকার-প্রকার।

পুরুষের দরবারে বিকশিত হয় শিল্প– স্খলনজনিত শিল্পকলা।
একে তুমি বলতে পারো রিয়ালিটি – বাস্তব-উৎসারিত শিল্পের উৎপাদন রীতি।

শিল্পের শিলায় গড়া বাস্তব পুরুষ বলে কথা–
সতত নিরীক্ষাশীল মরদের মন বলে কথা ...

বালিয়াপুকুর, রাজশাহী: ২৫শে মাঘ ১৪০৬, ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০০০

Artwork: Lalon Susmita Meera

নিউটনের হাড়

মেঘলা সন্ধ্যাবেলা। প্রান্তরে একলা পথিক। আনমনা। এই পথিকের চলা একা-একা গান হয়ে ওঠে। কেন জানি মনে পড়ে স্টাইনবেকের লেখা ‘গ্রেপস অফ র‍্যাথ’। মহা-মন্দার দিন। ছেষট্টি নম্বর হাইওয়ে। ওকলাহোমার সেই দরিদ্র লাল পথ সর্বসপরিবারে ট্রাকে চড়ে চলে যায় উজ্জ্বল উত্তরের দিকে।

কবিতার মধ্যে থাকে হেঁয়ালি। ফসিলের মধ্যে থাকে কার্বন। নিয়মের একেবারে বাইরে গিয়ে কখনোই বসে না কেউ। কিন্তু মানুষ কী করে হাঁটবে, কতখানি হেলবে-দুলবে, কিংবা কোন দিকে যাবে– আগে থেকে ঠিক করা তার কোনো নিয়ম থাকে না। যা থাকে তা বৈচিত্র্য-বিজ্ঞান, মানে ‘এনিথিং গোজ’।

পূর্ব-দিবালিপি, দেখো, অচেনা সন্ধ্যার মতো লাগে। কার্বনের আত্মাকে দেখলে মনে হয় প্রাচীন পোস্টার। নিউটনের হাড়গোড় বিগত জীবাশ্ম হলে ফিরে আসেন তৌরাইনের দেকার্তে। আমি আমার নাম-পরিবর্তনের কথা ভাবতে থাকি। তোমার সাথে হাঁটতে হাঁটতে হেঁয়ালি-সময়ের কথা ভাবতে থাকি।

জুবেরিভবন রাবি: ৪ঠা আষাঢ় ১৪০৮, ১৮ই জুন ২০০১

Artwork: Eraab Ahmed

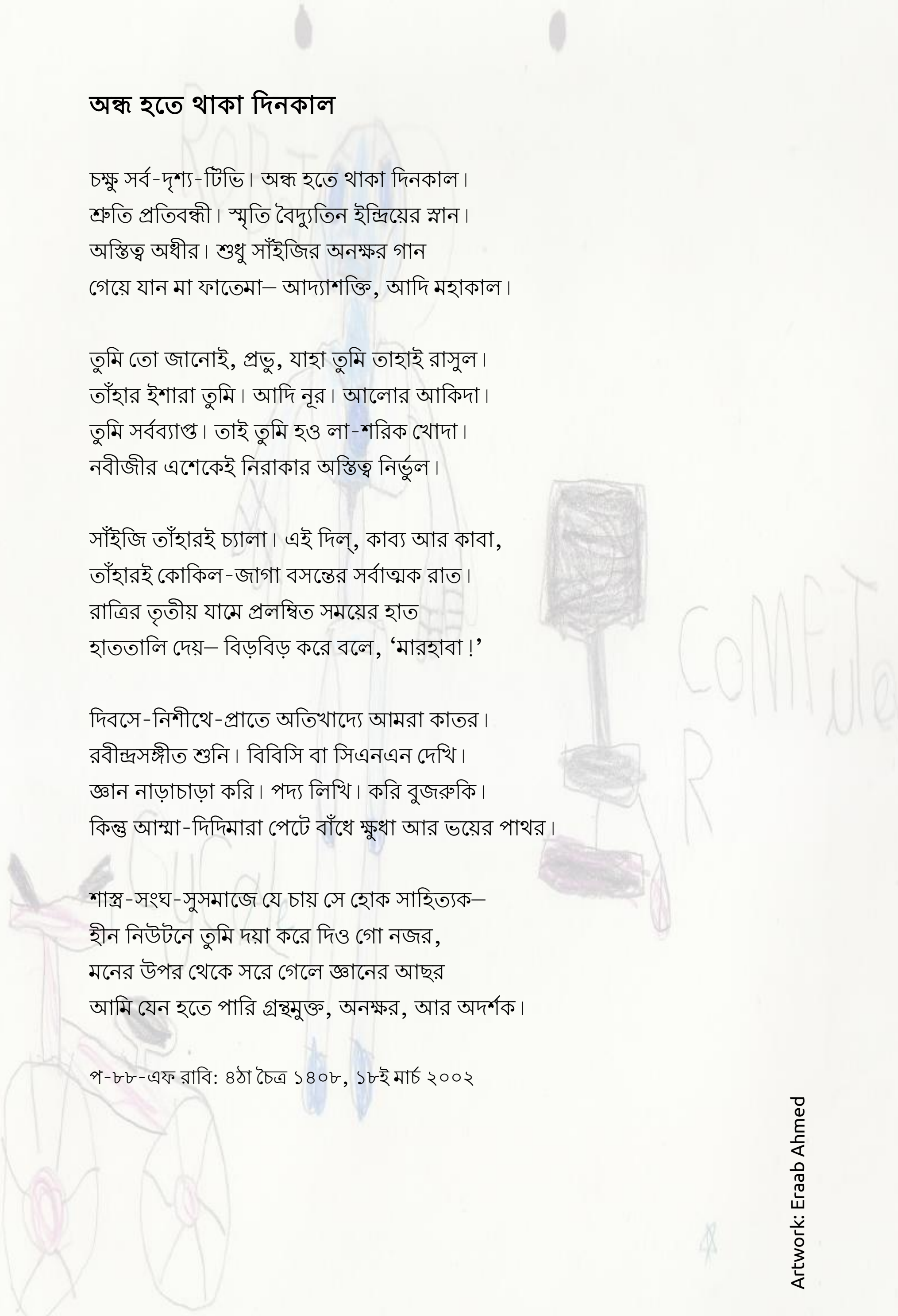

অন্ধ হতে থাকা দিনকাল

চক্ষু সর্ব-দৃশ্য-টিভি। অন্ধ হতে থাকা দিনকাল।
শ্রুতি প্রতিবন্ধী। স্মৃতি বৈদ্যুতিন ইন্দ্রিয়ের স্নান।
অস্তিত্ব অধীর। শুধু সাঁইজির অনক্ষর গান
গেয়ে যান মা ফাতেমা– আদ্যাশক্তি, আদি মহাকাল।

তুমি তো জানোই, প্রভু, যাহা তুমি তাহাই রাসুল।
তাঁহার ইশারা তুমি। আদি নূর। আলোর আকিদা।
তুমি সর্বব্যাপ্ত। তাই তুমি হও লা-শরিক খোদা।
নবীজীর এশেকেই নিরাকার অস্তিত্ব নির্ভুল।

সাঁইজি তাঁহারই চ্যালা। এই দিল্, কাব্য আর কাবা,
তাঁহারই কোকিল-জাগা বসন্তের সর্বাত্মক রাত।
রাত্রির তৃতীয় যামে প্রলম্বিত সময়ের হাত
হাততালি দেয়– বিড়বিড় করে বলে, 'মারহাবা!'

দিবসে-নিশীথে-প্রাতে অতিখাদ্যে আমরা কাতর।
রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনি। বিবিসি বা সিএনএন দেখি।
জ্ঞান নাড়াচাড়া করি। পদ্য লিখি। করি বুজরুকি।
কিন্তু আম্মা-দিদিমারা পেটে বাঁধে ক্ষুধা আর ভয়ের পাথর।

শাস্ত্র-সংঘ-সুসমাজে যে চায় সে হোক সাহিত্যক–
হীন নিউটনে তুমি দয়া করে দিও গো নজর,
মনের উপর থেকে সরে গেলে জ্ঞানের আছর
আমি যেন হতে পারি গ্রন্থমুক্ত, অনক্ষর, আর অদর্শক।

প-৮৮-এফ রাবি: ৪ঠা চৈত্র ১৪০৮, ১৮ই মার্চ ২০০২

Artwork: Eraab Ahmed

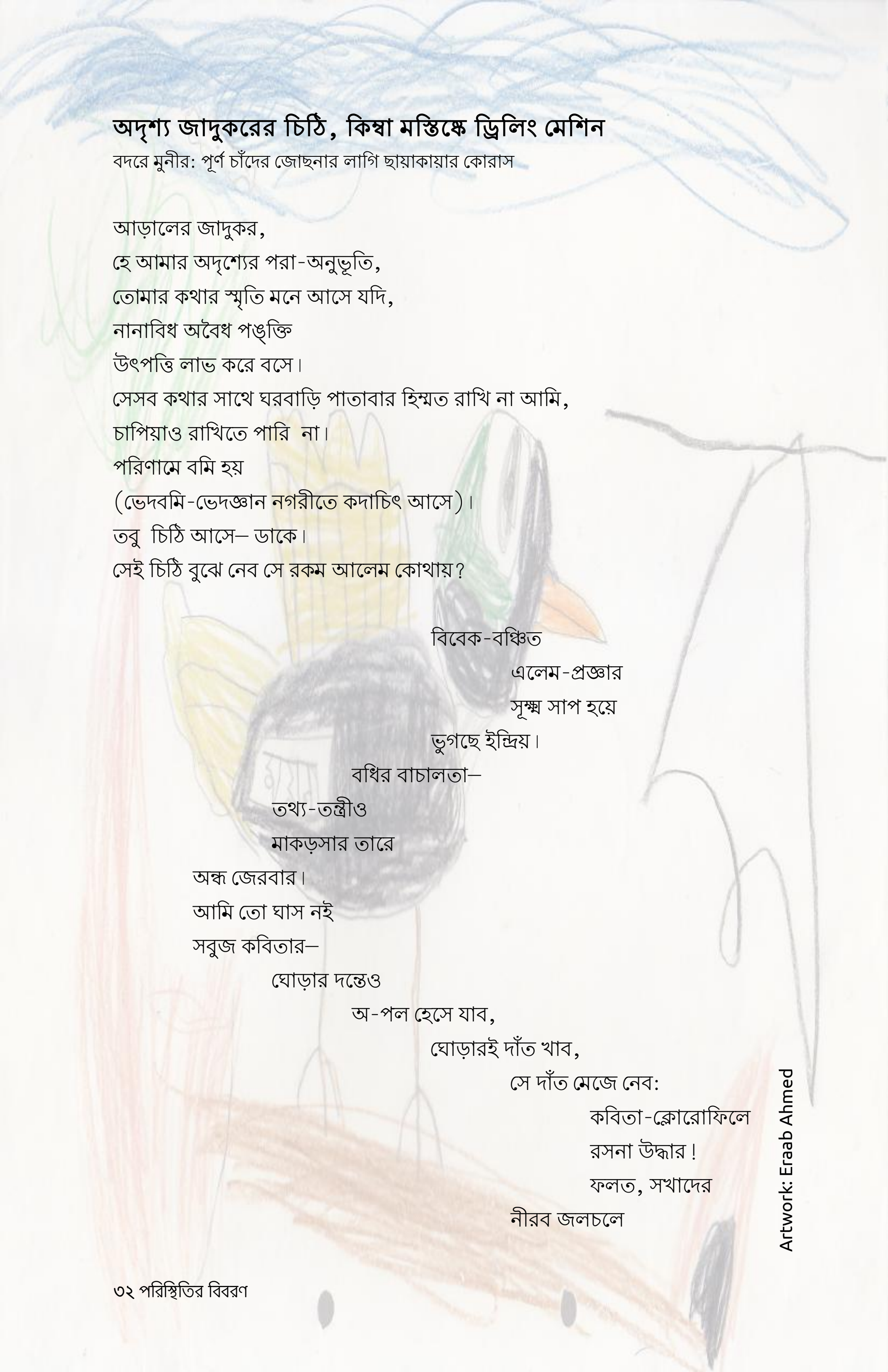

অদৃশ্য জাদুকরের চিঠি, কিম্বা মস্তিষ্কে ড্রিলিং মেশিন

বদরে মুনীর: পূর্ণ চাঁদের জোছনার লাগি ছায়াকায়ার কোরাস

আড়ালের জাদুকর,
হে আমার অদৃশ্যের পরা-অনুভূতি,
তোমার কথার স্মৃতি মনে আসে যদি,
নানাবিধ অবৈধ পঙ্‌ক্তি
উৎপত্তি লাভ করে বসে।
সেসব কথার সাথে ঘরবাড়ি পাতাবার হিম্মত রাখি না আমি,
চাপিয়াও রাখিতে পারি না।
পরিণামে বমি হয়
(ভেদবমি-ভেদজ্ঞান নগরীতে কদাচিৎ আসে)।
তবু চিঠি আসে– ডাকে।
সেই চিঠি বুঝে নেব সে রকম আলেম কোথায়?

বিবেক-বঞ্চিত
এলেম-প্রজ্ঞার
সূক্ষ্ম সাপ হয়ে
ভুগছে ইন্দ্রিয়।
বধির বাচালতা–
তথ্য-তন্ত্রীও
মাকড়সার তারে
অন্ধ জেরবার।
আমি তো ঘাস নই
সবুজ কবিতার–
ঘোড়ার দন্তেও
অ-পল হেসে যাব,
ঘোড়ারই দাঁত খাব,
সে দাঁত মেজে নেব:
কবিতা-ক্লোরোফিলে
রসনা উদ্ধার!
ফলত, সখাদের
নীরব জলচলে

Artwork: Eraab Ahmed

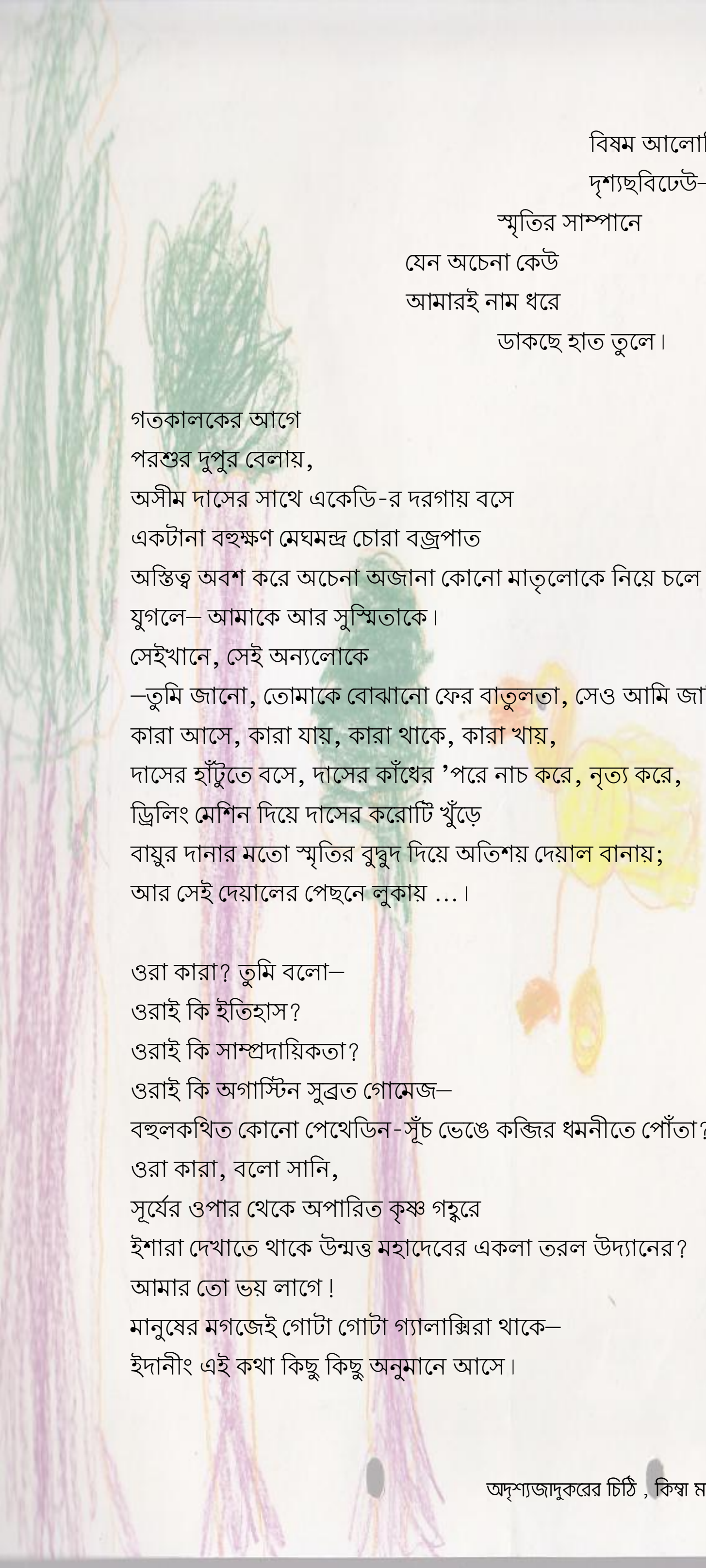

বিষম আলোড়িত
দৃশ্যছবিঢেউ–
স্মৃতির সাম্পানে
যেন অচেনা কেউ
আমারই নাম ধরে
ডাকছে হাত তুলে।

গতকালকের আগে
পরশুর দুপুর বেলায়,
অসীম দাসের সাথে একেডি-র দরগায় বসে
একটানা বহুক্ষণ মেঘমন্দ্র চোরা বজ্রপাত
অস্তিত্ব অবশ করে অচেনা অজানা কোনো মাতৃলোকে নিয়ে চলে গেল আমাদের;
যুগলে– আমাকে আর সুস্মিতাকে।
সেইখানে, সেই অন্যলোকে
–তুমি জানো, তোমাকে বোঝানো ফের বাতুলতা, সেও আমি জানি–
কারা আসে, কারা যায়, কারা থাকে, কারা খায়,
দাসের হাঁটুতে বসে, দাসের কাঁধের 'পরে নাচ করে, নৃত্য করে,
ড্রিলিং মেশিন দিয়ে দাসের করোটি খুঁড়ে
বায়ুর দানার মতো স্মৃতির বুদ্বুদ দিয়ে অতিশয় দেয়াল বানায়;
আর সেই দেয়ালের পেছনে লুকায় ...।

ওরা কারা? তুমি বলো–
ওরাই কি ইতিহাস?
ওরাই কি সাম্প্রদায়িকতা?
ওরাই কি অগাস্টিন সুব্রত গোমেজ–
বহুলকথিত কোনো পেথেডিন-সুঁচ ভেঙে কব্জির ধমনীতে পোঁতা?
ওরা কারা, বলো সানি,
সূর্যের ওপার থেকে অপারিত কৃষ্ণ গহ্বরে
ইশারা দেখাতে থাকে উন্মত্ত মহাদেবের একলা তরল উদ্যানের?
আমার তো ভয় লাগে!
মানুষের মগজেই গোটা গোটা গ্যালাক্সিরা থাকে–
ইদানীং এই কথা কিছু কিছু অনুমানে আসে।

Artwork: Eraab Ahmed

কীসব যাতামাতা
বকছি ননস্টপ!
বাচাল মানুষের
স্বভাব-স্বাভাবিক
কথার ক্যাৎকেতে
কাদায় হেঁটে যাই–
দিবস-নিশিরাত,
যুগের পর যুগ।

আমার স্বভাবের
বিরাণী চিরকাল
আমিই খেয়ে যাব
(ভুগবে অ্যাসিডিটি)।
মধ্যবিত্তের
অল্প কিছুমিছু
রোগ না-থাকে যদি
কী করে চলে, বলো?

তাই এ বাচালতা।
সবার-সকলের
কানকে ঝালাপালা
না করে আর কোনো
পথ তো পাচ্ছি না।
অসুখ নির্ণিত–
ওষুধ জানা নেই,
কিম্বা জানা আছে,

মানার সাধ নেই।
নিজেকে গালি দেয়া?
সেটাও তো ফ্যাশন!
(একটু আলাদাই–
এক্সট্রা-অর্ডিনারী
লোক কি আমি নই?)

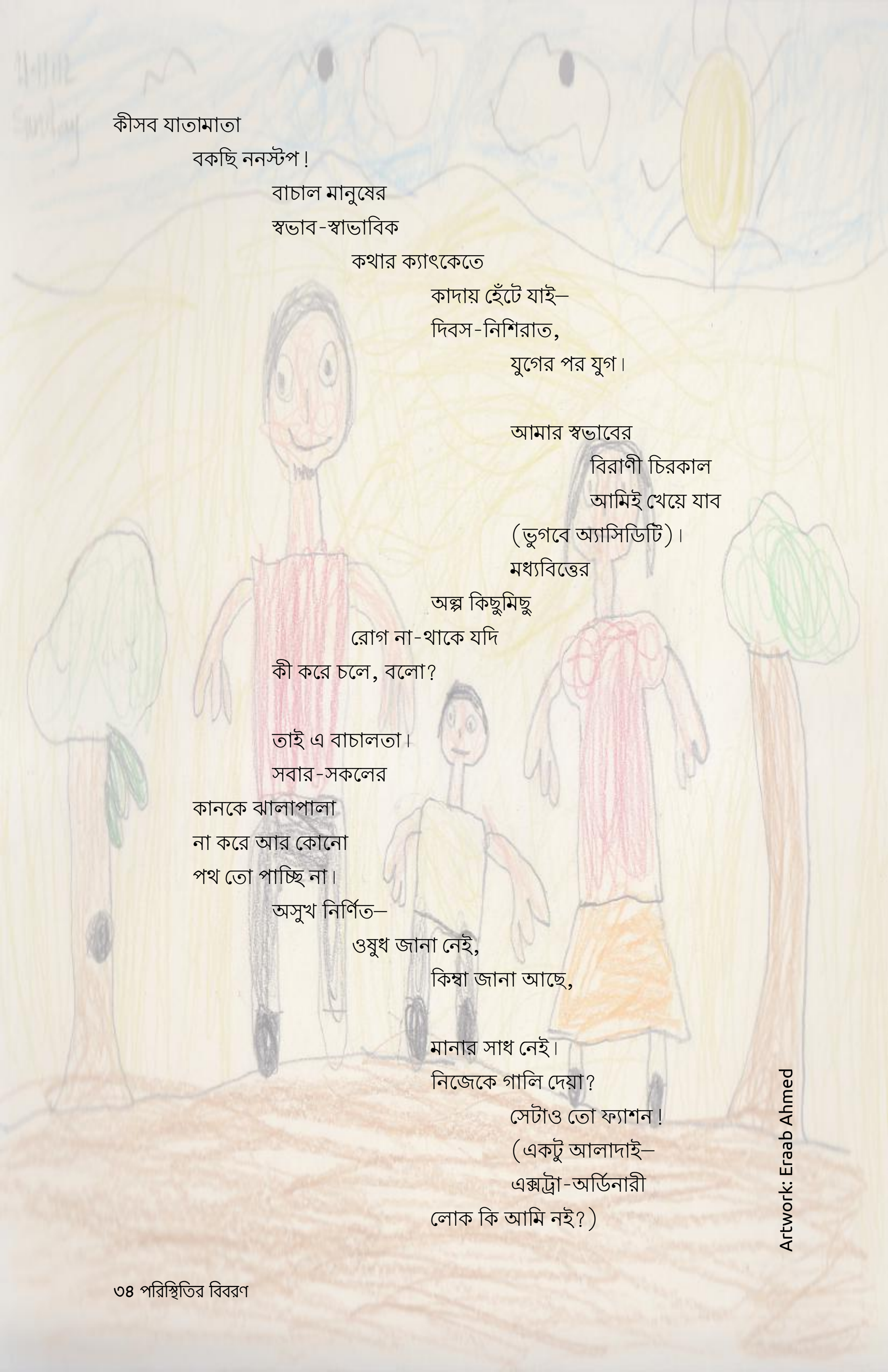
Artwork: Eraab Ahmed

এসব নিয়ে আছি,
কাটছে দিনকাল—

এখানে স্বভাবের
তবলা বাজতেছে,
ওখানে মুনীরের
কবিতা-ক্যানভাসে
খুনের তেলরঙ
অন্ত্যমিলসহ
পয়ারে-ত্রিপদীতে
আঁকছে দুঃসহ!

আফগানিস্তানে
যুদ্ধ শেষ, তবু
পিকাসো-পাঁচকোনা
‘মানুষ’ আসিতেছে!
রুপালী পর্দায়!
কেবল সাত মাস—
ন মাস দশ দিনে
মানুষ জন্মাবে!!

ভালুকের পিঠে চেপে তোমার কবিতা আসে গেরস্তের সুশীল উঠানে।
কোনো কোনো নাগরিক দোতলার ছাদ থেকে ঝুঁকে
হারিকেন উঁচু করে দেখে:
আদিম রক্তাক্ত বোধ বাজারকে শুঁকে শুঁকে জঙ্গলের গুহা-গলি ভুলে
শহরের কাছে এসে মরণের ফেউ!
আর, কেউ কেউ মড়া সেজে নিঃশ্বাস গোপন করে
মৃত মানুষের ভান ধরে—
মনে মনে জপে যেন ভালুকটা চলে যায় সুশীতল গৃহ থেকে দূরে।

তোমার কবিতা তাই দীর্ঘজীবী হোক!

প-৮৮-এফ রাবি: ৬ই আষাঢ় ১৪০৯, ২০শে জুন ২০০২

Artwork: Eraab Ahmed

সংক্ষেপে স্বরূপ হাসে ক্লোজ-আপে, একান্ত টিউবে

ঐ যে নাটোর, ঐ রাজশাহী, ঢাকা, নিউ ইয়র্ক– শহরের ডার্করুম, ঝলমলে প্রেক্ষাগৃহ, রঙিলা গোড়ালি, অর্ধ-দিগম্বর আর্ট। পড়শির নাম ধরে বিড়ালের হাঁটা সোজা পর্দার এ পারে চলে আসে। আর লোকে ছবি ফোঁকে– শোঁকে অপদৃশ্য অপরূপ: বেনসন ওয়ান-অ্যাণ্ড ওনলি; কিম্বা ধরো, ঐশ্বরিয়া– বিশ্বজোড়া তারকার ত্বক।

অত দূর থেকে তুমি হাত নাড়ো, ঠোঁট নাড়ো, হাতছানি দাও! অলীকের বিজ্ঞাপনে তুমি কি কেবলই ছবি? চারকোনা বাস্তবতা মেনে? দর্পণের অভ্যন্তরে পুঁজির প্রকাশযজ্ঞে, বৈশ্বিক লীলায় – কবিতার চোখ থেকে খসখসে খসা-চোখে – কক্ষচ্যুত মেঘে কামনার বৃষ্টি নামে, শ্রাবণ-বরিষা ভেসে যায়। ভার্জিনের ক্যান ভেজে, পেপসির কাঁচ ভেজে, যোনি ভেজে, ভেজে শিশ্নমুখ; পুরোপুরি আকাশের বিলবোর্ড ভিজে যায় কোমল পানীয়-ভেজা জলে; প্যাকেজ-নাটক জুড়ে মধ্য-রাতে ভিজে চলে পরকীয় মোবাইল ফোন …

দেখি শুধু দৃশ্য– দেখি মানুষের ট্যাঁক থেকে খসে-পড়া নগদ দিনার। সব কিছু নীল দেখি– বাজারের নীল ছবি, খরিদ্দার ঘন নীল মেঘ। অত দূর থেকে শুধু হাত নড়ে, নীল ঠোঁট নড়ে। টেলিফোনে যুগ নড়ে– একা-ভেজা মানুষের যুগ। প্রবল প্রলাপ শুনি, গ্রামীণ ইউনুস শুনি– নগরের সুখ। যুগের বিলাপ শুনি– সন্ধ্যার জিঙ্গেলে মেশে দৃশ্যের আবছায়া ধূপ।

ঐ যে শহর, ঐ কাঁচের কঙ্কালে ঘেরা আরশিনগর– পাঁচতারা অন্ধকারে ঝিকিমিকি আলোর আকাল। সাঁইজির পর আর অপর কে হয়, কোন জন– বিজ্ঞাপিত ব্রডশিটে সলিমুল্লাহ খান লেখে, অধমের অন্তরে পশে না। তবু, সংক্ষেপে স্বরূপ হাসে ক্লোজ-আপে, একান্ত টিউবে।

প-৮৮-এফ রাবি: ২৪শে আষাঢ় ১৪০৯, ৮ই জুলাই ২০০২

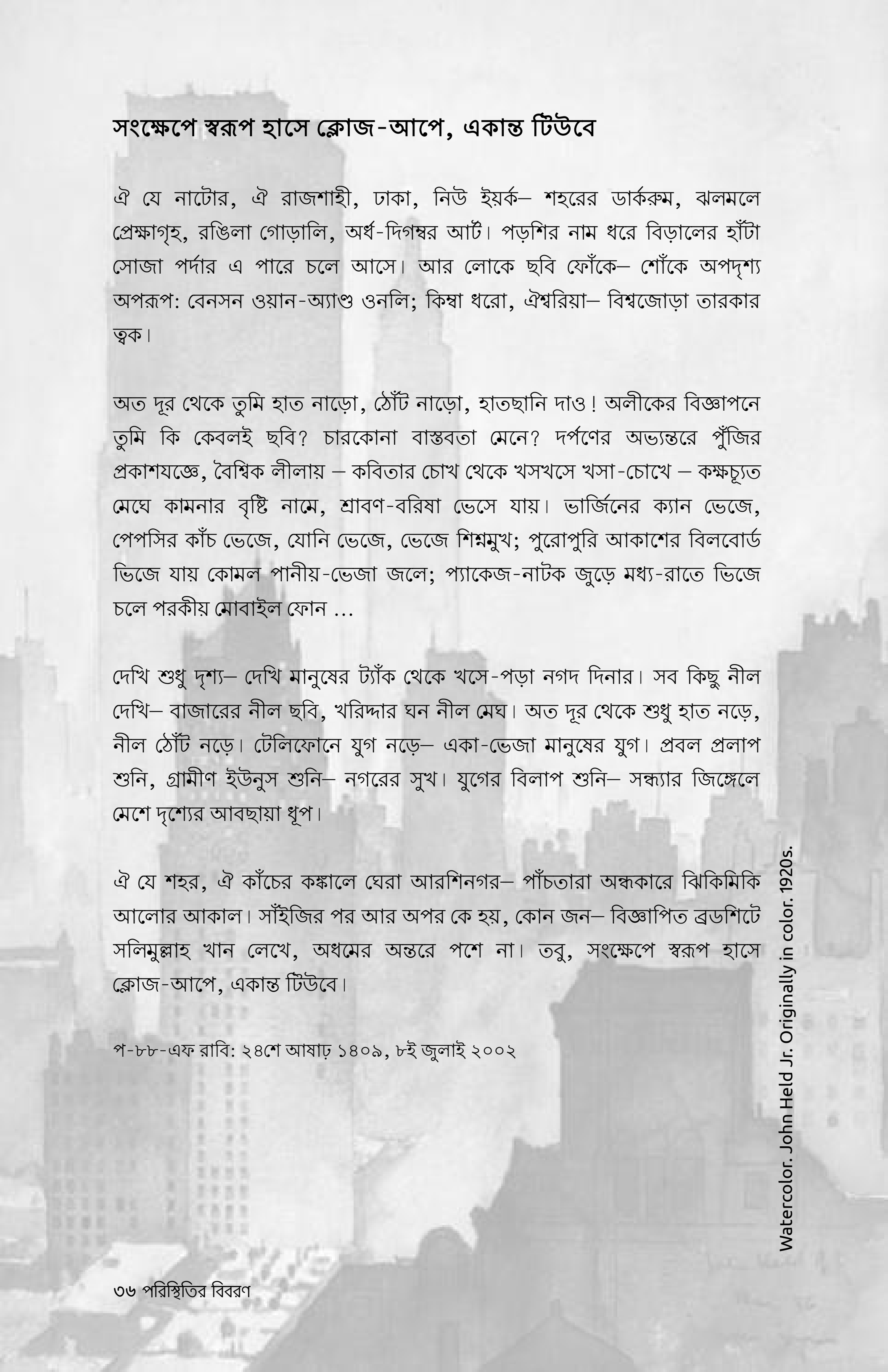

Watercolor. John Held Jr. Originally in color. 1920s.

কবি শুধু কাজকর্মহীন

কত দিন কবিতা লিখি না, এইভাবে
সব দিন যদি চলে যায়, ব্রহ্মপুত্র
তার সব জল নিয়ে সমূহ গড়াবে;
কোথাও নিয়মে কোনো ছেদ ঘটবে না।

নদীর স্বভাব জানি– কখনও মনুষ্যমুখী নয়।
মানুষ, না নদী, বেশি দরকারি সেই তর্ক আজও
তবু আমাদের কাজে লাগে। ‘কাজ’টুকু
সর্বদাই এক রূপে বাহিরে-অন্তরে বিরাজে না।

কর্মবীর সংসারে সকলেই কর্ম করে সারা রাত্রিদিন,
এত শত কাজ; তবু, কবিতার অন্তরে
কবি শুধু কাজকর্মহীন।

মীরপাড়া নাটোর: ১৪ই আশ্বিন ১৪০৯, ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০০২

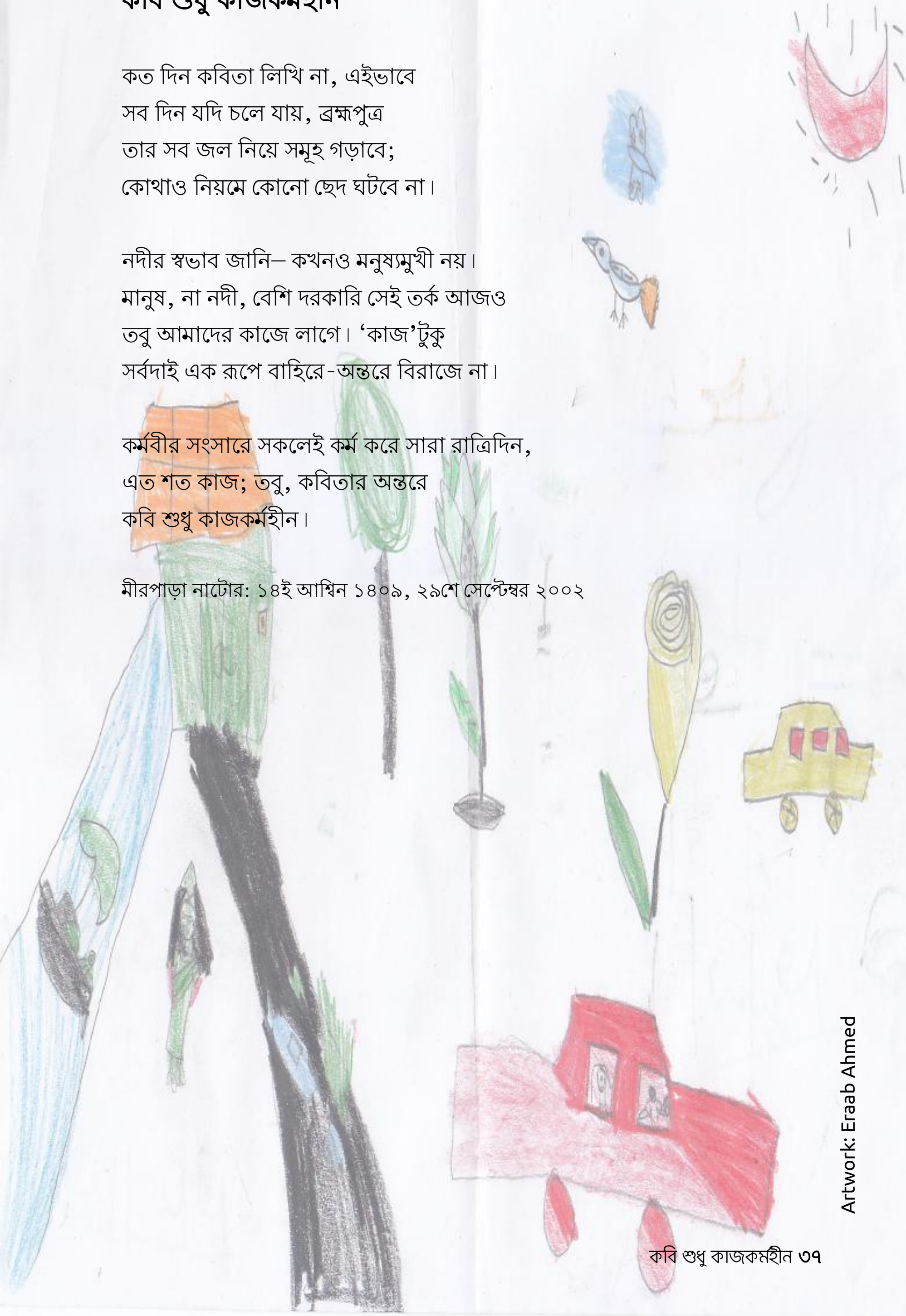

Artwork: Eraab Ahmed

মহাকাল গান গায় মনের মন্দিরে

আমার না-দেখা কলকাতার সুমন চট্টোপাধ্যায় নামের লোকটা, তাঁকে এখন অবশ্য কবীর সুমন বলে ডাকাটাই অধিক সঙ্গত, তাতে তাঁর সিদ্ধান্তকে খানিক সম্মান করতে পারা যায় ... তো, যা হোক, সেই বান্দা গান গাইতে থাকলে যেসব কম্পাঙ্ক ভাসে বাতাসের ঘাসে সেগুলোকে যন্ত্র দিয়ে জড়ো করে 'সুমনের গান' বলে বিক্রি করে তাঁহার প্রভুর স্বর– এইচএমভি। সুমনের গান যে এইটা না তা আমি ঠিক টের পাই, কেননা এই গান বারবার শুনলে অনেকদিন আর শুনতে ইচ্ছা করে না, ধাতব-বৈদ্যুতিক ছ্যানছ্যান তৈরি হয় মনে।

আমার সামনে বসে সুমন যদি গাইতেন, 'ভালবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো...', শত বার গাইলে আমি এক শত বারই শুনতাম, কেননা মানুষের গান বোরিং হয় না কোনোদিন।

একটু বেশিই নাগরিক– তবু মহান আল্লাপাক আমার সুমনকে বানিয়েছেন গান দিয়ে। কিন্তু আমি তো সুমনের গান শুনিই নি। এই জীবনে আর শোনাও হবে না। আমি তাই যন্ত্রের ধাতব-বৈদ্যুতিক শব্দ-কম্পাঙ্কই শুনি। আমার মস্তিষ্কে তরঙ্গ ওঠে, ঢেউ ওঠে। সেই ঢেউয়ে দুলে দুলে আমি গাই। আমার শরীর গায়, মাথা গায়। সুমনকে বানাই, আর ওর সাথে কথা বলি আমি।

যন্ত্রকে ধন্যবাদ। বেচারা যন্ত্র! এর চেয়ে বেশি আর কী করবে ও! নিজে তো সে বলে নি যে, আমিই সুমন। কে বলেছে? পুঁজি। পুঁজি বলছে: এই হলো সুমনের গান; আধুনিক বৈজ্ঞানিক কম্পিউটারায়িত বিশুদ্ধ সুমনের গান; একদম খাঁটি।

মৃত শ্রম বাজারে এলে সবকিছুকেই অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে মৃত বানায়। মানুষ মৃত হয়; গান নিহত হয়। প্রতিটা ক্যাসেটের সাথে সুমনের খুন হওয়ার সংবাদ আসে– প্রতিটা ক্যাসেট যেন গানের কফিন। তবু আমি গান শুনি। সুমনকে বানাতে বানাতে, ধাতব-বিদ্যুৎ-কম্পাঙ্ককে মানুষের ম্যাজিক দিয়ে গান বানাতে বানাতে আমি শুনি সুমনের গান।

বৈদ্যুতিক শব্দ-তরঙ্গ গান না। আমাদের বাসার 'সম্পূর্ণ স্টেরিও' ৪৮০ ওয়াটের সাউন্ড-সিস্টেম কবীর সুমন না। মানুষের মগজে যা বাজে সেটা গান-ই বটে, ফ্রিকোয়েন্সি না। কানঠসা বিজ্ঞান শোনে শুধু ফ্রিকোয়েন্সি, সঙ্গীত শোনে না।

Artwork: Eraab Ahmed

ফ্রিকোয়েন্সিকেই শুধু বাণিজ্যিকভাবে পুনরুৎপাদন করা যায়। বেচা-কেনা যায় পুনঃপুনঃ।

তথাপি ক্যাসেটে আমি গান শুনি– সুমনের গান। সম্পূর্ণ চৈতন্য দিয়ে শুনি। গান বলতে শরীরের স্বভাবও বোঝায়। দেহ তো চৈতন্যও বটে– মহাপ্রভু মানে তো কীর্তন! সুমনের কণ্ঠে নাচে কালের সঙ্গীত – মহাকাল গান গায় মনের মন্দিরে – ভালোবেসে, নিভৃতে যতনে।

প-৮৮-এফ রাবি: ৩০শে কার্তিক ১৪০৯, ১৪ই নভেম্বর ২০০২

Artwork: Eraab Ahmed

পরিস্থিতি সংক্ষেপে মুচকি হাসুক

টুকটাক, গম্ভীর, নানাবিধ অনুষঙ্গওয়ালা মেলা মেলা ক্যাদ্দানির ক্লান্ত লাগা সম্প্রতি শুরু হলে পরে খাতা নিজে আবির্ভূত হয়। আত্মবিচরণশীল, তথাপি অনুসন্ধানী, সেই খাতা এসে পরিষ্কার বাঙ্গালা ভাষায় পরিস্থিতির বৃত্তান্ত দাবি করে বসে। বলে: খোদ পরিস্থিতি সংক্ষেপে মুচকি হাসুক– সেই হাসি স্মৃতিকোষে যাক। জমা থাক।

ক্যামেরার কারসাজি ব্যক্তিগত পরিসরে এভাবে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

ক্যামেরার ছবি হলো ক্যামেরার ছবি– ঘটনার স্বাদগন্ধ, বিভূতির ছন্দমাত্রা, কোনো কিচ্ছু তুচ্ছ-মাত্র নাই। ছবি উপলক্ষ্য মাত্র, ঐশ্বর্য তো নয়। মানুষের হাসি দিয়ে, পূর্বাপর স্মৃতি দিয়ে, কান্না দিয়ে রান্না করা সূক্ষ্ম যোগাযোগ– অনুভূতির সে অণিমা ফোটোশপ-পিক্সেলে কই? দুঃখের আড়ালে গিয়ে একটু দেখতে থাকা, প্রকৃত ঘটনা ঘটে কী– ক্যামেরায় সে ছবির নাম নাই, ঘটনার বিবরণও নাই।

দুঃখ আছে। দুঃখ তবু আছে। একটু মুচকি হাসি হয়ত বা দুঃখের প্রকৃত বিবৃতি হতে পারে। সেই হাসি স্মৃতিকোষে যাক, জমা থাক।

প-৮৮-এফ রাবি: ২৭শে মাঘ ১৪০৯, ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০০৩

Artwork: Eraab Ahmed

ভেড়ার শিঙের মতো পেঁচানো, গম্ভীর

লোকেদের দেখাদেখি, আর কিছু দুঃখের প্ররোচনায়, কবিতার দীক্ষা ঘটেছিল। গুরু ছিল পরিস্থিতি। আর কেউ নয়। গুরুর নামের জোরে কাব্যের কাহিনী বিস্তারিল। অথচ ডাইনে-বামে পদ্য এত সরকারি – এত বেশি পায়াভারি, এতটা পদবিধারী, আমলাতান্ত্রিক!

কবিতার টোল নাই। কবিতার মক্তবও নাই। কবিতার সব শুধু সরকারি কালেজ ও ইনভার্সিটি। কবিতার মাঠে প্রায় সবই দেখি ইংরাজি মাথা। কাব্যের জমিতে ধান পুরাটাই পুরুষ-প্রধান। (নারীর পোশাকে যথা বিজ্ঞাপন পুরুষেরই প্রাণ!) কবিতার সমাবেশে মোহরের ভাবাবেশ – শাস্ত্রের সুলতানিয়াত। কবিতার পেটে শেষ মেষ হলো ক্ষমতার শিঙ– ভেড়ার শিঙের মতো পেঁচানো, গম্ভীর।

আমি তাই ঠিক করি: কবিতা উচ্ছন্নে যাক। পুরাপুরি, ষোল আনা যাক। লেখা হোক বৈচিত্র্যের সহজ বাস্তব। অবলীলাক্রমে, তাই, আপন জবানে লিখে যাই, কী করে কবিতা নিজে কবিতার হাত থেকে নিষ্কৃতি চায়।

প-৮৮-এফ রাবি: ২৭শে মাঘ ১৪০৯, ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০০৩

Artwork: Eraab Ahmed

আলখাল্লার বাতিল বোতাম

মুখে যা-ই বলা হোক, বাজারের কবিতার ভাব হলো, কে কতটা পারে সেই খবর খাওয়ার। অন্যবিধ স্বাদগন্ধ যতই সঙ্গে থাক, শাস্ত্রানুগ কবিতার কম্মো হলো দেখানো-দেখন। ঊর্দ্ধকমা নিজে তাই সবচেয়ে তৎপর – সর্বাপেক্ষা বিচলিত – থাকে; অথচ অদৃশ্যে থাকে বিচলন-চিহ্ন নিজে খোদ।

এখন কিছুই আর কোনোখানে সঙ্গোপন নাই। এখন সমস্ত কিছু পূর্বাপর ফাঁস হয়ে গেছে। উদঘাটনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করাটাই এখন ঘটনা। কে লিখেছে, কার কথা, ভঙ্গি-রীতি-ভাব-অর্থে প্রাতিস্বীক কিনা; বীণাটা গাছের, নাকি বাজারের কেনা – এইসব তানানানা নিজেরাই ক্লান্ত পরিপাটি। এখন ঘটনা হল: সোজাসাপ্টা বাক্য বলে যাওয়া।

চিরন্তন কবিতার লাশ দেখো: প্লাস্টিকের ফুল! কাঁচের কাগজে তার প্রতিকৃতি জ্বলে আর নেভে। চ্যানেল টেপার মতো কবিতা বদলে পড়া যায়। যুগোত্তীর্ণ কাব্যকৃতি, হায়, অন্য যুগ-সম্রাটের আলখাল্লার বাতিল বোতাম।

প-৮৮-এফ রাবি: ২৭শে মাঘ ১৪০৯, ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০০৩

Artwork: Eraab Ahmed

বৈশ্যযুগে নিঃস্বের বিকাশ

সরকারি কবিতাকে পুনরায় পড়ি: যেইখানে নাম আছে, নামের নিজের নাম ফাঁকা, কোনোরূপ বিবরণ নাই। যেখানে বিবৃতি আছে – লেটারহেড-স্বাক্ষর আছে, লোগো আছে – শিরোনাম নাই।

সংবাদের নামে আর কত চলে সংবাদবিজ্ঞপ্তি! সমস্ত শব্দার্থ তাই নয়া ভাবে লিখে যেতে হবে। (সম্ভব হবে কিনা, পরের ব্যাপার – আপাতত) লোকহেদায়েতধর্মী কাব্যগ্রন্থ মেলা মেলা হলো; এখন লিখতে হবে আত্মতত্ত্ব – আপন পুরাণ।

পুরাতত্ত্ব প্রস্ফুটিত কবিতার ইতিহাসে – রঙ্গপুরে, তাম্রলিপ্তে, তালিমারা পুরানা জামায়। সে পথ কে-ই বা জানে! হারিকেন হাতে নিয়ে মানচিত্র নির্বিকার থাকে। নতুন বাছুর হাততালি-মারা জামা গায়ে দিগ্বিদিক ছোটে। অথচ হস্তলিপ্তি পার হলে গর্তলিপ্তি, তারপর নির্লিপ্তির কাম; অতঃপর আত্মদৈন্য – অনির্লিপ্তি-ধাম। প্রশংসার পঞ্চপত্রে সেই খোঁজখবরের কোথায় সময়?

এখন প্রকৃতিরও আপন আড়াল নাই – হিমালয়-হেরাগুহা হিলারী-দখলে। যাহা কিছু ধরাধাম বন্ধ চোখে ধরা দেয়, খোলা নেত্রে সকলই অধরা। অন্ধের এ বিদ্যা, তাই, পূর্বাপর লিখে রাখা চাই। তন্ত্রমন্ত্র, গুপ্ত যন্ত্র, প্রকৃতপক্ষে কিন্তুক নিজের নমাজ – নিজ ঠাঁই। তাকে তুমি কাব্য বলো– আমি বলি বৈশ্যযুগে নিঃস্বের বিকাশ।

প-৮৮-এফ রাবি: ২৭শে মাঘ ১৪০৯, ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০০৩

Artwork: Eraab Ahmed

পরিস্থিতির নাম নাই

পরিস্থিতির নাম নাই; নিজেদের নাম নিয়ে বিচলিত আছে কবিকুল। নামের সাইজ নিয়ে নিরুদ্বিগ্ন মজে আছে সর্বাসর্ব কবিসর্বনাম।

অত্যন্ত মহৎ ভাবেন: ‘আমার সাধনা শুধু লেখালেখি; আমি লিখি। নাম জপা, নাম সাধা, নাম রাখারাখি – সেটা লোকের বাসনা।’

অতিশয় পাপিষ্ঠেরও আর্গুমেন্ট সোজা: ‘নিজের নাম?– তা আমি নিজেই পড়াব, বাপ! কার অঙ্ক কোন ঘাটে গাণিতিক – বোঝা মুশকিল।’

খোদ যাঁর নাম নাই, সেই পরিস্থিতি বসে দেখে: পদকর্তা সমাসীন টেরাকের পেছনে– কেবিনেও।

প-৮৮-এফ রাবি: ২৭শে মাঘ ১৪০৯, ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০০৩

Artwork. Lalon Susmita Meera

নিয়মের কিনারে

কে আমাকে বারবার নিয়মের কিনারে নিয়ে যায়? পুলসেরাতের পুল বললেই মনে ভাসে নিয়মসরণী। আকৈশোর আমি ঐ ধারালো চুলের ’পরে হেঁটে অবলীলাক্রমে ঠিক পড়ে গেছি বারবার নিয়মের একেবারে নিচে।

অথচ আমাকে দেখো, এ রকমও মানবস্বভাব! অবলীলাহাস্যক্রম খুব বেশি রজনী টেকে নি। উপলব্ধি এসেছে এ মনে: এ জীবনে নিয়মের প্রকৃতই প্রয়োজন আছে।

তাই, গাছে-লতায়-পাতায় চড়িয়ে শরীরটাকে ফের তুলে নিয়ে আসি চুলের সড়কে। মনে আশা: একদিন নিশ্চয়ই এই চুল মোটা হবে – দিনে দিনে – সিন্ডারেলা শ্যাম্পুর গুণে। তখন আসবে দিন। সবকিছু দারুণ রঙিন হবে। কাজ হবে। দুনিয়া বদলাবে। টুকটাক স্বাধীনতাও পাওয়া যাবে নিয়মের নন্দনকাননে।

সাত অহ পেরোয় না। তারই মধ্যে ঐ ‘টুকটাক’ কী সব তুকতাক করে আমাকে স্বাধীন করে ফেলে, আহা, নিয়মের নভেলেট থেকে, পুনরায়।

কে আমাকে বারবার নিয়মের প্রান্তে ঠেলে দেয়? সংসারে মুদ্রার সঙ্কুচিত সীমা? নাকি বীমাকরা জীবনের পেনশনের টেনশনের চাপ? নাকি মনুষ্য-স্বভাব? একেই কি তবে পরিব্রজ্যমান পরিস্থিতি বলে?

প-৮৮-এফ রাবি: ২৮শে মাঘ ১৪০৯, ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০০৩

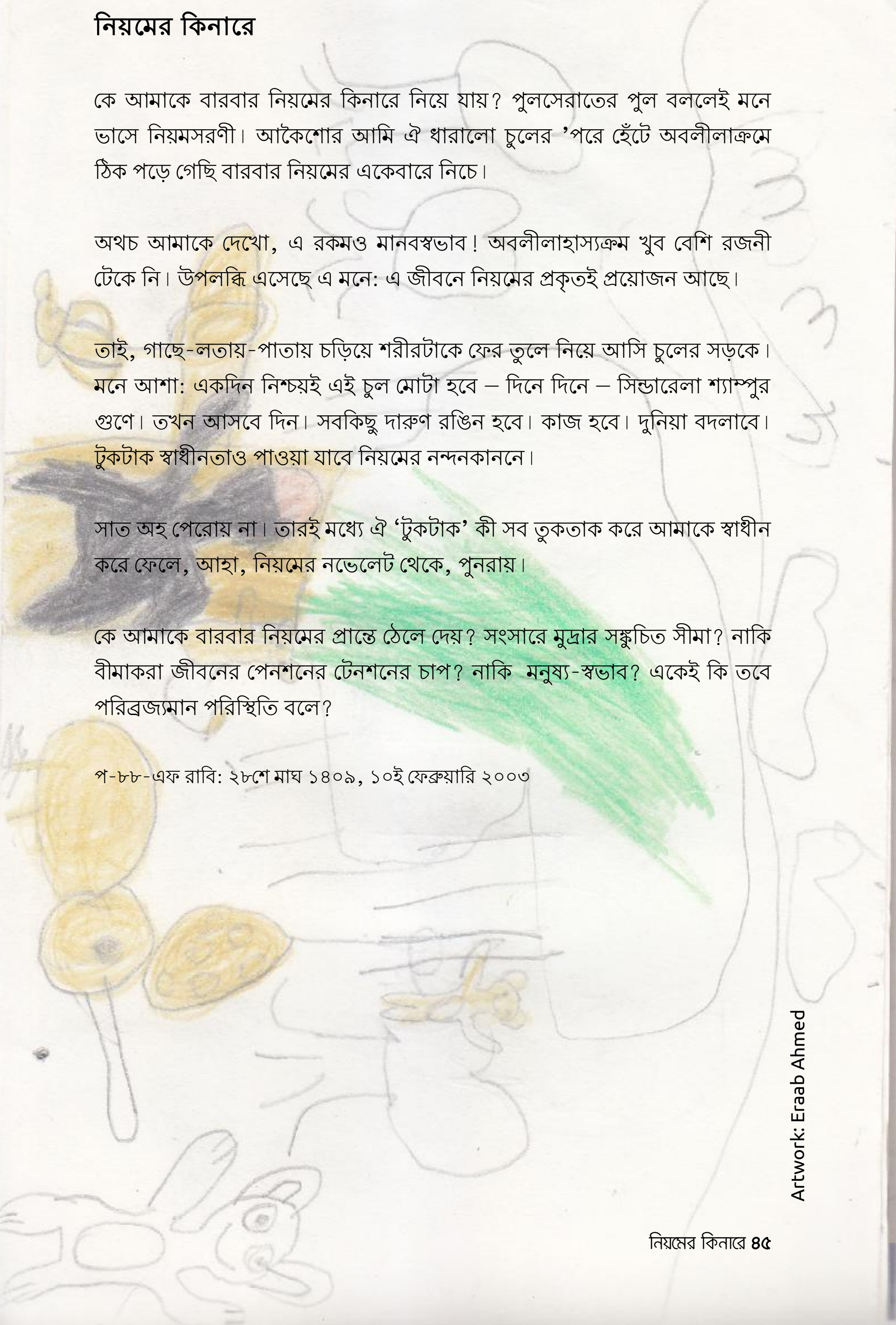

Artwork: Eraab Ahmed

মনুষ্য নিজেই কবি– কাব্যমাতা ধ্রুব মহাকাল

একেবারে সুস্পষ্ট ঘটনা। চোখের সম্মুখে ঘটে গেল। জ্যান্ত মানুষ ছাড়া মহাকাল নিছক ধারণা– দেখা গেল। বোঝা গেল কাকে বলে চিরন্তন, কাকে বলে ভূত-ভবিষ্যৎ। মহাকাল মাছ হয়ে, স্বয়ং ব্রহ্মা হয়ে, প্রবেশিল সোমার উদরে। স্বরূপ অচিন তাঁর, না-জানা সাকিন; তবু সে প্রকট, দেহে, মনুষ্যের – সুস্মিতার – দেহে।

আর দেখো, ঐ দেখো, নড়ছে জীবন। দেখো, জ্যান্ত জীবন – এক অচিন মাছের ডিম – কালগর্ভা প্রাণ-জরায়ুতে। এই তো সৃজন – আদি, আদিতম সৃজনশীলতা। মনুষ্য নিজেই কবি– কাব্যমাতা ধ্রুব মহাকাল।

প-৮৮-এফ রাবি: ২৯শে মাঘ ১৪০৯, ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০০৩

Artwork: Eraab Ahmed

গুরুত্বের গণতন্ত্রে সকলেই গুরু, তাই সবাই গোলাম

এক.

যখন পরিস্থিতির নাম আমি দেই হাসান বা নকশাল আজিজুল হক, লোকে বলে লোকটাকে ওপারের গপ্পে ধরেছে। যখন অবস্থা ছিল সারাদিন সাম্যবাদী পার্টি, ভবিষ্যত ঝরঝরা দেখে মন খারাপ করল মুরুব্বিরা। একদা জীবন হলো আন্ধা মনে প্রেমের বন্দেগি (বাঁচব না– তুমি ছাড়া আমি বাঁচব না!)। বন্ধুদের চোরা হাসি: বিপ্লব গেছে, শালা মজনু সেজেছে! যখন চাকরির ভয় খুন হয়, বিষয় নিজেই হয় ধুন্দুমার অনুসন্ধান, লোকে দেখে লোকটার চুলদাড়ি মাপমতো নাই। ইতোমধ্যে গান ছিল, সুমন ঠাকুর এসেছিল– চরাচর ভেসেছিল সুরে। সাথে বলাবলি ছিল: সুমনের তো চরিত্রই নাই; দুই দিন পর পর বিয়ে করে, ধর্ম খোয়ায়।

হাবুডুবু খাওয়া কিন্তু স্থগিত হলো না। *পূর্বমেঘ* খুঁজে পড়া সনৎ সাহার যত প্রবন্ধের রেশ ধরে *সংবাদ* পত্রিকায় ‘সময় বহিয়া গেল’ ... ‘সিক’ স্যারে, আহমদ শরিফে। হুমায়ূন আজাদ গেল, বিনয় ঘোষের পর মহামতি মার্কস গেল – থেকে গেল চমস্কির জোশ। কত কিছু পার করে তৎপরে যেই আমি নাম বলি ফরহাদ মজহার– পরিস্থিতি বিগড়ে যায়, স্বতঃসিদ্ধ পেশ হয়: আমি নামে লোকটার নির্ঘাৎ মাথার বিকার!

প-৮৮-এফ রাবি: ২৯শে মাঘ ১৪০৯, ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০০৩

দুই.

ফরহাদ মজহারকে যখন পরিস্থিতির দ্বন্দ্ব বলে জানি– ঘটনার বিবিধতা অনেকেরই আড়াল করতে সাধ জাগে। সম্পর্কের জটিল জিজ্ঞাসা কিম্বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ যাঁহাদের কাব্যগ্রন্থে নাই – শুধু আদরের পুতুপুতু ছাড়া – তাঁহাদের ঘরে ঘরে কেচ্ছা রটে। কুৎসা ঘটে সাহিত্যের বৈঠকখানায়, আর পার্টির অফিসে। অভ্যাসের পিকদান নিরূপায় জমা করে অধমর্ণ ভাল্লুকের থুতু।

নির্দিষ্ট প্র-নাম সত্যি সামান্যের চিহ্ন হয়ে ইতিহাসে বেড়ে ওঠে কিনা– সে অনুসন্ধানে, সেই বিশ্লেষণে, সেই পরীক্ষণে অতি অসামান্য কোনো কৌতূহলী পাঠও মতাদর্শ-মূত্রদোষে প্রত্যাখ্যান মানে। আর অহো! সমবেত লজ্জা নিয়ে দিবসে লুকায়ে থাকে শেয়ালের পাল। নিশীথ নিঃশ্বাস ফেলে কুকুরের প্রভুভক্ত গানে!

প-৮৮-এফ রাবি: ২৯শে মাঘ ১৪০৯, ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০০৩

Artwork: Eraab Ahmed

তিন.

আখ্যান পাল্টিয়ে গেলে ফরহাদও উল্টিপাল্টি খান। অতিক্রান্ত দশকের দোষগুণে শিরির সন্ধিৎসা তাঁর বিষবৎ – বিড়ির শরবতসম – লাগে। আত্মঘাতী প্রতারণা নিয়ে তোলা সামান্য সওয়াল কিংবা গুরুত্বের অন্বয়-এষণা তাঁর কাছে নিতান্তই নাপাক ঘোষণা। যেকোনো প্রশ্নই তাঁর 'ক্লান্ত দেহে হাসির খোরাক'। অন্যে সব গরুগাড়ি – তিনি একা তদীয় বোরাক। যেকোনো বিচারই তাঁর জন্য স্রেফ 'কুৎসা ও অপপ্রচার'।

ক্ষমতার অনুরাগে সবচে অধিক লাগে (অন্বেষণ কাভি নেহি) আনুগত্যের আচারের তেল। তা না হলে আঁতেলের আলখাল্লা ধানক্ষেতে-নৌপথে – যখন-যা-দরকার-মতে – থাকে না অহিংস হেফাজতে। কর্তৃত্বের কাব্যকলা অভ্রান্ত আদর্শ রূপে ছলাকলা খেলে। তার অবিশ্বাসী মন নিমেষে কতল করে প্র-ইমন, পিরিতের ধন। দেখা হলে অকস্মাৎ চোখ উল্টে ফেলে।

পলকে সুইচ টিপে সম্মানের সম্বন্ধে গড়া পুরাতন সেতু ভেঙেচুরে ফেলাই তো পার্টি-পলিটিক্সের প্রসিদ্ধ ক্যানন। দাগানো লাগে না কোনো কামানের গোলা কোনো হেড-কোয়ার্টারে– স্বরূপকেতাবে তথা ফেসবুকে উন্মোচিত হয় তাঁর একান্ত স্বরূপ (মানে সিলেক্টিভ সহিষ্ণুতা-অসহিষ্ণুতা) ফেস বাই ফেস। আর, কী আজব কাণ্ড – পরিস্থিতি-লীলাও অশেষ। গোলামির জ্ঞানভাণ্ড গুরুত্বের গদা নিয়ে গদাই-মাধাই সেজে জপে গুরুনাম। গুরুত্বের গণতন্ত্রে সকলেই গুরু, তাই সবাই গোলাম।

চার.

কর্তৃত্ব-সম্পর্ক-জালে, গোলেমালে, তবু কিন্তু ফস্কে যায় গুরুতর প্রশ্নভরা কিছু কিছু মাছ। জিজ্ঞাসার ডিম থেকে একদিন উপ্ত হয় সম্পর্কের স্বাধীনতার সাধ। নির্বিশেষ জল ছেঁচে ব্যক্তির বারতা বুকে জেগে ওঠে নিত্যচর দিশারী দরবেশ। তাঁর নান্দনিক নাচ মদন বাউল সেজে একতারে গান তোলে সদরে ও অন্দরের পথে: 'ঢেকেছে তোমার পথ মন্দিরে-মসজিদে; সাঁইজির রাস্তা রুখে আমাকে আটকে রাখে দিশাহারা গুরুতে-মোর্শেদে'।

সকলেই জেনে যাচ্ছে, এমন কি আমাদের মদনা সেলিমও জানে, আকস্মিক অসম্পৃক্তি চিরকাল থাকবে না সত্যিকার শিরিতে-ফরহাদে। আমি সেই সম্পর্কের বিবিধ জিজ্ঞাসা নিয়ে আজকের পরিস্থিতি রচি।

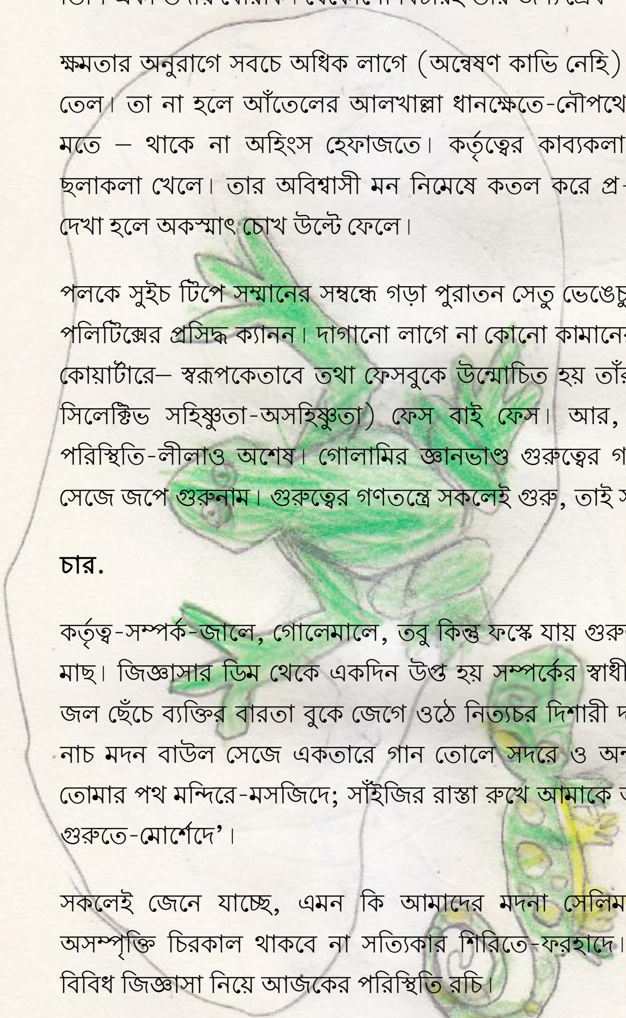

Artwork: Eraab Ahmed

রবীন্দ্রভবন, রাবি: ২৪শে ভাদ্র ১৪২১, ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৪

বাজারের দুন্দুভি মোকাবেলা করাই কবিতা

কী ঘটে, যখন কেউ বাজারে আস্তে-ধীরে কবি হয়ে ওঠে? পাঠকেরা কাব্য প'ড়ে নিজ নিজ ঘরে শুয়ে পড়ে। কাব্য-আলোচনা হয়– হাততালি-চুনকালি খেলা শুরু হয়। ক্ষমতার সাহিত্যাভা দেখা দেয় কবির পালকে। পালকের তকমা ধীরে ধীরে বাড়ে, যুগোত্তীর্ণ হয়। কবিতারা স্ট্যাটাসের সবিকল্প সিম্বল হয়ে ওঠে।

কবিতার পক্ষে তবে কী করা সম্ভব? রাজশাহী শহরের ভদ্রা-জামালপুরে এই প্রশ্ন আমি ওলি-বাবার সকাশে পেশ করি। প্রশ্ন শোনে দরবার– বৃদ্ধ বটগাছ হেসে ফেলে। অনন্ত ও আদিগন্ত বিস্তৃত উঠান কথা বলে:

মানুষ-মার্কেট ঘুরে শিক্ষা-করা পন্থ
আসল আক্কেল– আদি সাধুর আচার;
তোমার কবিতা, জেনো, তোমা-ধর্মগ্রন্থ,
আত্মপর-জিজ্ঞাসার নিজস্ব বিচার।

খরখরে অন্ধকারে, খরার দহনে
নিজের মেঘের সাথে নিজে বোঝাপড়া–
কবিতার মর্ম হলো চিকন আগুনে
বাজারের দুন্দুভি মোকাবেলা করা।

আউলিয়া ওঙ্কার থেমে গেলে ধুলা-বৃষ্টি আসে। বট গাছ পাতা নাড়ে। বাতাস অদৃশ্য হাসি হাসে। ধকধকে বুক নিয়ে ভোর-রাতে বিছানায় উঠে বসে নতুন কবিতা।

প-৮৮-এফ রাবি: ২৯শে মাঘ ১৪০৯, ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০০৩

Artwork: Eraab Ahmed

বে-মাপ মানুষ

কবিদের ছবি আছে নির্ধারিত প্রচলিত মাপে,
বে-মাপ মানুষ আমি কোথাও লাগি না খাপে খাপে।
অধ্যাপকদেরও আছে কষ্টকরী প্রশিক্ষিত ছাঁচ–
আমার ডাইস নেই, বে-মানুষ লোক আমি,
মগজে-শরীরে নেই সমাজের সুপবিত্র আঁচ।

প-৮৮-এফ রাবি: ৩০শে ফাল্গুন ১৪০৯, ১৪ই মার্চ ২০০৩

Artwork: Eraab Ahmed

সাহিত্যপাতায় শুধু শহীদ কাদরী

জমিজমা বেচে ধুয়েমুছে সব ভীতি
কত লোকে অধোমুখে আকাশে লুকায়।
বাক্স-বন্দি দিনরাত, প্যাট্‌রা-ভর্তি প্রীতি
কালো মন্ত্রজাদুকর ম্যাজিকে শুকায়।

কবিতা একলা হলে পরবাসী রাত
প্রপিতামহীর রক্তে খিঁচুনি জাগায়;
পেথেডিন-সুঁচে মোছে বিস্মৃতির স্বাদ—
শিরশিরে ভোর নাচে স্মৃতির আগায়।

যাহার জবান নাই — জনসাধারণ —
কুয়েতে শহীদ; নাই মায়ের আঁচল।
সাময়িকী-কাব্যঝিকিমিকি-বৃন্দাবন
সেকথা-বিস্মৃত-চোখে মুখস্ত কাজল
মাখিয়া সাহিত্য শেখে, মুখে রাজ-বিড়ি—
সাহিত্যপাতায় শুধু শহীদ কাদরী।

প-৮৮-এফ রাবি: ১২ই চৈত্র ১৪০৯, ২৬শে মার্চ ২০০৩

Artwork: Eraab Ahmed

আশীর দশক

কত লোকে বারান্তরে দেশান্তরে আসে–
যাপন-উজাড়-করা দুর্বার তাপস,
দুরারোগ্য দুঃসাহস, টেকনিক্যাল আপোস
কি নিটোল ভাসে চিদাকাশে, কাব্যাকাশে!

জেনেশুনে বিষপানে নিজের আকাশ
আশৈশব দেশে থুয়ে পরবাসী লোকে।
কে তাকে উন্মূল করে? কীসের অসুখে
আমৃত্যু আক্রান্ত হয় বিষের প্রকাশ?

কৌমজলে আর্সেনিক-মাত্রা বেড়ে গেলে
কারো কারো রক্তে এই নীল জলবায়ু
বিষাক্ত বাদামি চিনি মেশায়, সরলে–
কালো খুনে খুন হয় কব্জি-দেশ-আয়ু।

আত্মবিষে পরদেশে যায় কত লোক–
ক্রমবিকশিত হয় আশীর দশক।

রাবি: ১২ই চৈত্র ১৪০৯, ২৬শে মার্চ ২০০৩

Artwork: Eraab Ahmed

কবির শহর নাই, কবি কি গেরিলা?

আশীক রহমান: রাষ্ট্র বনাম কবিতা মামলার সম্মানিত আসামী

কবির শহর নাই, কবি সর্বহারা–
জানা গেল বনলতা সেনের শহরে;
পথের মালিক ট্রাক, পথ দিশাহারা–
চলাচল নিয়ন্ত্রিত গতরে-বহরে।

এত রাতে ঘোরাঘুরি করে ছোটলোক–
চোর বা ছ্যাঁচ্চোর, বারবণিতা-দালাল;
সদ্য-বড়লোক গৃহে জমায় বৈঠক–
ধ্রুপদী স্কচের অর্দ্ধ-ঝাঁপ বা ত্রিতাল।

বাজার-ভজনা-যজ্ঞে কোনো গণ্ডগোল
সহ্য করবে না আর ব্যবসা-বিধাতা;
বৈঠকের ব্যান্ডদলে মহা হরিবোল,
বিষ্ণু বিচলিত– 'সর্বদোষী মাদকতা'!!

মন্ত্রী-শান্ত্রী-মিডিয়ার উদ্বিগ্ন নিণাদে
সকলই কঠিন– বন্ধ তরল তারানা;
সকলে যা চাখে, ওশি-ডিষি যাহা সাধে,
তরুণ-যুবার তাহা ছোঁয়াছুঁয়ি মানা।

উজানে হাঁটলে কাব্য মুখ শোঁকে ফেউ–
রাজার পেয়াদা করে কবিকে আটক;
গুপ্তচর তৎপর, আপদের ঢেউ–
লাঠিবাঁশি-দামামায় নতুন নাটক।

শহরে লড়াই জারি, যুদ্ধ-পরিস্থিতি;
কে কোথায় কী কী করে, কী লেখে, কী খায়–
সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসাবাদ, কোর্টে উপস্থিতি,
হুঁশিয়ারি, উপদেশ– প্রতিটা সংখ্যায়

Artwork: Eraab Ahmed

ছাপা হয় (আলো-কানা পাতায়-পৃষ্ঠায়);
মিডিয়া-বাতাসে নড়ে সুনীতির দাড়ি–
মাদক রুখতে নামে পুঁজির বিষ্ঠায়
মাখানো টাকার নোট, পেপসি'র গাড়ি।

মূল্যবোধ-আইনের সুশীল পোশাকে
রাইফেল হাতে হাঁটে প্রভুর গরিলা;
রাষ্ট্রযন্ত্র মধ্য-রাতে বাঁধে কবিতাকে–
আদালতে পেশ করে শরাব-উসিলা।

কে কার জামিন দেয়! হাজতের শিকে
মাতাল জিজ্ঞাসা দোলে: 'কবি কি গেরিলা?'
হেঁশেলে চুয়ান্ন ধারা, পঞ্চান্ন শিকেয়–
একে বলে রাষ্ট্র, কবি, ক্ষমতার লীলা!

প-৮৮-এফ রাবি: ১৫ই চৈত্র ১৪০৯, ২৯শে মার্চ ২০০৩

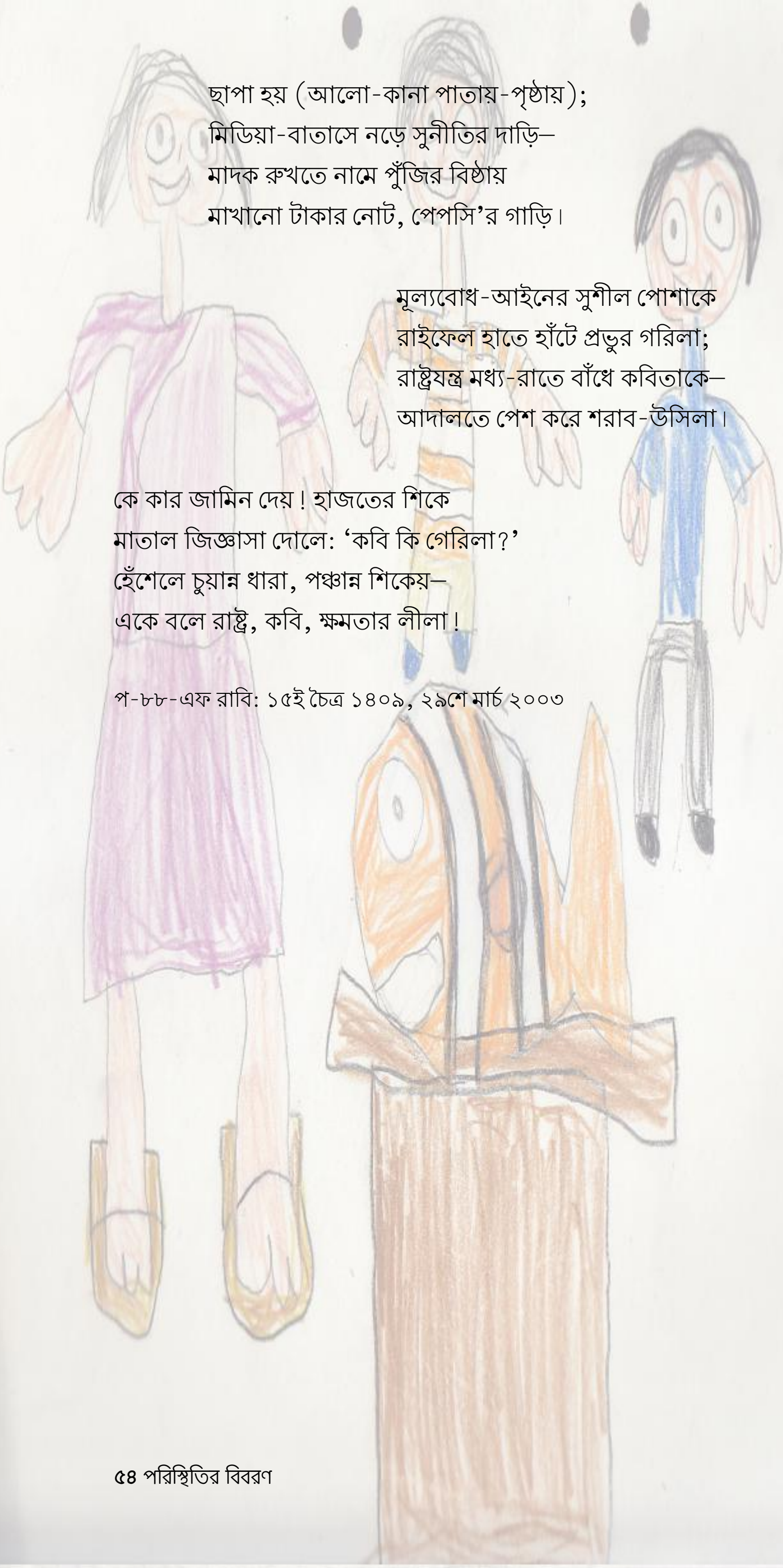

Artwork: Eraab Ahmed

সকলেই কবি নয়— এই তত্ত্ব অনায়াসে রটে

‘বাঙালী সুফী সাধক হযরত শাহ ওলী আহম্মেদ’: অগ্রজনেষু

ভেবে দেখতে চেষ্টা করি, হযরত মুহম্মদ কেন দাগ দিয়ে কবিতা লেখেন নি। মহামতি বুদ্ধ আর ভগবান চৈতন্যই বা কেন কবিতা লেখাটা বুঝলেন না। অথচ আশ্চর্য কথা, আমরা সবাই বুঝলাম! কবিতার সঙ্গে তবে সম্পর্ক কার? কবিতার কয়লা বা কেমিক্যাল কীসে জ্বলে ওঠে? মুদ্রণে? বিদ্যুতে? পুরস্কারে? প্রতিভায়? অনুপ্রেরণায়? নাকি কোনো অন্য অঘটনে?

বই খুললে দেখতে পাই, গা থেকে গানকে ঝেড়ে না-ফেললে কবিতা হয়ে ওঠে না কবিতা। পুরাতন বাংলা পদ্যে দেখো না কেমন যেন সুর-সুর ভাব! আধুনিক কবিতায় গীতলতা দুর্বিষহ বটে। এদিকে, লালন কিন্তু কবিতা না, গান। আর সেই সঙ্গীতেরও স্বরলিপি নাই তাঁর ঘটে। এবং ঠাকুর আজও মর্মরিত, কাব্যে নহে, গানেরই আবহে —মূলত। কবিতা তাহলে কী? আধুনিকতাই বা কাকে বলে?

বাজারের যুগে দেখি কাব্য নিয়ে তর্কাতীত তিল-তাল ঘটে পথেঘাটে। সব্বাই কবি হতে চায়, তবু সকলেই কবি নয় — এই তত্ত্ব অনায়াসে রটে। এত ঋষি-দরবেশ কবিতা না-লিখে চলে গেল, জীবনানন্দই শুধু কবিতা কী বস্তু শিখলেন? ভেবে দেখতে চেষ্টা করি, কবিতার সঙ্গে তবে সম্পর্কটা কার?

প-৮৮-এফ রাবি: ২১শে শ্রাবণ ১৪১০, ৫ই আগস্ট ২০০৩

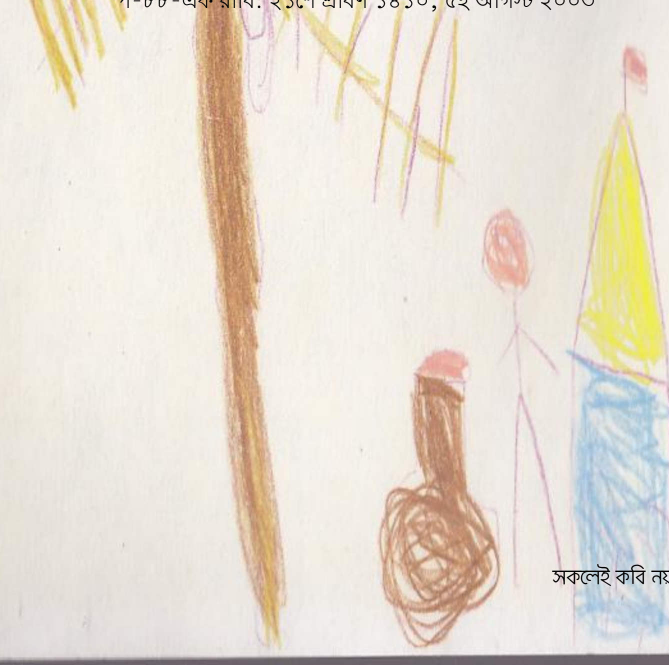

Artwork: Eraab Ahmed

মাছি

এমন সংসারী আমি, পাঁড় সিরিয়াস,
খরচের যাবতীয় হিসাবনিকাশ
পাই-পয়সা লিখে রাখব; যতই তিয়াষ
পাক– তবু ‘কোকাকোলা মানে সর্বনাশ’

জ্ঞান করে বাজারের বহি বানায়েছি–
পাকাপোক্ত করে লাল সালু দিয়ে বাঁধা;
তিন হপ্তা লেখা– বাকিটাতে বসে মাছি
শতচোখে নিরীক্ষণ করে অঙ্ক-সাধা।

বছরান্তে ভাবি: বেশ, খাতাটা তো হোক,
জমিয়ে কবিতা বাড়া যাবে তার পাতে।
কবিতা খেয়েই – ওমা – লোকে চায় কোক!
কোমল পানীয় ছাড়া কবিতাও তিতে।

অর্থাৎ, সংসারী নই; কাব্যেও দুর্ভোগ–
সলজ্জে রচনা করি কালের দুর্যোগ।

প-৮৮-এফ রাবি: ১৭ই মাঘ ১৪১০, ৩০শে জানুয়ারি ২০০৪

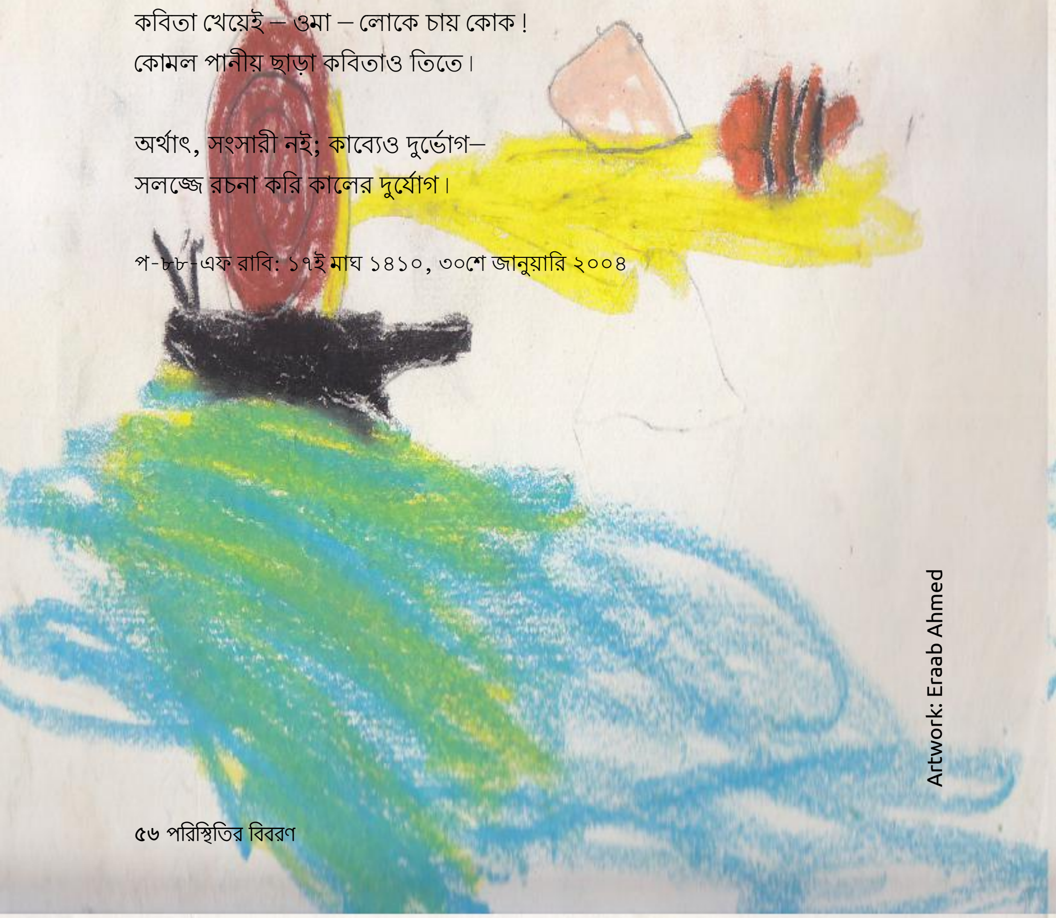

Artwork: Eraab Ahmed

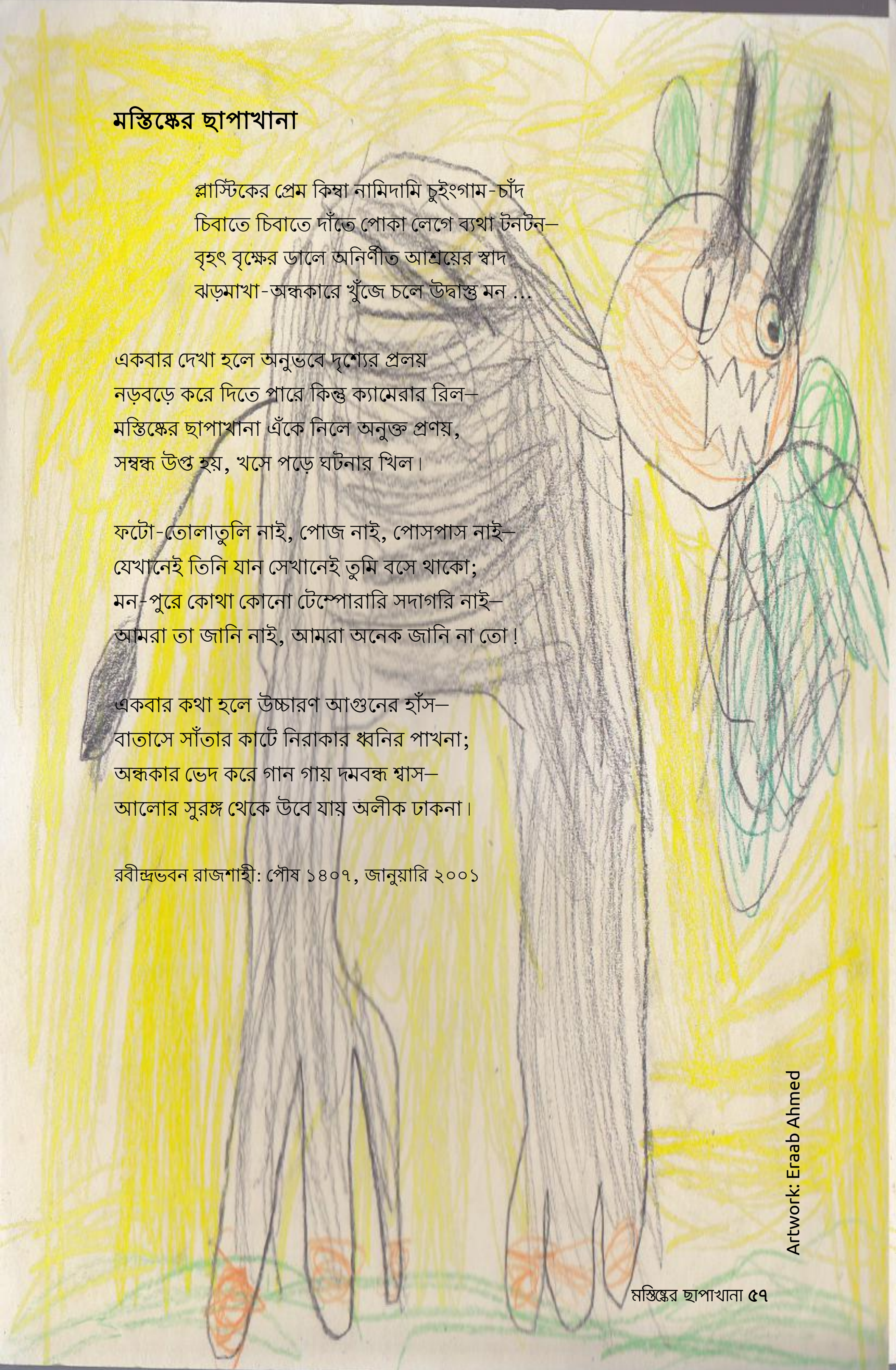

মস্তিষ্কের ছাপাখানা

প্লাস্টিকের প্রেম কিম্বা নামিদামি চুইংগাম-চাঁদ
চিবাতে চিবাতে দাঁতে পোকা লেগে ব্যথা টনটন–
বৃহৎ বৃক্ষের ডালে অনির্ণীত আশ্রয়ের স্বাদ
ঝড়মাখা-অন্ধকারে খুঁজে চলে উদ্বাস্তু মন ...

একবার দেখা হলে অনুভবে দৃশ্যের প্রলয়
নড়বড়ে করে দিতে পারে কিন্তু ক্যামেরার রিল–
মস্তিষ্কের ছাপাখানা এঁকে নিলে অনুক্ত প্রণয়,
সম্বন্ধ উপ্ত হয়, খসে পড়ে ঘটনার খিল।

ফটো-তোলাতুলি নাই, পোজ নাই, পোসপাস নাই–
যেখানেই তিনি যান সেখানেই তুমি বসে থাকো;
মন-পুরে কোথা কোনো টেম্পোরারি সদাগরি নাই–
আমরা তা জানি নাই, আমরা অনেক জানি না তো!

একবার কথা হলে উচ্চারণ আগুনের হাঁস–
বাতাসে সাঁতার কাটে নিরাকার ধ্বনির পাখনা;
অন্ধকার ভেদ করে গান গায় দমবন্ধ শ্বাস–
আলোর সুরঙ্গ থেকে উবে যায় অলীক ঢাকনা।

রবীন্দ্রভবন রাজশাহী: পৌষ ১৪০৭, জানুয়ারি ২০০১

Artwork: Eraab Ahmed

প্রতিক্রিয়াশীল পরিস্থিতি

মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়।
যা-কিছুই ঘটে—
আমাদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়।

বৃষ্টি আমাদের ভালো লাগে।
রোমান্টিক ঋতু।
বৃষ্টির খারাপ দিকও আছে।
সবকিছু স্যাঁৎসেঁতে লাগে।

বসন্তকালে আমরা বসন্তের ভক্ত হই।
কোকিলের ডাক আমাদের ভালো লাগে।
পাখিটার আবার ঝামেলাও আছে।
নিজে বাসা বানায় না।
অন্যের ঘাড়ে ডিম পাড়ে।

কাক আমাদের পছন্দ না।
কর্কশ গলা। বিরক্তিকর।
কাক অবশ্য আমাদের উপকারও করে।
ময়লাটয়লা পরিষ্কার করে।

আমরা পরিষ্কার প্রতিক্রিয়া করি না।
তাতে ঝুঁকি থাকে অনেক বেশি।
আমাদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া আসে।
তাতে চাকরি রক্ষা পায়।
ব্যবসা ঘটে।
কার্যোদ্ধার হয়।

আমরা সমাজবিপ্লব চাই।
সামাজিক বৈষম্য সত্যিই অন্যায়।
কিন্তু বিপ্লবের খারাপ দিকও আছে।
পার্টির নিষ্পেষণ চলে।

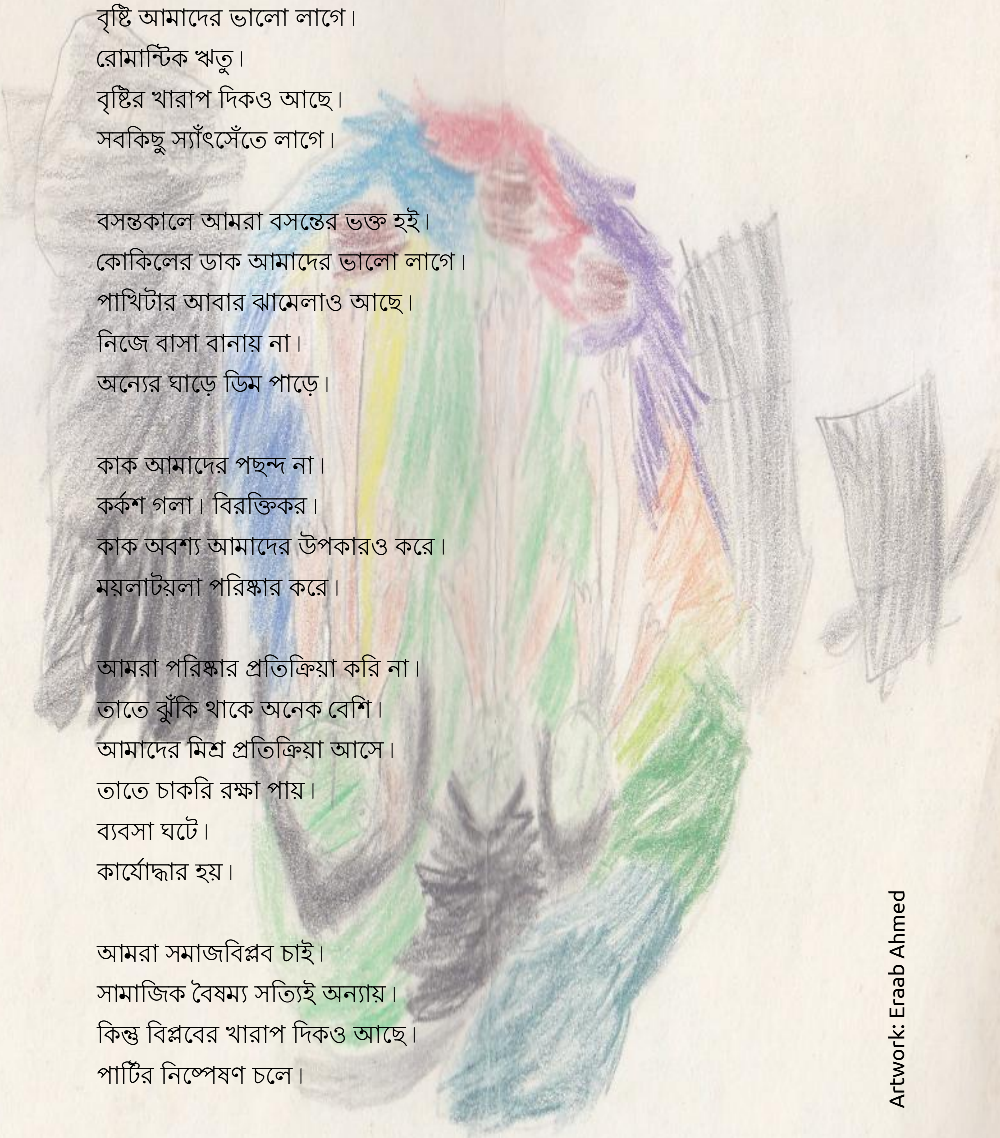

Artwork: Eraab Ahmed

অবশ্য বিপ্লব তো আর এখনই হচ্ছে না ...
তা ছাড়া, সত্যিকারের বিপ্লবী হওয়া যায়ও না।

মোট কথা, সিস্টেমের একেবারে বাইরে যাওয়াও ভালো নয়।
নিদারুণ নৈরাজ্যের বিশৃঙ্খলা ঘটে।
তার চেয়ে রাজা ভালো, রাজ্য-রাষ্ট্র-কুচকাওয়াজ ভালো।

আসলে আমরা যতই বলি না কেন,
সিস্টেম কখনো বদলাবে না।
আর, সিস্টেমের সবই তো আর অত খারাপ না।
ভালো দিকও আছে।
ভালো কিছু করার জন্যেও তো ভালো একটা সিস্টেম লাগে–
তাই না?
রাষ্ট্র ছাড়া দেশ চলে নাকি?

সবচেয়ে ভালো হলো দ্বিধাটিধা ঝেড়ে ফেলে দেওয়া।
দ্বিধা একটা অসুখের নাম– পদে পদে বিপত্তি ঘটে।
জনপ্রিয় চিকিৎসা হয় আত্মসমর্পণ।

আত্মসমর্পণ তাই কবিতারও ভাষা হয়ে ওঠে;
পড়াও তো যায় তাকে – যদি কেউ চায় –
মোড়ে মোড়ে মুদ্রাঙ্কিত থাকে।

প-৮৮-এফ রাবি: ১৭ই শ্রাবণ ১৪১০, ১লা আগস্ট ২০০৩

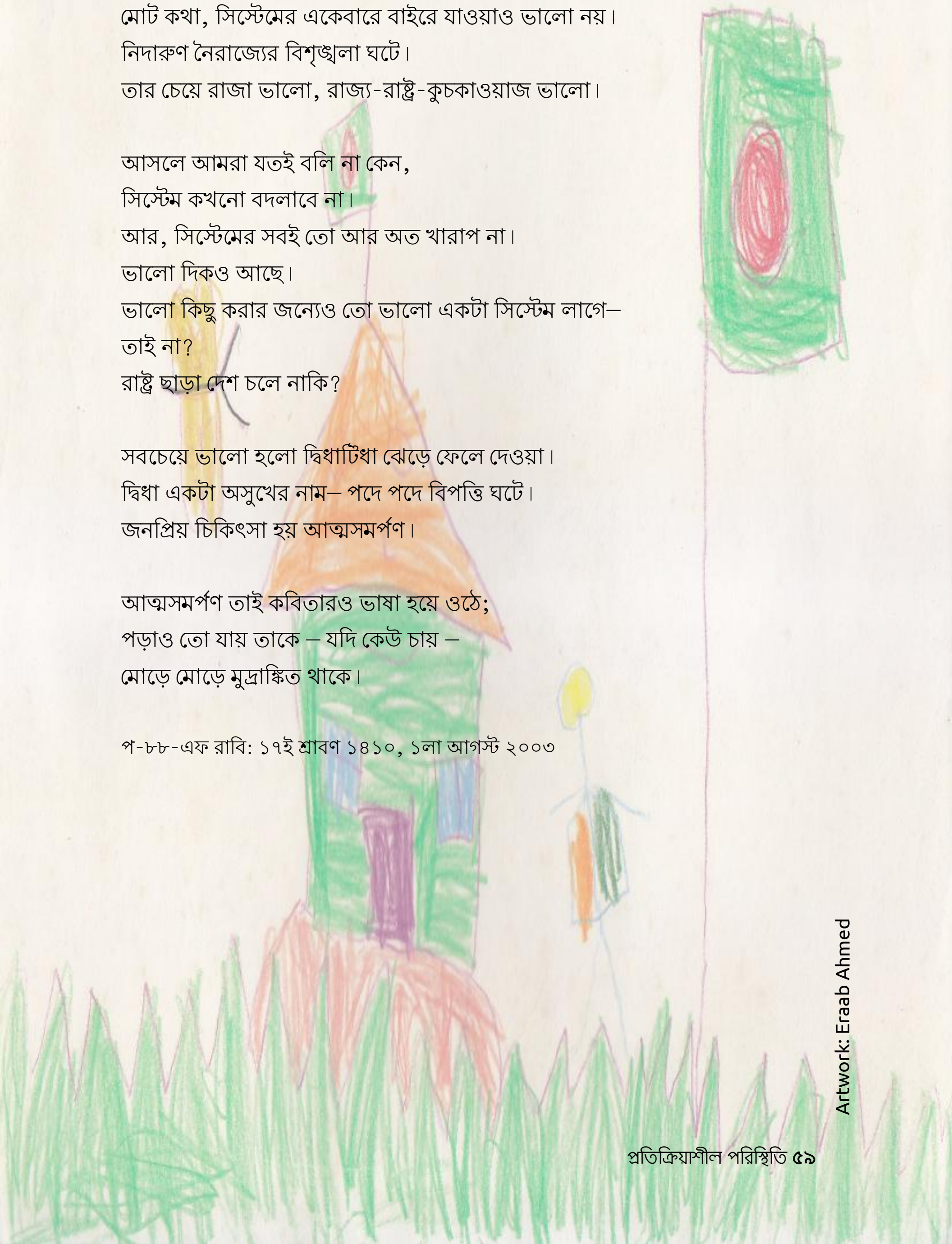

Artwork: Eraab Ahmed

বিশুদ্ধ অন্ধ কোনো প্রাণী

বিশুদ্ধ কবিতা কিন্তু এমনকি বিশুদ্ধ কোনো ধারণাও নয়।
অন্ধের পক্ষেও এটা না-বোঝা কঠিন যে,
বিশুদ্ধ ধারণা বলে কোনোখানে কোনো কিচ্ছু নাই।
কেননা, প্রকৃতপক্ষে,
বিশুদ্ধ অন্ধ কোনো প্রাণী তুমি কোথাও পাবে না।

রাবি: ৩০শে ফাল্গুন ১৪০৯, ১৪ই মার্চ ২০০৩

Artwork: Eraab Ahmed

তুচ্ছ পুচ্ছ-কবিতা

তারকা-ফ্যাক্টরির টিকটিকি-ম্যানেজারদের প্রতিভা-পাদপদ্মে

আমি ছয় মাস ল্যাজে ভরে রাখব খাদ্য।
যত বোকাসোকা পোকাটোকা
মাগি বা মদ্দ
যারা আলো খেতে সাঁঝ-রাতে
দেয়ালে ও রাস্তাতে
বাজায় বাদ্য ...
সেই হৈ হৈ রৈ রৈ
কত পাকা পোকা-কৈ
মাছের শ্রাদ্ধ
খেতে তে-রে-কে-টে-তা-ক-তা-ক
আমি যাই তুমি ডাক
নীতি-গীতি ল্যাজে রাখ
উদরে বাধ্য-
গত থাকাটাই নেচারের
আচার– আদ্য।

তাই ঢাকা যাই। বড় ভাই
বলেছেন: ‘ল্যাজাটাই
ফিটফাট রাখা চাই
দিবস-রাত্র;
হিতে বিপরীত পুরোহিত
(যেই যুগে যথোচিৎ)
সাজবে সাধ্য-
মতো; জুটবে জবর আর্ট
সোফাসেট বক্স-খাট
দশাসই ঠাঁটবাঁট–
নিরুদ্‌ভ্রান্ত।’

শুনে বাঁধি যত আঁটঘাট
মার-মার-কাট্-কাট্

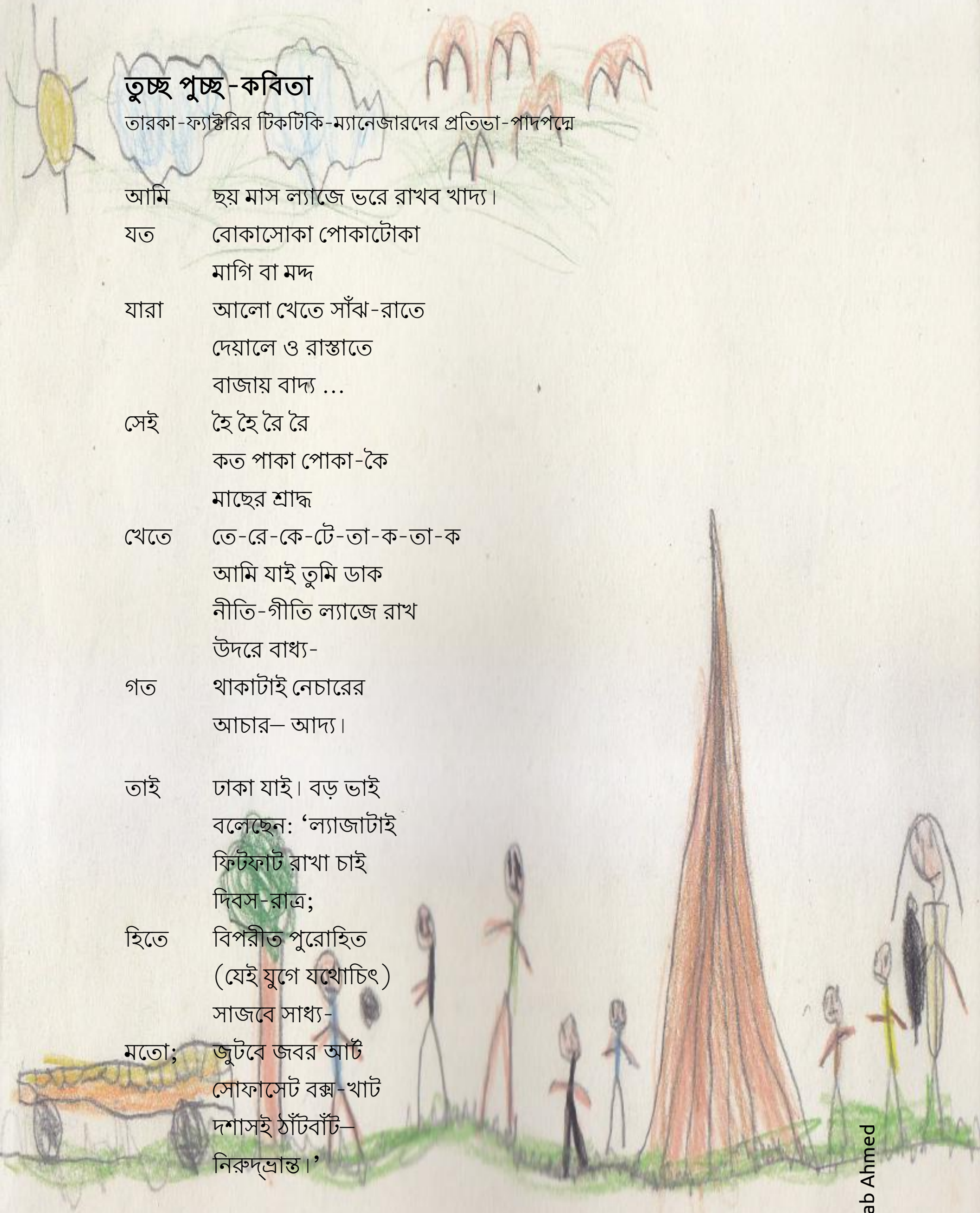

Artwork: Eraab Ahmed

গদ্যপদ্য

সব খেটেখুটে চেটেপুটে
হাই তুলে ভরা পেটে
গোপনে চিকন রুটে
জমাবো সদ্য-
হওয়া ল্যাজে-ল্যাজে। মাঝে-সাজে
বেহুদা অ-কামে-কাজে
লাগলে গুত্তো
ল্যাজ ফেলে রেখে পিঠটান
(চাচা বাঁচা নিজ জান)
টানাবো ধূর্ত।

বাট্ ঘড়িটাকে মেপেজোখে
খাব ফের ঠিক-ঠিকে–
কাঁটা-ছেঁড়া টিকটিকে
ল্যাজের গত্ত
থেকে উজ্জ্বল লিকপিকে নয়া ল্যাজ গজাবেই।
দেখেশুনে ক্লিক ক্লিক
ফটো তুলে দেবে দৃক
(আয়োজনে উবিনীগ) খানিকটা সলাজেই …
খাইদাই-যুগে টিকটিকিদের মজা এই।

প-৮৮-এফ রাবি: ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, ২৬শে মে ২০০৩

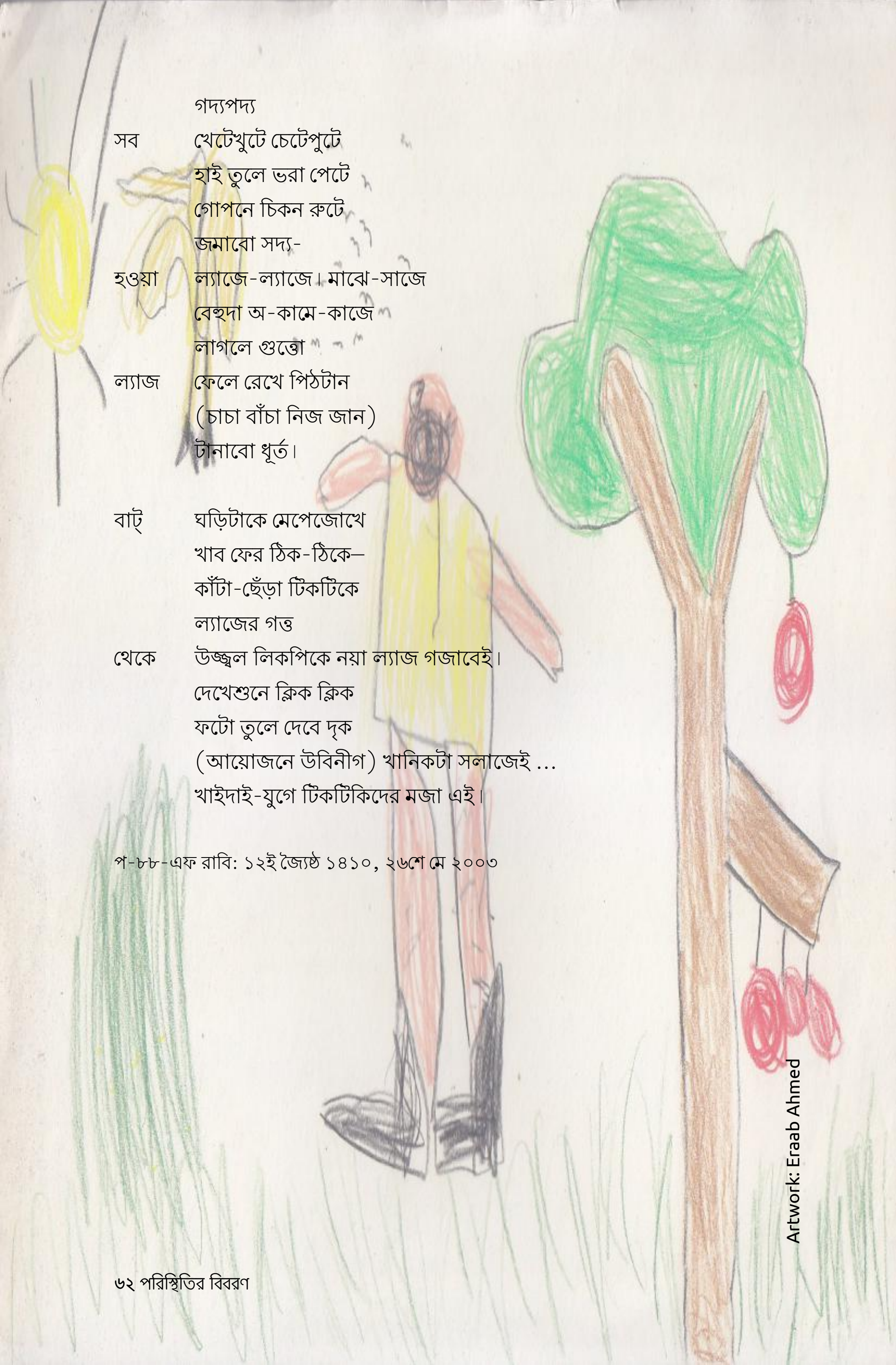

Artwork: Eraab Ahmed

বাজারের রূপালী মার্বেল

বাজারের চুয়াত্তর কলা যাকে খায়
তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না। অতঃপর
সাহিত্য-ধর্ম উদযাপনের আরও একটা প্রথা হবে তোমার মরণ।
কী অসাধারণ এক লড়াইয়ের কী রকম গৎবাঁধা প্রতিক্রিয়া—
দেখতে পাচ্ছ, হুমায়ুন আজাদ?
মনে হচ্ছে মিডিয়ার নতুন মওকা তুমি জুটেছ হে বলির ছাগল!

তুমি বলতে 'বামনের দেশ' —
বিদ্যাজীবী বামনেরা দারুণ করুণ বাক্যে তোমার প্রশস্তি গাচ্ছে খুব।
'প্রতিক্রিয়াশীলতার সুদীর্ঘ ছায়ার নিচে আপোসের খন্দকাদি' খনন করেছে যারা,
সেইসব গর্তের ইঁদুর
তোমার সাহস এবে কর্ষণের বিস্তারিত দায়িত্ব নিয়েছে।
তোমার প্রতিমা নিয়ে সপ্তাহান্ত টানাটানি
সেয়ানজ্ঞ সাহিত্যিকী, কলাকার কলমচি-ক্লাবে।
কদিন আগেও এরা তোমার নিন্দায়
শহুরে সরাইখানা সরগরম করে রাখত রোজ।

কী অবলীলায় তুমি সাহিত্যের প্রথা-সৌধে
বাজারের রূপালী মার্বেল হয়ে গেলে!
ঐ প্রাসাদের কেউ তোমার রচনা কিন্তু করবে না পর্যালোচনা,
যেমন করো নি তুমি— ধর্মের, রাজনীতির,
কিম্বা ধরো সাহিত্যের ম্যানেজার- ও মালিক-পক্ষের।
বাজার নগদে যাকে শুভঙ্করের পাঁকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলে,
বেদ্বীন খুনিরা তাকে মহা-হিংস্র অস্ত্রাঘাতে অমরত্ব দেয়,
আর, সাহিত্য-স্বাধীনতার জীবন্মৃত প্রতিমা বানায়।

সামগ্রিক সিস্টেমের ছলাকলা বোঝা বড় দায়, দয়াময়,
প্রতিমা-প্রণালীসুদ্ধ আগাগোড়া ভেঙে দেখতে হয়।

প-৮৮-এফ রাবি: ২৪ শ্রাবণ ১৪১০, ৮ই আগস্ট ২০০৩

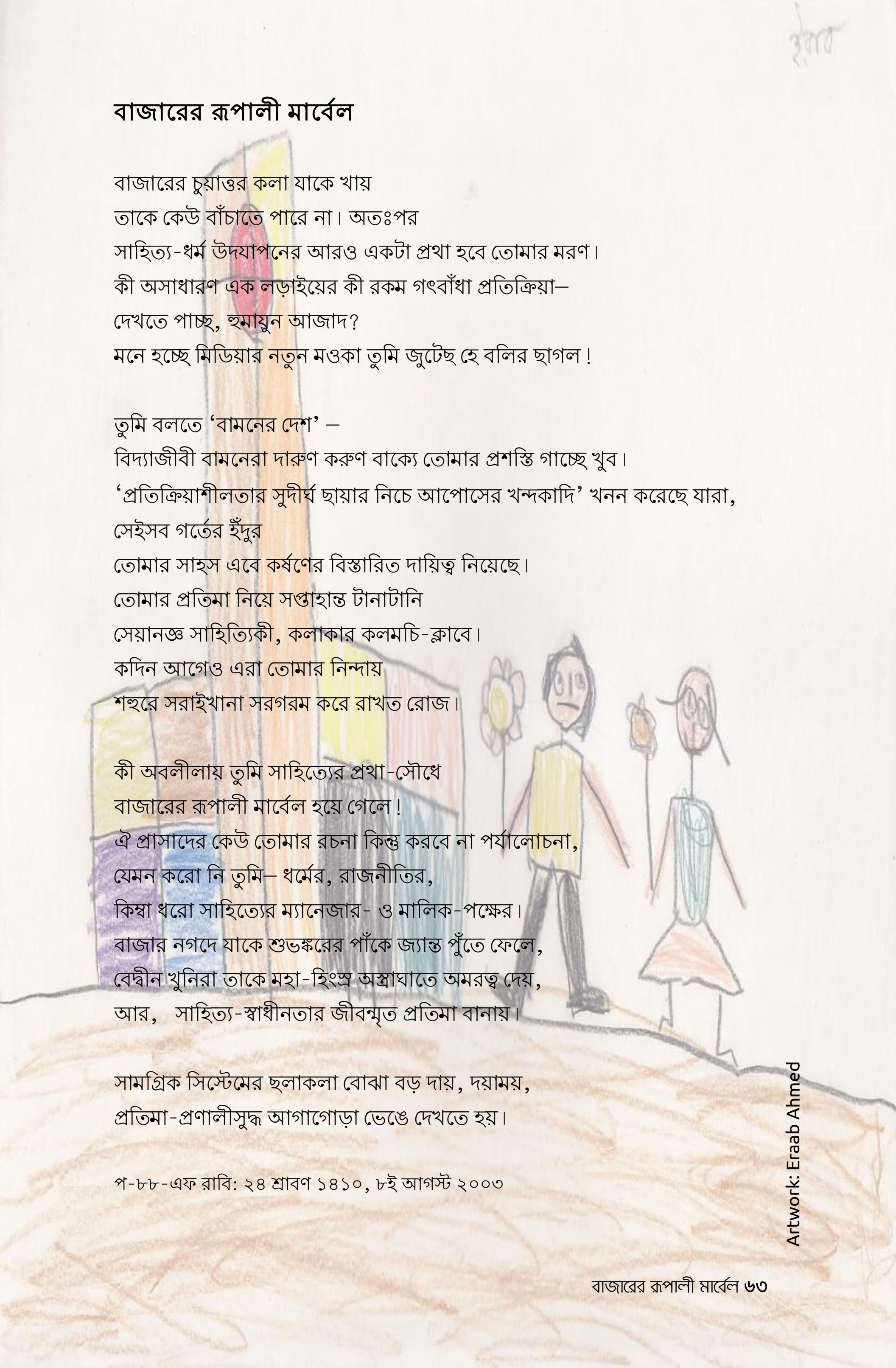

Artwork: Eraab Ahmed

বচন ও বাক্য বাঁধা ট্রেসিঙের মাপে

প্রবন্ধের ফেউ এসে কবিতার মাঠে
বেশি বকাবকি দিলে ক্ষেপে অনেকেই:

‘সবেরি শিক্ষণ লাগে, কবিতার পাঠে
আলাদা হিসাব থাকে, না-বোঝে যে-সেই।

বাচাল বয়ান কর্ণে না-ঠিক পশানো–
এগুলা বানানো কথা, ভেবো না কবিতা।
গূঢ়াভাসে গেঁথে-চলা পদ্য যেনতেন
সহি কাব্যকলা নহে– প্রচার অযথা।’

মহাজনী মুদ্রণের মহাযজ্ঞ-রথে
অক্ষরের হুড়াহুড়ি, প্লেটের পাহারা–
পুঁজের প্রতিমা-আঁকা রঙিন প্রচ্ছদে
পুঁজির পোস্টার কিম্বা যুগের চেহারা।

ষোলটা রোলারে কত কালিঝুলি মেখে
অঙ্গভঙ্গি, বাগভঙ্গি, ভাবভঙ্গি ছাপে।
তুমি তো কবিতা লেখো– কবিতা কী লেখে?
বচন ও বাক্য বাঁধা ট্রেসিঙের মাপে।

প্রচলিত সংজ্ঞা-বিধি, কাব্যের ক্যানন,
প্রতিষ্ঠিত শব্দশিল্প, ভাগ ও ঘরানা
নেড়েচেড়ে দেখি তাতে আঁকা যে-আনন,
ক্ষমতা সে; বাদবাকি সব প্রচারণা।

প-৮৮-এফ রাবি: ২৪শে শ্রাবণ ১৪১০, ৮ই আগস্ট ২০০৩

Artwork: Eraab Ahmed

আজম খান

বরষা জহীন এবং আ-আল মামুন: সমবেত জীবন সমীপেষু

> মনে আছে, আমাদের একটা সময় ছিল, যখন মৃত্যু ছিল সবচে কাছের?
> সে যখন কাছে থাকে সবচে সুন্দর হয় তখন জীবন। একাত্তর চলে গেছে,
> এখনও মরণ আছে, যদিও অনেকে ভাবে তাকে ফাঁকি দিয়ে তারা বেহেশতে যাবে।
> আজমের সাথে যারা এখনই চাখতে চাও আজাদির স্বাদ– একতারা হাতে নাও,
> বাজাও গিটার, চলো আবাহন করি মৃত্যু, আপন গৌরবে ...

যেকোনো সাধুর মতো, মৃত্যুহীন মানুষের মতো–
মৃত্যু তাঁর গায়ে মাখা ছিল।

বুক পকেটের নিচে মৃত্যুর সুবাস মেখে
অগ্নিদগ্ধ জীবনের পথ হাঁটে যাঁরা,
তাঁদের শরীর থেকে অর্থ নয়, জেল্লা নয়,
খ্যাতি নয়, মোহ নয়, সম্রাটের আস্ফালন নয়–
বের হয় স্রেফ তাজা মানুষের ঘ্রাণ।

যখন আজম খান কথা বলতেন,
তাঁর কণ্ঠে শোনা যেত মানুষের স্বর–
স্পন্সর-সৌজন্যহীন আত্মগত প্রার্থনার মতো।
গাছেরা যেভাবে কথা বলে মৃদু বাতাসের সাথে,
হেসে ওঠে ফুল যথা পাপের ধারণাহীন প্রেমিকের চোখে–
আদিখ্যেতাহীন কিংবা আইডিয়া-আইড্যোলজিহীন
কোনো গাঢ়তর বিশ্বাসের মতো ছিল তাঁর উচ্চারণ।

যেভাবে প্রবীণ দেহ সাঁতরায় মেঘনার জলে,
অথবা কল্পনা করো, যেভাবে ক্রিকেট খেলে
বালিকা, বা বয়োবৃদ্ধ, পরিণত যুবা,
সেইভাবে তিনি তার নিজস্ব সরগমে
দাগ কেটে রাখতেন অচিনের গায়ে।
মগ্নমেঘলীনার মতোন
তাঁর দুই চোখে ছিল আত্মসমর্পণ–

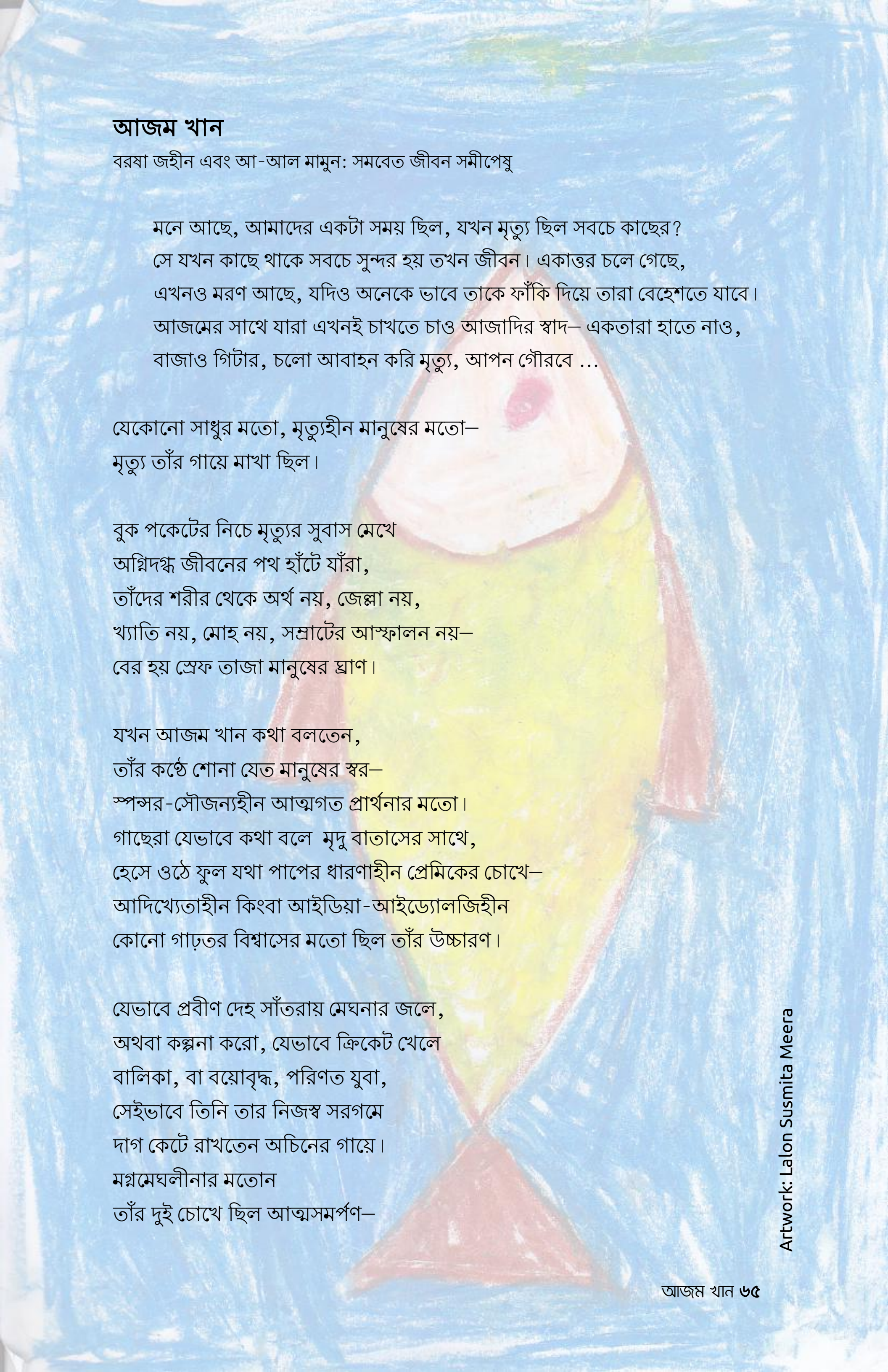

Artwork: Lalon Susmita Meera

আকাশের কাছে আর বৃষ্টি আর সাগরের কাছে,
অদ্বিত-অনন্ত সদা-জীবনের কাছে।
যেভাবে তোমার কাছে স্বর্বস্ব সঁপে দিয়ে
আমি খুঁজে পায় আমাকেই,
যেভাবে হাওয়ার কাছে সমস্ত সত্তাকে রেখে
পাখি ঠিক পাখি হয়ে ওঠে,
সেভাবে আজম খান গান গান – জৈবকণ্ঠে –
পাহাড় আওয়াজ তোলে,
শূন্যতার ব্ল্যাকহোলও ভরে ওঠে
অনুস্বরে আর মহানাদে,
চরাচরে প্রাণহীন তখন আর কে থাকে কোথায় !

আজম খানের গানে অপ্রকাশ প্রকাশিত হন–
মিডিয়াকে ছোটো লাগে,
রাষ্ট্রভরা কর্তাস্বরা পদকেরা লুকানোর পায় না জায়গা ...

কিশোরগঞ্জ: ২২শে বৈশাখ ১৪১৮, ৫ই মে ২০১১

Artwork: Lalon Susmita Meera

গেরিলা কবিতা

যেহেতু এখানে হবে না মোটেও গ্রাহ্য,
কবিতা আবার লুকাতে চাইছে নিজেকে।
বলছে: আড়ালে !— জলদি আড়াল ডাকো !
বলছে, যেভাবে হোক না, পালাও, নিজেকে খানিক ঢাকো
গুচ্ছ অলকে এক্ষুণি এক নিমিখে —
এটা পুলিশের রাজ্য !

বলছে কবিতা: শোনো, ইহকালে মুক্ত হবে না কেউ;
নাঙ্গা-পাগল কেউ এ আকাশে তুলবে না নীল ঢেউ।
বলছে কবিতা: বোরখার নিচে এবং বাইরে আমিই;
আমিই পালাই — যখনতখন — আমিই তোমাতে থামি।

নিজের সামনে নিজেকে খুলতে সবচেয়ে যার ভয়
সে লোকই নিজেকে ভাবে সে প্রেমিক — বুঝে যাবে অন্যকে
মুরগি যেভাবে জ্যোতির্বিদ্যা শেখে ...
আহা প্রেম — বিস্ময় !

সবাই সেপাই, সকলেই চোর, সব্বাই সতাসতী,
সকলেই একগামী, একরেখ; বাতাসটা শুধু লুচ্চা
— সব ঠোঁট চাখে, সব চুল ছোঁয়, সব বুকে তোলে গতি —
সদা-বহুগামী অথচ সতীমা সীতার চেয়েও সাচ্চা।
এখনও বাতাসি কবিতা তাই তো উঁকি মারে হাওয়া-পোশাকে —
বাকি সব এহ বাহ্য।

রাবি: ১২ই আশ্বিন ১৪২০, ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৩

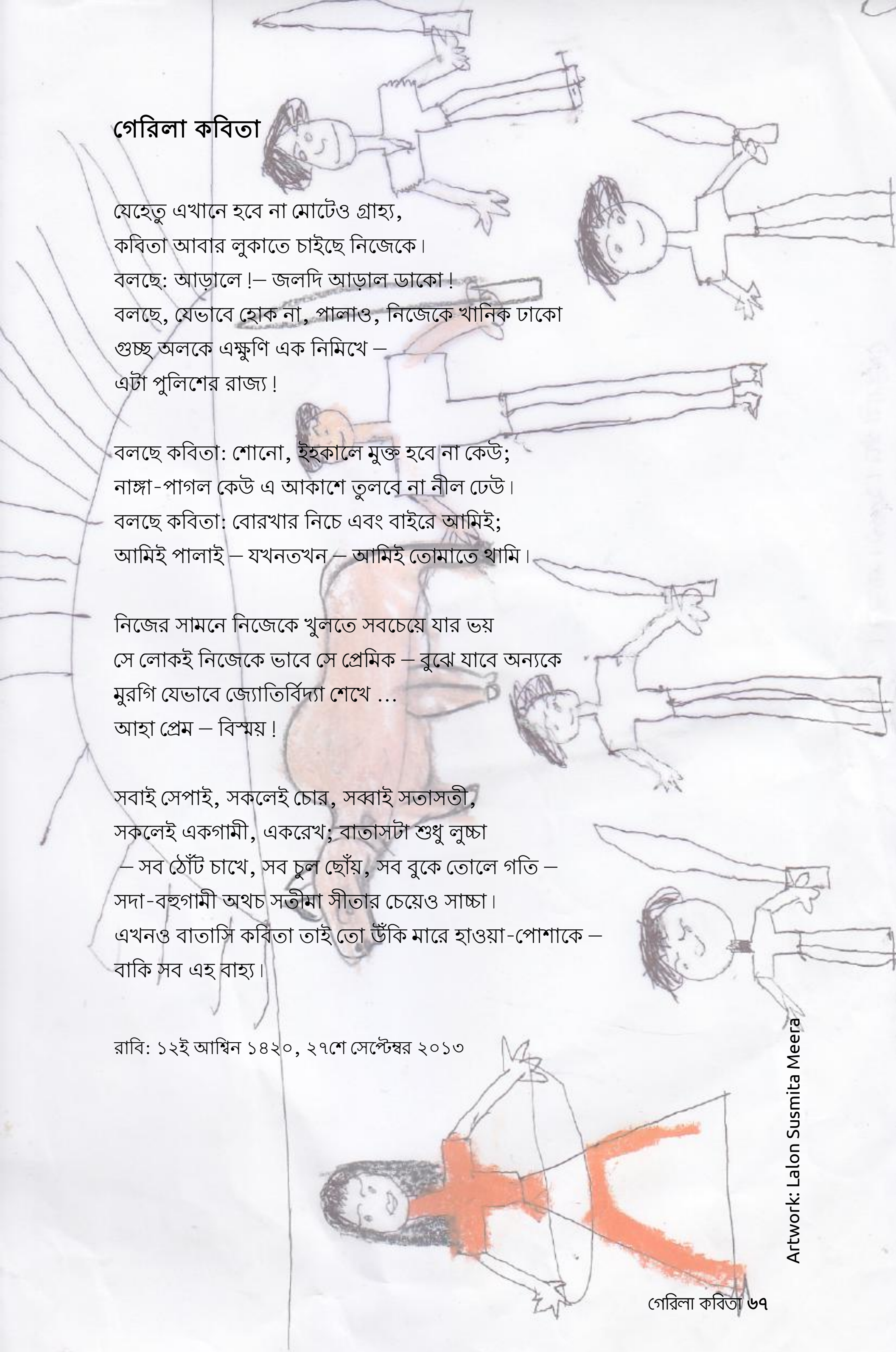

Artwork: Lalon Susmita Meera

ঘোড়ার ডিম

পর্দা খসলেই ঘোড়ার ডিম–
একটা নয়, পুরো এক জোড়া;
মধ্যে – গলিপথে – তা ধিন ধিন
নাচতে থাকে চোখ ছানাবড়া।

সারাটা দিন থাকে আড়ে মোড়া–
কিছুতে ওমলেট হবে না ডিম;
অথচ সারাক্ষণ গা ঝিমঝিম–
ডিমের চোখ শুধু খোঁজে ঘোড়া।

রাবি: ২১শে কার্তিক ১৪১৮, ৫ই নভেম্বর ২০১১

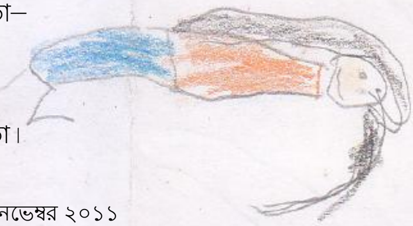

Artwork: Lalon Susmita Meera

তৃতীয় ভাগঃ

জরুরি পরিস্থিতি

Pamela Irving: Beastie Boy

স্রেফ মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা দেখিয়ে স্বাধীন মতপ্রকাশ ও সমাবেশ দমন করাকে জায়েজ করা যায় না। মানুষ তো ডাইনির ভয়ও পেয়েছিল এবং মেয়েদেরকে পুড়িয়ে মেরেছিল। অযৌক্তিক আশঙ্কার দাসত্ববন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করাটাই স্বাধীন মতপ্রকাশের কাজ। ... বিপ্লবের মাধ্যমে যাঁরা আমাদের স্বাধীনতা জয় করে এনেছিলেন তাঁরা ভীরু ছিলেন না। রাজনৈতিক পরিবর্তনকে তাঁরা ভয় করতেন না। আইনশৃঙ্খলা-বন্দোবস্তকে মহিমান্বিত করার মূল্য হিসেবে স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দেন নি তাঁরা। ... যদি এমন সময় আসে যখন শিক্ষার মাধ্যমে মন্দকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা আর ভ্রান্ত ধারণার উন্মোচন ঘটাতে হয় তর্কবিতর্ক দিয়ে, তখন বিহিত হলো বেশি বেশি কথাবার্তা — চাপিয়ে দেওয়া নীরবতা নয়। শুধুমাত্র জরুরি অবস্থাই জায়েজ করতে পারে দমন-পীড়নকে।

লুইস ব্র্যান্ডাইস, বিচারপতি, সুপ্রিমকোর্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
হুইটনি বনাম ক্যালিফোর্নিয়া মামলার রায়ঃ ২৭৪ ইউএস ৩৫৭ (১৯২৭)

Artwork: Tahia Prachyo

কাঁচের সময়: ধান ভানতে শিবের গান

মনে জাগে দায় পাপের প্রভায়:
এ পাপ-শরীর পাপের চাকায়
পিষে দেওয়া গেলে জুটবে শান্তি,
বাড়বে না আর পাপের কান্তি;
ঘুঁচবে স্বপ্ন-শেষের ভ্রান্তি।

মনে পড়ে যায় ... কাঁচের সময়:
কাঁচ গেলা দায়, কাঁচ ঠেলা দায়।

আয়ু-ক্ষয়-করা প্রায়শ্চিত্ত?—
অনভিপ্রেত্য! অনভিপ্রেত্য!!
শিল্প, সানাই, সত্য, সৃজন,
মদ, গাঁজা, প্রেম, তীর্থগমন,
জীবন, মৃত্যু সকলই যখন
রাজনীতিকের পায়ের ভৃত্য—
অনভিপ্রেত্য! অনভিপ্রেত্য!!

রাজনীতিদের হাজার চিত্ত,
হাজার চেহারা, অঢেল বিত্ত—
পাজেরো-পতাকা-পাল্কি-বেহারা,
পুলিশ-পোশাক-টিভির পাহারা;
টুকরা-টুকরা দর্শনে ঘেরা
অযুত আয়না, নিযুত বৃত্ত।
রাজনীতি মানে রাজাই সত্য।

রাজনীতিকা'র কত না বাহার,
অতি-আয়োজন, অতীব আহার।
ভুখা-বিমোচনে, পদে-প্রমোশনে,
স্বজনে-ভজনে, বীণা-বিনোদনে,
কলা-ক্রিয়েশনে-রিক্রিয়েশনে
হীরামতিহার। বাকিটা প্রহার—

Artwork: Lalon Susmita Meera

জনগনমনা রাষ্ট্রবিহার।
রাষ্ট্র প্রতাপ। পুঁজি আদিত্য।
অক্ষরজীবী কেরানি নিত্য।
তাঁহারা বিদ্যা। তাঁরাই বুদ্ধি।
তাঁরা সাহিত্য, শাসন, শুদ্ধি।
তাঁরা বিনিয়োগ— পয়-প্রবৃদ্ধি।
স্বর্গতারকা— তাঁরা অমর্ত্য।
ভূতলে প্রজার কপালে গর্ত।

প্রজা সনাতন সামাজিক দাস—
জীবন-জোঁয়ালে নিবেদিত লাশ।
প্রজারা ঝামেলা, অহেতু ঝক্কি—
রাষ্ট্র-চড়কে প্রজারই চরকি।
প্রজারা মুরগি, নিম্নবর্গী।
প্রজা অদৃশ্য সুদীর্ঘশ্বাস—
প্রভুর হাস্য-সুখ-পরিহাস।

প্রজার নামেই এ প্রজাতন্ত্র
দিনরাত জপে জনতা-মন্ত্র—
জনতারই ঘাড়ে বন্দুক রেখে
গুলি করে জনতার চাক দেখে।
জনগণ-ভোট গোনা-গাঁথা শিখে
প্রাজ্ঞ পার্টির গণনা-যন্ত্র
ডান-বাম করে ভরছে অন্ত্র।

***

ডিপ-ফ্রিজে-ফাটা কাঁচের বোতল—
ছুরি-শানা দিনরাত্রি উতল;
জমাট বরফ-কাঁচের কুচিতে,
পূণ্য-পাপের শুচি-অশুচিতে,
ভায়োলেন্স-ভরা রক্ত-রুচিতে
যুক্তি-মুক্তি-ব্যক্তি কতল—
ভাসছে শোণিতে ভূমা ও ভূতল।

Artwork: Lalon Susmita Meera

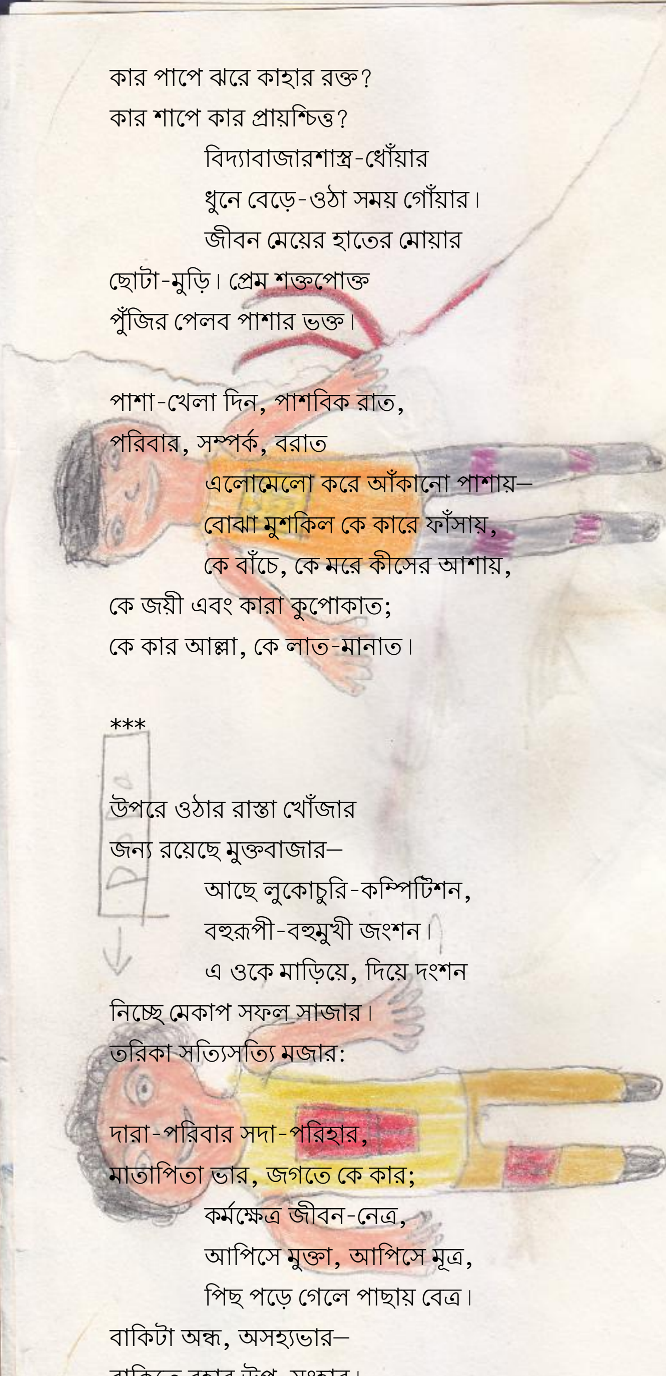

কার পাপে ঝরে কাহার রক্ত?
কার শাপে কার প্রায়শ্চিত্ত?
বিদ্যাবাজারশাস্ত্র-ধোঁয়ার
ধুনে বেড়ে-ওঠা সময় গোঁয়ার।
জীবন মেয়ের হাতের মোয়ার
ছোটা-মুড়ি। প্রেম শক্তপোক্ত
পুঁজির পেলব পাশার ভক্ত।

পাশা-খেলা দিন, পাশবিক রাত,
পরিবার, সম্পর্ক, বরাত
এলোমেলো করে আঁকানো পাশায়—
বোঝা মুশকিল কে কারে ফাঁসায়,
কে বাঁচে, কে মরে কীসের আশায়,
কে জয়ী এবং কারা কুপোকাত;
কে কার আল্লা, কে লাত-মানাত।

***

উপরে ওঠার রাস্তা খোঁজার
জন্য রয়েছে মুক্তবাজার—
আছে লুকোচুরি-কম্পিটিশন,
বহুরূপী-বহুমুখী জংশন।
এ ওকে মাড়িয়ে, দিয়ে দংশন
নিচ্ছে মেকাপ সফল সাজার।
তরিকা সত্যিসত্যি মজার:

দারা-পরিবার সদা-পরিহার,
মাতাপিতা ভার, জগতে কে কার;
কর্মক্ষেত্র জীবন-নেত্র,
আপিসে মুক্তা, আপিসে মূত্র,
পিছ্ পড়ে গেলে পাছায় বেত্র।
বাকিটা অন্ধ, অসহ্যভার—
বাকিতে বহার উপ-সংহার।

Artwork: Lalon Susmita Meera

উপ-পাঠকের সমীপে রচিত
উপ-কবিতার উপলে খচিত
　　　　বন্ধুর এই বিন্ধা-পদ্য
　　　　পরকলা-যুগে বোকার হদ্দ
　　　　শিবের যে-গান গাইল অদ্য
হয়ত সে গান কাল হবে গীত–
উপ-পর্বের প্যালা-বিরহিত।

প-৮৮-এফ রাবি: ২১শে শ্রাবণ ১৪১৩, ৫ই আগস্ট ২০০৬

Artwork: Lalon Susmita Meera

চোখের ইশারা

চোখ নিচু করে রাখি–
কখন কীভাবে চোখ কানা হয়ে যায়!
বিভিন্ন শীতল চোখ 'কুল'-বিজ্ঞাপনের মতোন
হাসছে ইঙ্গিতে। কিন্তু কে না জানে উনাদের প্রশান্ত প্রয়াসে
অন্ধ হয়ে যেতে পারে গরিবের নিরীহ নয়ন।
নিতান্তই যখন-তখন।

অসিতে-মসীতে নব শান দিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র গড়াতে লেগেছে:
সাগরের যাবতীয় জলের সমান ভারী সম্মিলিত যৌথতার চাপে
রোহিত কাতলা শিং মহাশোল হাঙ্গর কুম্ভীর
সব বায়ুশূন্য হয়ে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ডুবে যাবে এইবার;
অবাধ বাতাস-চলাচল
অবাধে খেলাবে ঢেউ সমতল জলের ওপর;
নূহের নৌকার পেটে নিরাপদে স্থান পাবে শুধুমাত্র মোমিন মানুষ।

কে মোমিন, কে মিনার, কে জমিন, কে যে যমদূত...
রাষ্ট্র থেকে রাজনীতি কীভাবে আলাদা হতে পারে...
আদারও ব্যাপারী নই, অথচ চিন্তায় আসে বহুদূর সমুদ্রবন্দর...
সওদাগর ও সরকার কে কার পাহারাদার...
কে কার প্রচার-কল, কীসে কে বিকল...
কীসব বিপদ-কথা, মাথার ধকল–
ঈশান-মেঘের মতো চোখের কোণায় কালো রঙ হয়ে যন্ত্রণা জমায়।

কবিতার আয়নায় নিচু করে রাখি দুই চোখ,
অন্য কোনো নিচু চোখে চোখাচোখি হতে পারে– এমন আশায়;
সেক্ষেত্রে নীরব চোখে – ইশারায় – বলে যাব: চারপাশ এখনো আমার
চোখের অধীন নয়। তাই চোখ নিচু করে রাখি–
কখন কীভাবে চোখ কানা হয়ে যায়।

প-৮৮-এফ রাবি: ২৮শে ফাল্গুন ১৪১৩, ১২ই মার্চ ২০০৭

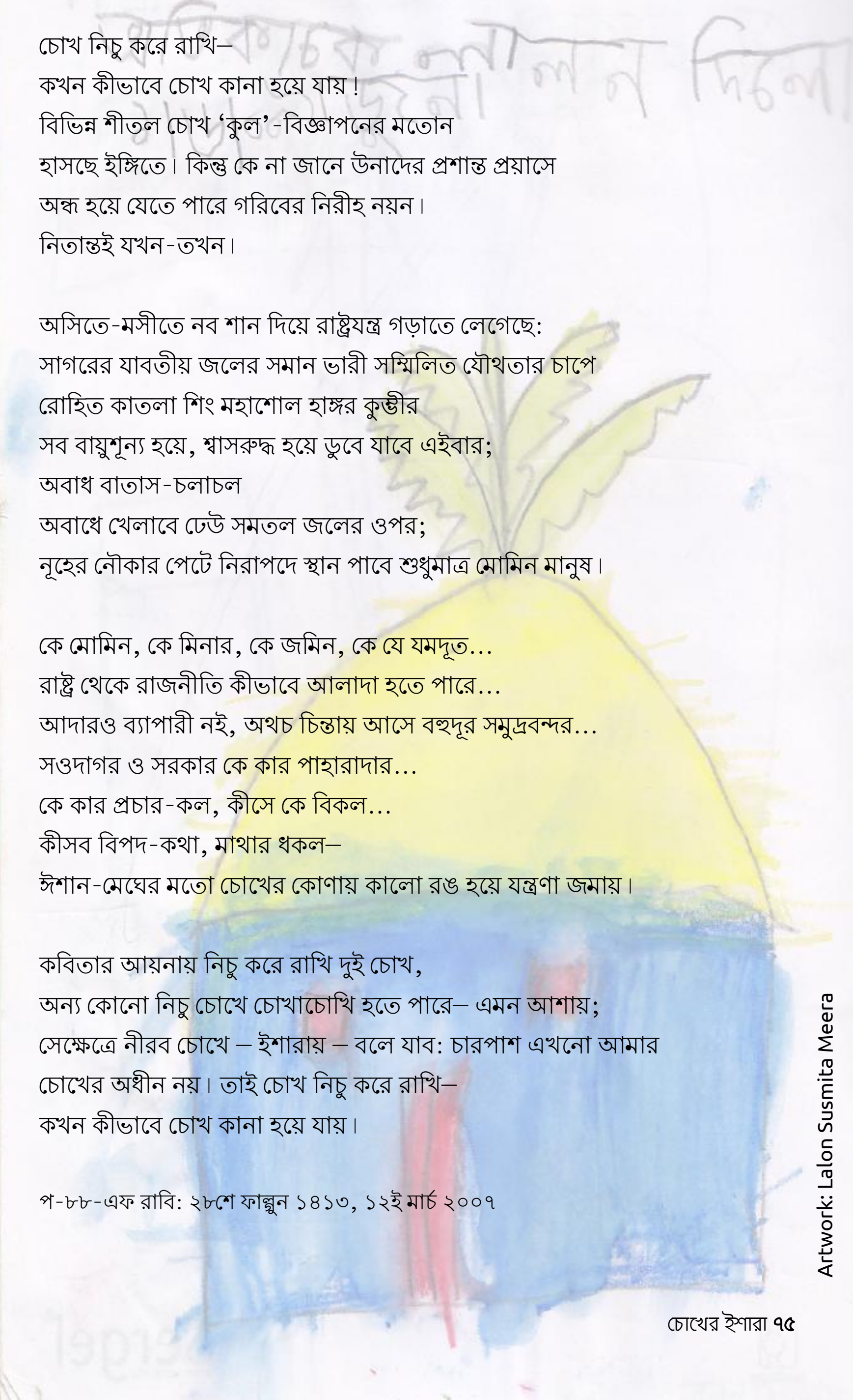

Artwork: Lalon Susmita Meera

হাওয়ার গান : ক্রসের দাগ

সামরিক বাহিনীর হাতে নির্যাতিত ও নিহত আদিবাসী নেতা চলেশ রিছিল স্মরণে

ঐ উঁচু উঁচু মেঘে
এই নিচু নিচু ঘাসে
কে যে হাসে, কে যে গান গায়–
হাওয়ার গান।

পাখিরা উড়ে যায় নীল ছায়ায়,
জারুল ফুলে দোলে শ্যামের বীন;
আগুন লাল লাল গাছের গায়,
কৃষ্ণচূড়ে ওড়ে ঝড়ের দিন।

দুপুরে ধেয়ে আসে ঘোর অমা
মেঘের আড়ালে কে দেয় হামা?
দুয়ারে কালো বেশে
কে তোকে ডাকে হেসে?
কে ডাকে সারা দেশে নিশির ডাক?
কপালে আঁকা কার ক্রসের দাগ?

সড়কে জলপাই-জিপের রাগ,
চড়কে চলেশের বনবিভাগ;
ওখানে মধুপুরে করুণ ফ্ল্যাগ,
এখানে আমাদের মনের বাঘ।

তবু উঁচু উঁচু মেঘে
আর নিচু নিচু ঘাসে
কে যে হাসে, কে যে গান গায়–
হাওয়ার গান।

পশ্চিমপাড়া রাবি: ১৫ই চৈত্র ২০১৩, ২৯শে মার্চ ২০০৭

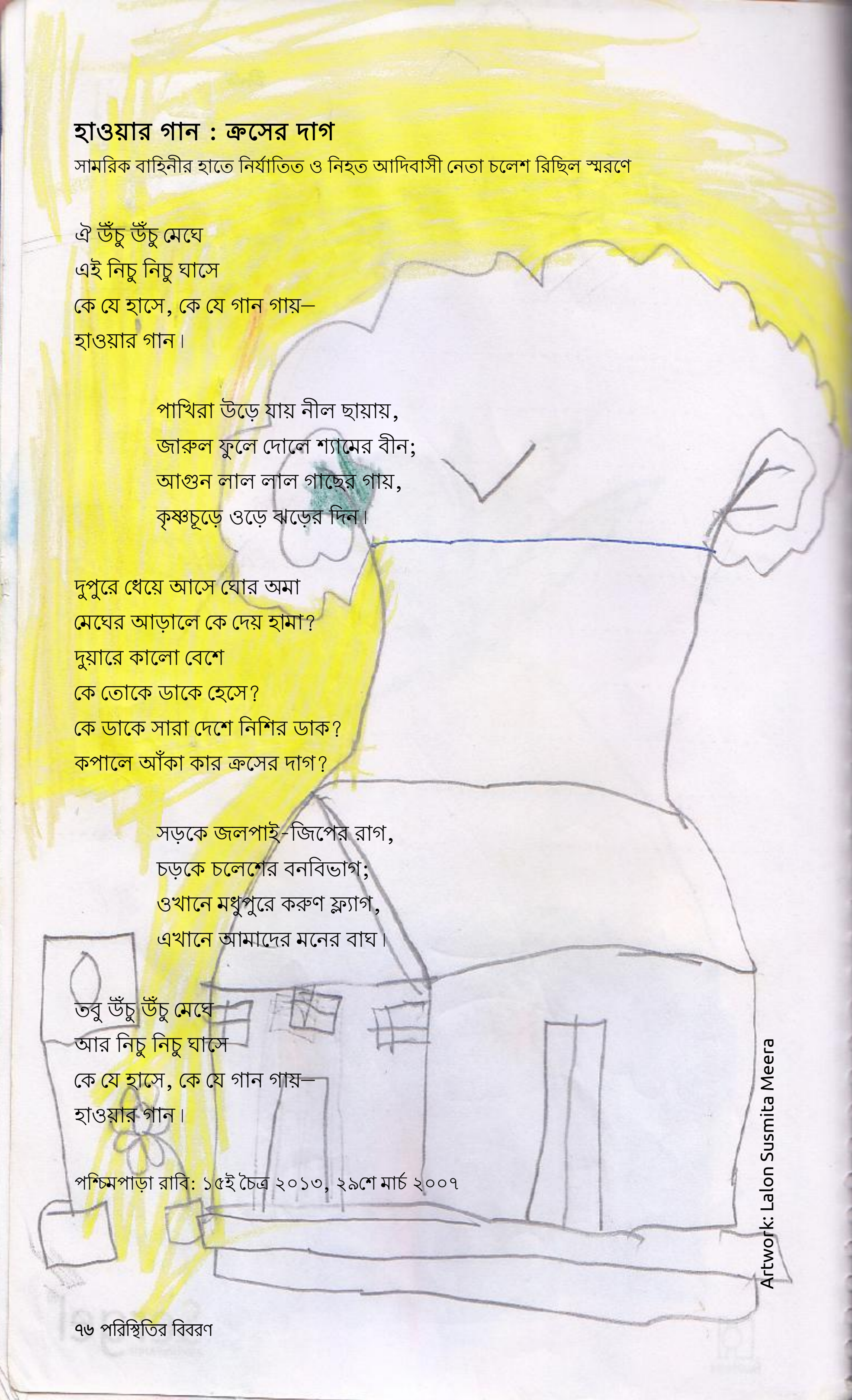

Artwork: Lalon Susmita Meera

এইখানে সাপ নিয়ে শুয়ে আছে মার্শাল মানিক হাসান

সাপ নিয়ে শুয়ে আছে মার্শাল মানিক হাসান–
ভয়ঙ্কর খেলনার সাপ!

এ সাপের চোখ আছে। কান আছে।
পদ ও পদবি আছে।
পরিকল্পনা আছে।
এই সাপ ভালো সাপ– আপনার পিসতুতো বাপ।
বাচ্চালোক তালিয়া বাজান–
সাচ্চা লোক গলিতে গ্যাঁজান।
আপনার কোনো ভয় নাই।
শুধু
সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিবের ভাও
সভাপত্নী হাঁউ, আর
চেয়ারম্যান মাঁও,
ভাগো, যাও, ভেগে যাও! অন্তরালে যাও!

এইখানে সাপ নিয়ে শুয়ে আছে সাময়িক সামরিক মানিক হাসান–
খিলাড়ি সাপুড়ে তিনি
অসামান্য অঙ্গুলী-চালনে
অমায়িক বাঁশের বাদনে
যত দুষ্টু জুজুদের একযোগে কাঁদান-হাসান।

বড়দের বাসায় বু'জান
উপরের আলাকে বুঝান:
একান্ত আপন ভাইজান
বলিছেন, মক্কাদেশে যান,
যান গিয়ে খোদাকে ভজান।

আরামে দাঁড়ান!
কেউ
সোজা হতে যাবেন না যেন!
আম্রা সোজা আছি সদা-সতর্কো প্রহরী আপ্নার।

Artwork Lalon Susmita Meera

Lipicut®
Atorvastatin

অরণ্যের ইকোপার্কে কেউ যেন হুদা কামে সাপ না সাজান–
দড়ি কিংবা দরবেশ কেউ
রশি কিংবা রিছিলের ফেউ
মুনি কিংবা মিছিলের মেঁউ।

আপ্নাদের অবগতির্জন্য পুনরায় জানানো যাচ্ছে যে,
অরণ্যের ইকোপার্কে কেউ যেন এক্কা-দোক্কা বাঁশি না বাজান–
কোনো কেউটে বা কেউকেটা
গোখরো বা ঢোঁরা, ডোরাকাটা
লাশ-কাটা, তরকারি-কোটা
আগুনের অজগর কিংবা বাগুনের বাজিগর
গুপ্তধোন কিংবা ব্যাংকলোন ...
যে-ই হোন, খবরদার, আরামে দাঁড়ান!
এইখানে সাপ নিয়ে খেলিতেছে মহারাজ মানিক হাসান।

প-৮৮-এফ রাবি: ৬ই বৈশাখ ১৪১৪, ১৯শে এপ্রিল ২০০৭

Artwork: Lalon Susmita Meera

খাদ্য এবং আত্মা

ভাত দিয়ে ভর্ৎসনা খাই।
আর, রিম্যান্ডে গিয়েছে যাঁরা
তাঁদের আত্মার কথা ভাবি।

রাবি: ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, ২১শে মে ২০০৭

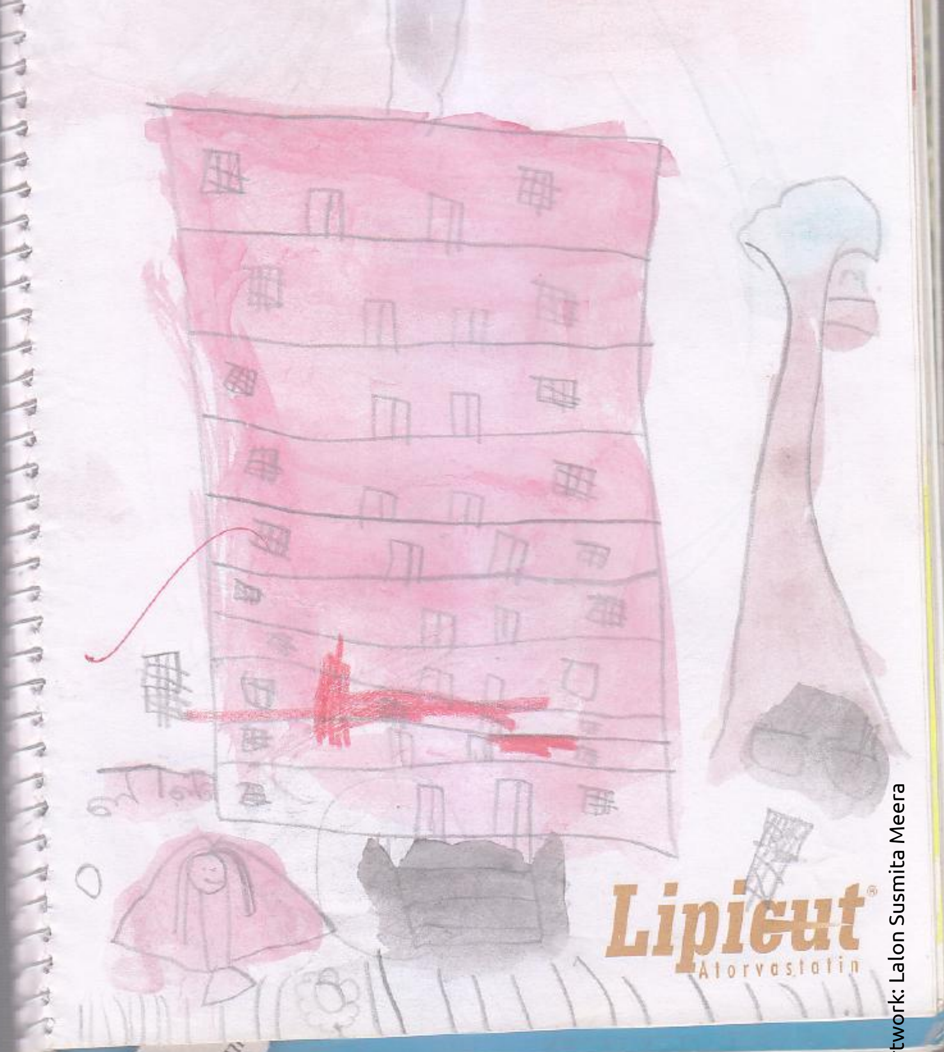

Artwork: Lalon Susmita Meera

মণিহার যাঁহাদের সাজে বা সাজে না

পোষা ময়না গান গায়—
তোতা পাখি কত কথা বলে!
জরুরি সিক্রেট সংগুপ্তকারী সেক্রেটারি
লেজ নাড়ে গোড়ালির তলে।
মনিবের পোষা ঘোড়া গোলামির জ্ঞানতন্ত্রে
নিজেই নিজের পিঠে চড়ে।
নিউরনে ঠুলি-আঁটা ঠাঁটের লাগাম থাকে
ঊর্ধ্বতন রিমোট কন্ট্রোলে।

অলওয়েজ এমার্জেন্সি-সুশৃঙ্খল কর্পোকল্পলোকে
গলায় আইডি কার্ড সুইটি-টুইটি বার্ড
মাথার ওপর দিয়ে টাই পরে ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে—
সুশীল, নিরীক্ষাশীল, অগ্রগতিশীল আভাগার্দ।

রাস্তার কুত্তাকে দেখো, স্বাধীন কুকুরে
পরে না গলায় মালা— দাসত্বের বেল্ট;
কেননা পরতে গেলে লাগে কিনা অকারণ
সে কারণ বুঝতে গেলে মনে তার বাজে।
অথচ ওদিকে তার মন পড়ে থাকে নাকো,
মন বসে সর্ববিধ কাজে।
ঠাকুর জানেন সেটা মণি আর মালিকার লাজে—
অ্যাজ ইট ওয়াজ সিম্প্‌লি ফেল্ট।

প-৮৮-এফ রাবি: ১২ই আষাঢ় ১৪১৪, ২৬শে জুন ২০০৭

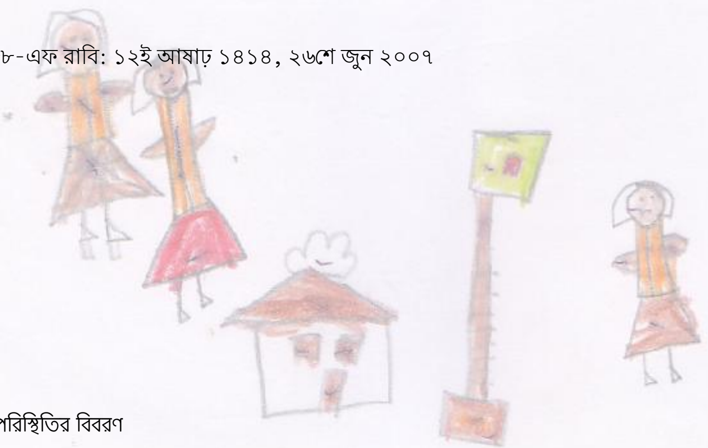

Artwork: Lalon Susmita Meera

দেওয়ালের চেয়ে আরও উঁচু

যেমন মুরগি ঢোকে খাঁচায় সন্ধ্যায়–
আমরা লকাপে ঢুকি। বড় জেল থেকে ছোট জেলে।

মুরগি স্বেচ্ছায় ঢোকে, পূর্ণ-বশীভূত প্রাণে,
কালের দাসত্বে গড়া জৈব খুপরিতে।
আমরা প্রবেশ করি আধাআধি-অন্ধত্বের গালগল্পে–
কালের কেচ্ছায়, মরা লোহার পেছনে।

দেওয়ালের চেয়ে উঁচু, জায়মান জীবনের ডালে
আরও উঁচু হতে চাওয়া রূপে-রঙে-ক্রোমোজোমে, পাতাদের ব্যাকুল বিন্যাসে
পরিস্ফূট হয়ে ওঠে স্বভাবের স্বাধীনতা– প্রকৃতির অ-পরাস্ত সুর।
আর ঐ দূর থেকে ভেসে আসা বন্দিদের উদাসীন গান
ক্রমঅপসৃয়মান আলোর অদৃশ্য বুকে বেদনা বিন্ধায়।

কারাগারে সন্ধ্যা নেমে আসে –
আরও একবার প্রাণ ঢাকা পড়ে রাতের অতলে।
কারাগার থাকে ভেসে স্মৃতিসিক্ত দীর্ঘশ্বাসে,
কারাগার ডুবে যায় চোখের আকাশভরা জলে –
অয়সের চেয়ে ভারী অস্তিত্বের অতলান্ত রাতে।

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার: ১লা আশ্বিন ১৪১৪, ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৭

Artwork: Lalon Susmita Meera

আদর্শ দাসত্ব-মহাগ্রাম

টাইম-মেশিনে চড়ে এসে গেছি অন্য কোনো গ্রামে।
এ দেশে সময় নাই, ঘড়ি-ঘর শূন্যে উবে গেছে।

জনে জনে প্রশ্ন করি, তুমি কি ইহুদি? হায়
গ্যাসের চেম্বারখানা এখানে কোথায়?

এই সে শ্রমশিবির? বাধ্যতামূলক সেই যৌথখামার?
কল্পনায় শীত পড়ে, কল্পনায় হিম জমে যায়—
এইখানে, সাইবেরিয়ায়।

স্তালিনের মূর্তি খুঁজি। নিশ্চয়ই এখানে খুব বিপ্লব রটেছে!
আঁধারে পোস্টার খুঁজি— হের হিটলার!
সম্মুখে প্রসারমান মুষ্টিবদ্ধ হাত—
মৃত্যু আর জীবনের মাঝখানে স্বস্তিকা, না স্বস্তির প্রতীক?

এটাই কি মানিকের সেই ময়নাদ্বীপ তবে? — হোসেন মিয়ার? —
যেইখানে গেলে লোকে উবে যায় মানুষের দৃশ্যসীমা থেকে?

এ আমি এলাম কোথা? চারিপাশে বাস্তব দেয়াল।
ভেতরে শৃঙ্খলাবদ্ধ আদর্শ দাসত্ব-মহাগ্রাম।

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার: ৬ই আশ্বিন ১৪১৪, ২১শে সেপ্টেম্বর ২০০৭

Artwork: Lalon Susmita Meera

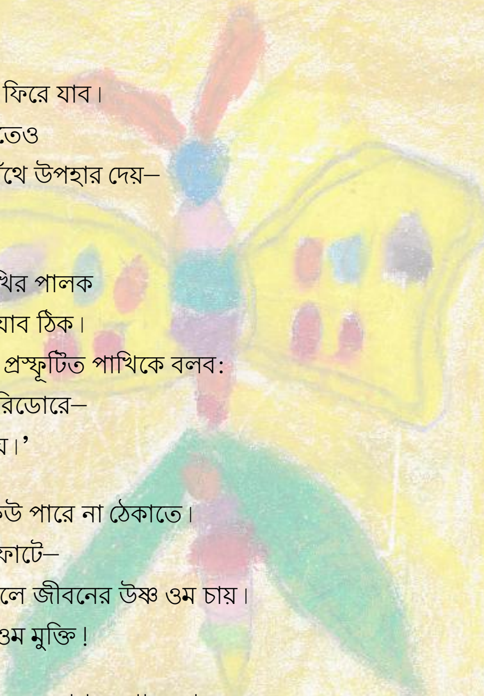

জেলের গোলাপ

জেলের গোলাপ নিয়ে একদিন ঘরে ফিরে যাব।
তোমাকে বলব: ‘জানো, বন্দিশালাতেও
কয়েদিরা বান্ধবকে বকুলের মালা গেঁথে উপহার দেয়—
তাতে থাকে গোলাপ-লকেট।’

অনেক চুলের নিচে কানে গুঁজে পাখির পালক
আমার পাখির কাছে একদিন ফিরে যাব ঠিক।
আমাদের অন্তরের যুগলকুসুম থেকে প্রস্ফুটিত পাখিকে বলব:
‘পাখির বাচ্চাও আসে কারাগার-করিডোরে—
বাবা-পাখি তার মুখে দানা তুলে দেয়।’

উন্নত প্রাচীর গেঁথে প্রাণের প্রবাহ কেউ পারে না ঠেকাতে।
প্রবল প্রাকারে বন্দি বিল্লিরও ছানা ফোটে—
মিয়াঁও মিয়াঁও বলে মায়ের নরম কোলে জীবনের উষ্ণ ওম চায়।
চায় শান্তি, চায় খাদ্য, চায় মুক্তি — ওম মুক্তি!

কর্তাদের কোনো ছায়া সূর্যের সন্তাপ ঢেকে রাখতে পারে না।
এমন কয়েদখানা কোনোখানে নেই যার গরাদের জোরে
বন্দির বন্ধুত্ব কেউ কেড়ে নিতে পারে।
মানুষের বোঝাপড়া, ভালোবাসা, দেয়া-নেয়া, পরামর্শ-শলা,
জীবের বেদনা, গান, বাকস্ফূর্তি, দুঃখ-হর্ষ, প্রাণের প্রকাশ—
বহু কাল হলো সব কয়েদ খাটছে এই বিমর্ষ জগতে।
মানুষের বাচ্চারা বড় হয়ে মানুষই থাকলে
ভব-পারাবার থেকে কারাগার একদিন ক্ষয়ে যাবে কালের অতলে।

তার আগে আমরা এই জেলে
বসে বসে চঞ্চল ও মানিকের ‘আর্যজন ও সিন্ধুসভ্যতা’ নিয়ে তর্ক করে যাব।
হরপ্পা দেখে নি জেল, কেননা হরপ্পা-দেশে মেথর ছিল না—
মানুষের মলমূত্র মানুষ মাথায় বয়ে গড়ে নি ভাগাড় চারিধারে।
লোথাল, মহেঞ্জোদারো, রাখিগাড়ি, ধোলাভিরা, আল্লাদিনোতে
— সিন্ধু-সরস্বতী-কূলে, সভ্যতার সেই শিশুকালে —
সমমনা ঘর ছিল, পর্ণকুটিরের পাশে ছিল না প্রাসাদ।

Artwork: Lalon Susmita Meera

শিশুর হাসির আলো অবাধ, অখিল।
পাখির আকাশ খোলা – মুক্তপক্ষ – নীল।
মানুষ নদীর মতো– বহতা সলিল।
তারপরও বাঁধ পাতে দেও-দানো, বেদে আছে, সিন্ধু-সরস্বতী-পাড়ে আমরা দেখেছি;
রামগড়ুরের পিতা বৃথা-কাণ্ডে টেপ মারে শিশুর অধরে মিছামিছি;
কর্তৃত্বের কারিগর উঁচু করে খাঁচা গড়ে– চেষ্টা করে আকাশের চেয়ে আরও উঁচু!
রতনে রতন চেনে, শূকরেরা কর্দমাক্ত কচু।
শূকরের জন্য যেটা সত্য সেটা মানুষের জন্য মিথ্যা, তাতে সর্বনাশ–
নদীতে বানালে বাঁধ হরপ্পা নিহত হয়। লুপ্ত হলে মানবীয় স্বভাবের ঘাস
বাঁধ হাসে, বাঁধানো সড়ক হাসে– মুছে যায় পথের ইশারা।

বড়ই বৃক্ষের নব-শাখে তাই হররোজ নয়া ফুল, নতুন বিন্যাস;
নক্ষত্রের আলো মাখা বেদনার গন্ধ শিখে মাটিকে প্রণতি করে প্রতিদিন ব্যথার বকুল;
গবাক্ষ-গরাদে বসে গায়েবের গান গায় আত্মকর্তা স্বাধীন শালিক।
জীবনের, সমাজের, মঙ্গলের অধিক সঙ্গত সুর অর্জনের দায়
নিখিলের নীতি হয়ে, নতুনের নিষ্ঠা হয়ে, অনন্তের আত্মা হয়ে আকুল আনন্দে
মহাবিশ্ব-মালিকের সার্বভৌম নিয়মের জারি করে বিচিত্র চেহারা।

স্বভাবের স্বনিয়মে– স্বাধীন সম্বন্ধে
বাচ্চাকাচ্চা খেলা করে, বড় হয়, ঢিল ছোঁড়ে ট্যাঙ্কের চূড়ায়।
নতুনের নবগন্ধে বৃদ্ধ হয় মহামান্য কর্তার ঝিলিক।
লকাপ খোলারও আগে প্রতিদিন ভোরে
উঁকি দিয়ে দেখি আমি বারো-হাত-দেয়ালের নিচে
শিশিরের মতো বিন্দু বিন্দু হয়ে ফুটছে কিনা মুক্তির স্বচ্ছতা।
জেলের মুয়াজ্জিন রতনের স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে গেছে কথা–
কারাগ্রাম-প্রান্তে ঐ প্রাচীন বকুলতলে চলিতেছে মুক্তিমালা গাঁথা।
তমসার তেপান্তর পাড়ি নতুন সকাল তবে দেখা দেবে নাকি!
তাই কি গোলাপ ফোটে কয়েদির শ্রমে সাধা বাগানের সবুজ বেড়ায়?

জেলের গোলাপ নিয়ে একদিন যাব তোর কাছে–
বলব, দ্যাখ্ অপেক্ষায় প্রেম কত রক্তিম হয়েছে!

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার: ৮ই আশ্বিন ১৪১৪, ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০০৭

Artwork: Lalon Susmita Meera

Antiplet
Clopidogrel 75 mg

রাত্রিভেদকথা

লগ্ন ঘোর-লাগা— কৃষ্ণ ক্ষণ।
কেউ জানেন নাকো কার কী পণ।
নিদ্রাভূক যত বৃক্ষ-শাখ
বলছে, ‘ডাক, নিশি রাতকে ডাক’।

মধ্যরাত। খোলা খিল-কপাট।
স্থির গরাদ— পাকা বল্টু-নাট।
সান্ত্রী গুম মেরে দেয় টহল।
সর্বলোক ঘুমে— সব মহল।

নাই বাদুড়, ফাঁকা ফল-বাগান।
পেত্নী-প্রেত ধূ ধূ গাইছে গান:
‘খুঁব ফাঁইন, আঁধি খুঁব ফাঁইন—
সঁব চেঁ গ্রেঁট ঘঁনঘোঁর আঁইন’।

জাগতে নেই কারো এই অমায় —
আস্ত ধড় থেকে ঘাড় নামায়;
কলজে ফাঁক করে রক্তস্নান
করতে চায় কানা দৈত্য-দান।

এই আঁধার-মাঝে দুধ-শিশুর
চিত্তধাম গাহে গান যিশুর:
‘রশ্মি দান করো নিজ নূরের —
হোক আলোক-আভা ঈশ্বরের’।

খাদ্য চাই বাছা কোল-ছানার—
নাই উপায় কোনো ভয় মানার;
মার্জারের চোখে রাত্রিভেদ—
জ্বলছে নীল আঁখি, উষ্ণ স্বেদ।

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার: ১৪ই আশ্বিন ১৪১৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৭

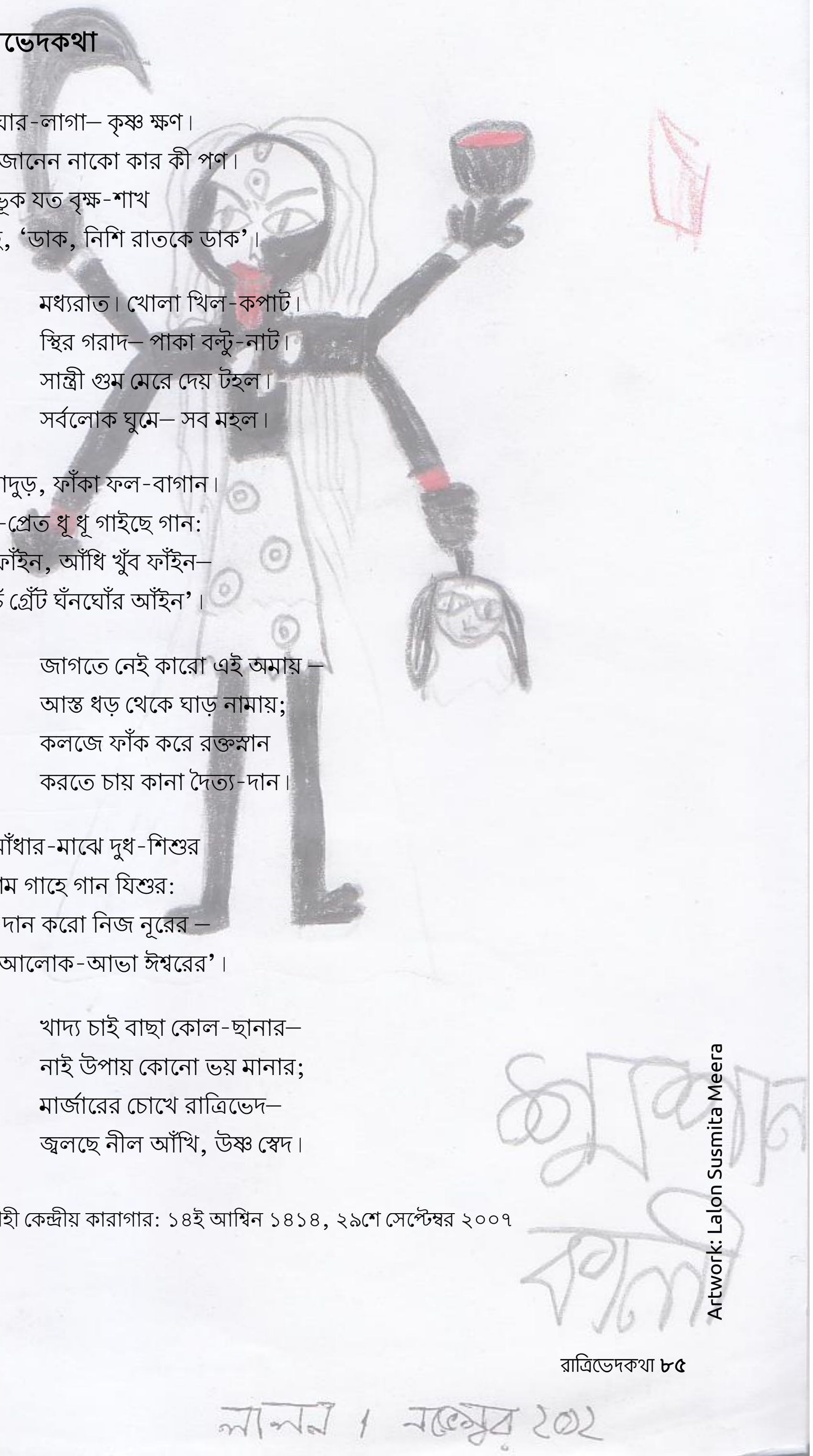

Artwork: Lalon Susmita Meera

আধেক আলো আধেক ইশারাতে

ফকির লালন সাঁই: পয়লা কার্তিক

আকাশ-পারে ছেঁউড়িয়ার মেঘ–
জলের যোগী মেলেছে শাদা চুল,
চুলের নিচে মাটিতে কাশফুল–
ঋষি-ফকির-সাধুর গায়ে ভেক।

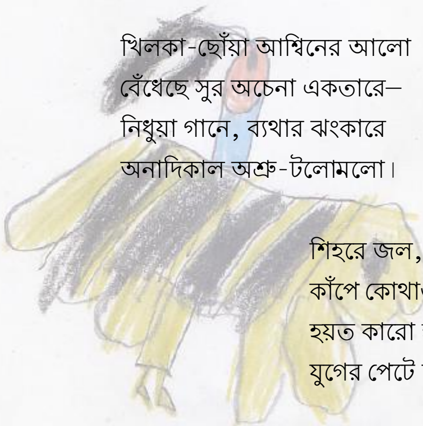

খিলকা-ছোঁয়া আশ্বিনের আলো
বেঁধেছে সুর অচেনা একতারে–
নিধুয়া গানে, ব্যথার ঝংকারে
অনাদিকাল অশ্রু-টলোমলো।

শিহরে জল, কম্পমান ঢেউ,
কাঁপে কোথাও কালের ছেঁড়া নাড়ি–
হয়ত কারো হলো না ফেরা বাড়ি,
যুগের পেটে ঢুকছে ফের কেউ।

অন্ত্র-তাপে গলিত হাড়মাসে
বিস্তারিত বহু কালের খরা–
জরাজীর্ণ, মরা বসুন্ধরা
যুগান্তরী আগুন মুখে হাসে।

যুগান্তর জ্বালে বৃহৎ ক্ষুধা,
আঁটে না লোক ভরা কয়েদ-ঘরে,
রাজা হাঁটেন মুণ্ডুহীন ধড়ে–
আঁধার-আলো টলমলানো ধাঁধা।

ঝলমলানো হেঁয়ালি-ওড়া দিনে
গেল-রাতের বাতাস এসে বলে:
‘অদূরে কেউ চোখের তাজা জলে
আঁকে শিশির শরতে-আশ্বিনে।’

Artwork: Lalon Susmita Meera

শারদীয়ায় পড়লে কাঠি ঢাকে,
সেমাই-ঈদে ফুটলে তারা-বাতি
‘দেখতে যেন মুক্তামতি’ রাতি–
শিশু উদাস: বাবা কোথায় থাকে!

জরুরি জাদুমন্ত্রে পিতা জেলে;
আঁধারে মা’র অভয়-আরাধনা–
প্রেমের মড়া পানিতে ডোবে কিনা
রাধাই জানে যমুনা-শ্যাম-জলে।

মিছা-নদীর মুগ্ধ-মোহনায়
সত্য-পুঁটি বড়শি-বেঁধা চোখে
ঘোলাটে জলে তিমি-শিকার দ্যাখে –
হাততালিতে জীবন যায় যায়।

বিড়াল-মাছে বাজায় জোড়া-তালি
লুকোচুরির জমজমাট ধামে,
ওঠে আওয়াজ গোলামদের নামে–
কর্তাসুখ-মগ্ন কানাগলি।

গলি-ঘাসেও নিয়র জমে ভরে,
জমে যুগের নিটোল জলছবি;
আকাশ-ধোয়া আলোর গায়ে কবি
লেখে কালাম কানার অগোচরে।

উজল-নীল অম্বরের পটে
উতল-শাদা মেঘের জটা-কেশে
নবকালের যোগী ওঠেন হেসে
ছেঁউড়িয়ায় – কালীগঙ্গা ঘাটে।

মরানদীর বাঁকে নতুন ধারা:
শ্যামা-মায়ের পরনে লাল শাড়ি,
শিবের মুখে মহাকালের দাড়ি–
ললাট-লিপি জেলমোহর-মারা।

Artwork: Eraab Ahmed

আশ্বিনের আবছা কুয়াশাতে
বন্দি-রাতে জেলের ছাদে চাঁদ
জিকির করে মুক্তি-ধারাপাত
আধেক আলো আধেক ইশারাতে।

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার:
১৫ই আশ্বিন – ৪ঠা কার্তিক ১৪১৪, ৩০শে সেপ্টেম্বর – ১৯শে অক্টোবর ২০০৭

fineartamerica.com full moon over hard time california state prison

সেনাপতির গল্প

জেনারেল মইন ইউ আহমেদ: আদি কথকেষু

এক দেশে ছিল এক রাজা। বুদ্ধিমান লোকদের ধরে ধরে মেরে ফেলত সে। একবার ধরা হলো বুদ্ধিমান এক লোককে হঠাৎ। এক বছর সময় চাইল সেই লোক এক-দেশে-ছিল-এক রাজার নিকট। বলল সে, ‘আমাকে এক বছর সময় দেয়া হলে আমি একটি অশ্বকে উড়তে শেখাব।’ রাজা তাকে সময় দিলেন। রাজার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসার পর বন্ধুরা জিজ্ঞেস করে তাঁকে, ‘এই কথা কেন তুমি বললে রাজাকে?’ লোকটি উত্তর দিল স্মার্ট: ‘গোটা একটা বছর তো অনেক সময়। এর মধ্যে বহু কিছু ঘটে যেতে পারে। আমি মারা যেতে পারি। রাজা মারা যেতে পারে। এমনকি ঘোড়াটিও উড়তে শিখতে পারে।’ বন্ধুগণ মুগ্ধ হয়ে বুঝল তার চিন্তার তফাৎ।

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার: ৮ই কার্তিক ১৪১৪, ২৩শে অক্টোবর ২০০৭

From the internet (the source is lost!)

বন্দির আমলনামা: আরো একটা দিন

প্রদোষ প্রশান্ত হয়ে কাছে-দূরে ছড়াল আকাশে—
জেলের উঠান বেয়ে আরও এক রাত্রি নেমে-আসি-আসি ভাব।
সূর্যের নরম আলো লেগে আছে পাষাণ প্রাচীরে—
পউষের কড়ানাড়া কার্তিকের কোমল ক্যানভাসে।

মূলার নতুন ক্ষেতে এক জোড়া কৌতূহলী কাক
ব্যাকটেরিয়ার বাসা ফের ভালো করে দেখে নিচ্ছে আজকের মতো শেষ বার।
দুলে ওঠে চারাগাছ পাখি উড়ে গেলে তার পাখার বাতাসে।
বিচারাধীন বন্দির আমলনামায় এই আরও একটা দিন লেখা থাক।

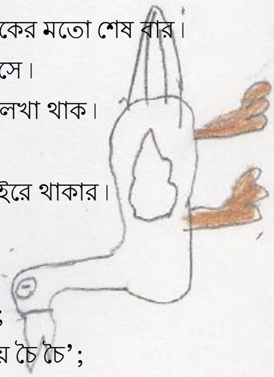

যতক্ষণ আলো আছে, আইনত আয়ু আছে ততক্ষণ বাইরে থাকার।
বাস্তবত তারও আগে দুয়ারে হাজির জমাদার
আসন্ন রাত্রির ধাঁচে তার গায়ে জড়ানো আঁধার।
তখনও প্রান্তরে পশু— গরুর ক্ষুরের ধুলা হয় নি গোধূলি;
পুকুরে তখনও হাঁস— ঘরের মানুষ গিয়ে ডাকে নাই ‘আয় চৈ চৈ’;
তখনও পাতায়-ফুলে বেনজির বিকালের থৈ থৈ রঙ।

বারো-হাত-দেওয়ালের তলে চাপা পড়া চোখ স্মৃতি থেকে জানে:
প্রাচীরের অন্য পাশে নদী আছে; স্মৃতি আছে প্রাচীন নদীর।
সেই স্মৃতি শান্ত হয়ে ধীরে ধীরে ছড়াল আসমানে—
আরও একটা দিন-পাখি জেল থেকে উড়ে গেল মুক্তির কিনারে।

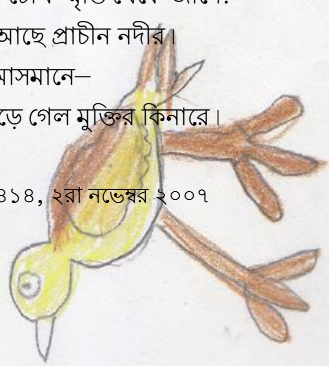

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার: ১৮ই কার্তিক ১৪১৪, ২রা নভেম্বর ২০০৭

দুঃস্বপ্নের ঝোলা

সাজানো খোয়াবনামা থৈ পায় না ঘটনারাশির।
শখের শ্যামলী ডাক শুনতে পায় না শ্যামের বাঁশির ॥

দুঃস্বপ্নের ঝোলা নিয়ে ধুরন্ধর ইবলিশ ঘোরাফেরা করছে শহরে।
ঝোলার ভেতরে হাঁটু– বুট দিয়ে ঠেসে ধরে গুলি করা হাঁটু,
রাবার-বুলেটে বিদ্ধ তীব্র নীল চোখের আগুন,
নখ থেকে উরু অব্দি কেটে ফেলা পায়ের দৌড়ানো।

হুইল চেয়ারে শোয়া মানুষের হামাগুড়ি দিতে থাকা ঘুমের ভেতরে
হেঁচকি-তোলা ছেঁড়া কণ্ঠা, ক্ষুধার্ত শিশুর কান্না– কাতর, করুণ;
আটার বদলে মুখে বিশুষ্ক হাড়ের মরা ছাতুর লোকমা।
অন্ধকার আলখাল্লা গায়ে দিয়ে আজাজিল আঁধারে খাড়ানো।

ঘুমাতে পারি না। ঘুমে জেগে-থাকা পূর্ণাঙ্গ নরকে
ঘাপটি মেরে পড়ে থাকি চূড়ান্ত চাবুক খাওয়া চৈতন্যের শূদ্র যবন হরিদাস।
স্বপ্নের সুরঙ্গ বেয়ে উঠে আসে দোজখ-দারোগা–
জীবনের প্রতিসত্তা মৃত্যু নয়, মরণের ত্রাস।

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার: ২০শে কার্তিক ১৪১৪, ৪ঠা নভেম্বর ২০০৭

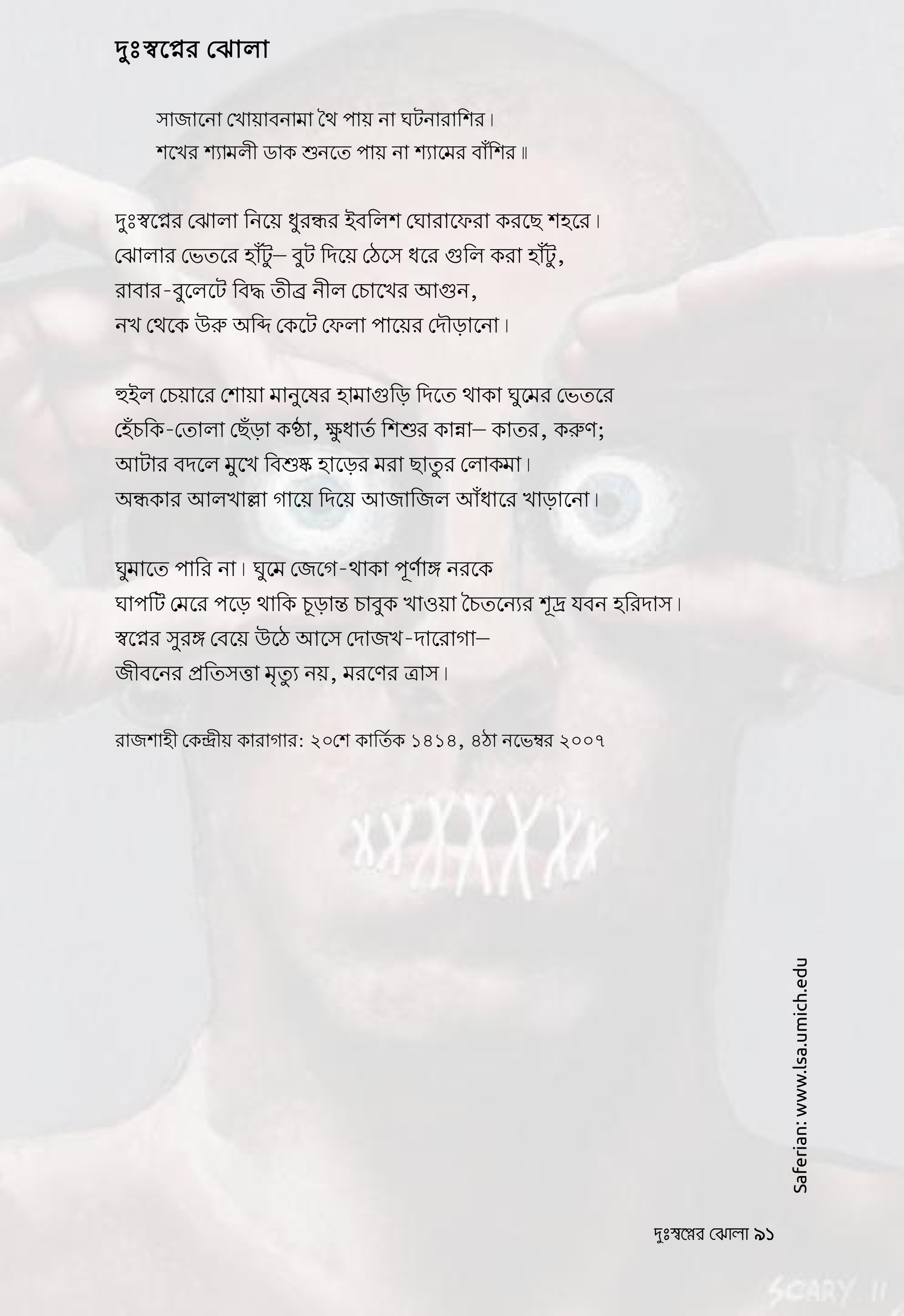

Saferian: www.lsa.umich.edu

সংহতি

এম. এম. আকাশ: অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অবশেষে অধ্যাপকদের নিয়ে

কোত্থেকে আকাশ এসে ঝুঁকে পড়ে দেখছে মাটিকে!
এই আশ্চর্যতা, এই দূরত্বের নিটোল বিস্ময়
নিখিলের নৈকট্যের স্বভাবের টিপ পরে হাসতে থাকে মিটমিট করে
ঐ দূর নক্ষত্রের মতো অগোচরে,
আর এই নিকটের শিশিরের মতো। চারি দিকে
খুব স্বাভাবিকভাবে, সহজে, বিন্যস্ত তবু অপরিলক্ষিত মনে হয়
ভালোবাসা-চটে-যাওয়া মানুষের নিঃসঙ্গ নজরে।
আকাশ ও মাটি তবু সত্যিসত্যি লেনদেন করে।

বস্তুপ্রকৃতির এই সহজ স্বভাবে
ভালোবেসে মৌন হয়ে একবার যদি তুমি মিছিলের মতো করে একসাথে হাঁটো
এই মতিহারে,
দেখবে কাল তিন মাস পরে
আকাশ, গগণ আর অন্তরীক্ষ্য হাতে হাত ধরে
রঙধনুকের রঙে অপরাজেয় বাংলা ঘিরে
কী ঘন, নিবিড়, পুঞ্জীভূত রূপে মোরগ ফুলের মতো প্রস্ফূটিত, ডাঁটো।

এই সাধারণ সত্যটাকে
কীভাবে যে ভোলে লোকে– কীসের বাতিকে!

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার: ২১শে অগ্রহায়ণ ১৪১৪, ৫ই ডিসেম্বর ২০০৭

Arkee: www.interestingideas.com

মাথা-ভর্তি জেল

কয়েদি নম্বর সোজা: ছয়-তিন-দুই-দুই অবলিক দু-হাজার সাত।
মাথা ভর্তি করে জেল নিয়ে আমি এসেছি বাইরে,
আমাকে দোহাই কেউ আন্দাজে যেও না ঘাঁটাতে—
হঠাৎ মাথার থেকে পড়ে জেল হয়ে যেতে পারে চুরমার অকস্মাৎ!

তখন কীভাবে থানা-পুলিশের ন্যায্যতার নবায়ন হবে?
তখন কেমন করে আইনের আবছায়া কেচ্ছা বলে ভুলাবে বাচ্চাকে?

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার: ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৪১৪, ১৪ই ডিসেম্বর ২০০৭

Carl Haag: Jassos Prison in Ferrara

আরও একটু ভাবতে হবে জেল-জমানার কবিতাকে

শহরে অফিস আছে, আদালত আছে, আর আছে জেলখানা। গ্রামে কারাগার নাই, আদালত নাই, শুধু অফিস দাঁড়াচ্ছে দুই-একখানা এখানে-ওখানে। তাহলে কি গেরামেও দাঁড়াবে দেওয়াল একটানা, যে-দেওয়াল কৃষকের চোখ থেকে কেড়ে নেবে নদীর বিন্যাস? অফিস-আদালত নিয়ে তার মানে আরও একটু ভাবতে হবে জেল-জমানার কবিতাকে। আমার কবিতা আর পদ্মার জলের মাঝখানে খাড়া হয়ে ছিল কিন্তু বারো-তেরো হাত উঁচু জেলের প্রাকার! আমি ঐ প্রাকারের তত্ত্বের প্রকারভেদ ভেদ করে কবি হতে চাই।

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার: ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৪১৪, ১৪ই ডিসেম্বর ২০০৭

Tim Murphy: Watchtower at Pentridge Prison, Coburg, Victoria

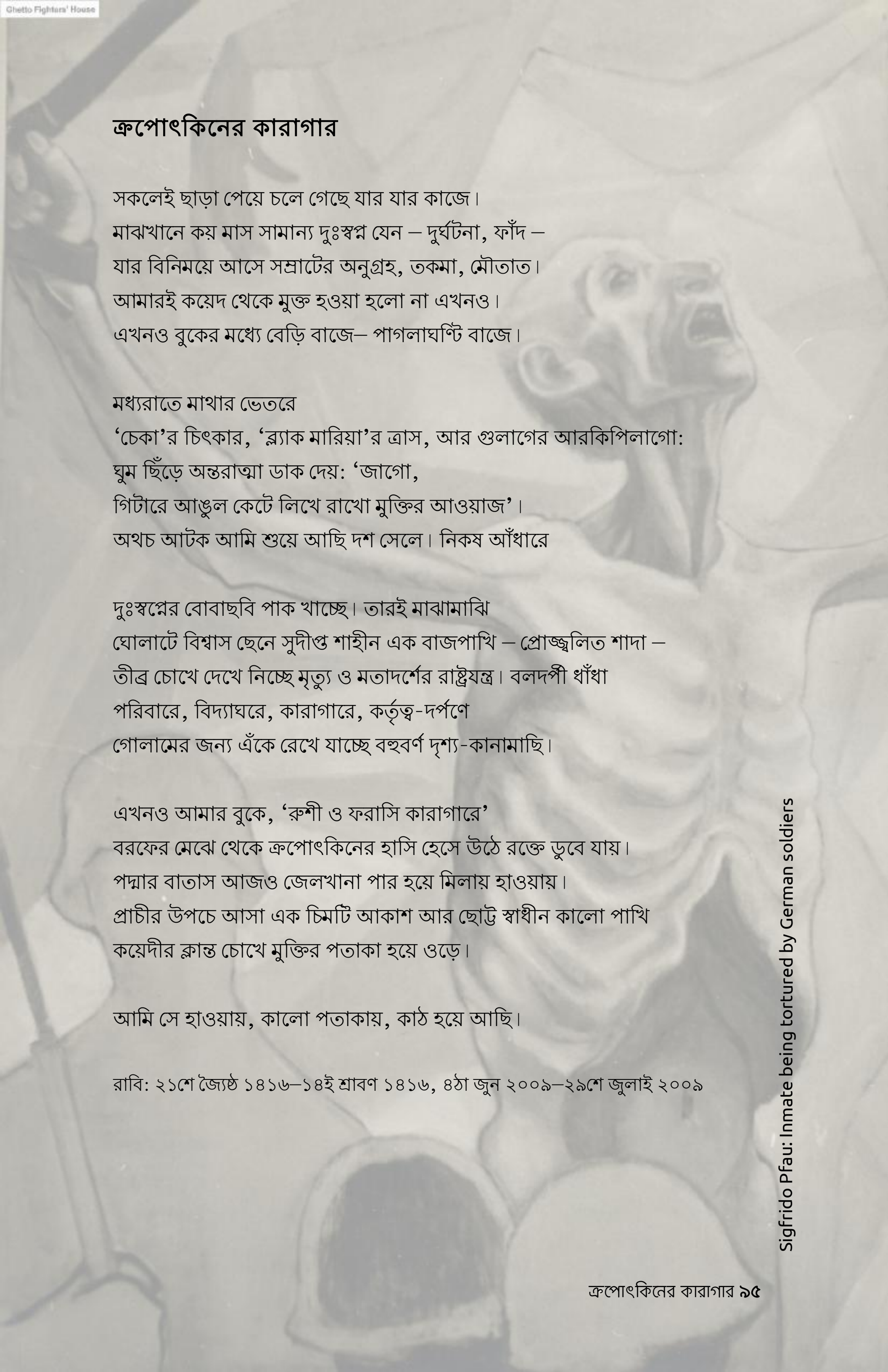

Sigfrido Pfau: Inmate being tortured by German soldiers

ক্রপোৎকিনের কারাগার

সকলেই ছাড়া পেয়ে চলে গেছে যার যার কাজে।
মাঝখানে কয় মাস সামান্য দুঃস্বপ্ন যেন – দুর্ঘটনা, ফাঁদ –
যার বিনিময়ে আসে সম্রাটের অনুগ্রহ, তকমা, মৌতাত।
আমারই কয়েদ থেকে মুক্ত হওয়া হলো না এখনও।
এখনও বুকের মধ্যে বেড়ি বাজে– পাগলাঘণ্টি বাজে।

মধ্যরাতে মাথার ভেতরে
‘চেকা’র চিৎকার, ‘ব্ল্যাক মারিয়া’র ত্রাস, আর গুলাগের আরকিপিলাগো:
ঘুম ছিঁড়ে অন্তরাত্মা ডাক দেয়: ‘জাগো,
গিটারে আঙুল কেটে লিখে রাখো মুক্তির আওয়াজ’।
অথচ আটক আমি শুয়ে আছি দশ সেলে। নিকষ আঁধারে

দুঃস্বপ্নের বোবাছবি পাক খাচ্ছে। তারই মাঝামাঝি
ঘোলাটে বিশ্বাস ছেনে সুদীপ্ত শাহীন এক বাজপাখি – প্রোজ্জ্বলিত শাদা –
তীব্র চোখে দেখে নিচ্ছে মৃত্যু ও মতাদর্শের রাষ্ট্রযন্ত্র। বলদর্পী ধাঁধা
পরিবারে, বিদ্যাঘরে, কারাগারে, কর্তৃত্ব-দর্পণে
গোলামের জন্য এঁকে রেখে যাচ্ছে বহুবর্ণ দৃশ্য-কানামাছি।

এখনও আমার বুকে, ‘রুশী ও ফরাসি কারাগারে’
বরফের মেঝে থেকে ক্রপোৎকিনের হাসি হেসে উঠে রক্তে ডুবে যায়।
পদ্মার বাতাস আজও জেলখানা পার হয়ে মিলায় হাওয়ায়।
প্রাচীর উপচে আসা এক চিমটি আকাশ আর ছোট্ট স্বাধীন কালো পাখি
কয়েদীর ক্লান্ত চোখে মুক্তির পতাকা হয়ে ওড়ে।

আমি সে হাওয়ায়, কালো পতাকায়, কাঠ হয়ে আছি।

রাবি: ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬–১৪ই শ্রাবণ ১৪১৬, ৪ঠা জুন ২০০৯–২৯শে জুলাই ২০০৯

শুধুই তোমার কথা ভাবতে গিয়ে গুলি খাচ্ছি এই মধ্যরাতে

শুধুই তোমার কথা ভাবব বলে রাত জেগে আছি। তোমার স্বপ্নের মধ্যে ইচ্ছা করলে ঢুকে যেতে পারি। তোমার ঘুমের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়তে পারি হয়ত চাইলে। অথবা তোমাকে ফোন করতে পারি মিথ্যামিথ্যি এই মধ্যরাতে।

অথচ অযথা– জেল-পলাতক কোনো মানুষের বুকে-পিঠে গুলি-খাওয়া লাশ এসে বায়না ধরেছে, ক্রসফায়ারের গল্প বলে তাকে নাকি খুব ঠকানো হয়েছে। সে নিজেও – আমি জানি – কাকে কাকে মেরে ফেলে জেল খেটে জেল পালিয়ে ঘুমাতে গেছিল। অভাব, না অত্যাচার– তার সাথে কারা কারা ছিল? বন্দুক বানিয়েছিল কে? সর্বাগ্রে? কোন কোন কোনা থেকে কারা কারা গুলি করেছিল? ঠিক মতো কোনাকুনি – ঠিক মতো পাল্টাপাল্টি – ঠিক মতো ক্রস হয়েছিল?

ক্রস-কানেকশন হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় ফোন করা হয় না তোমাকে – এই মধ্যরাতে। দুর্বল মানুষ আমি, শুধুই তোমার কথা ভাবতে গিয়ে গুলি খাচ্ছি; চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছি রাষ্ট্রকথা – বলপ্রয়োগের বিভীষিকা। গর্ত গর্ত লাশ এসে মৃদু হেসে জুড়েছে আবদার এই মধ্যরাতে কবির বরাতে: এই সব গল্পগাথা ইস্কুলের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হোক।

রাবি: ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫, ২৬শে মে ২০০৮

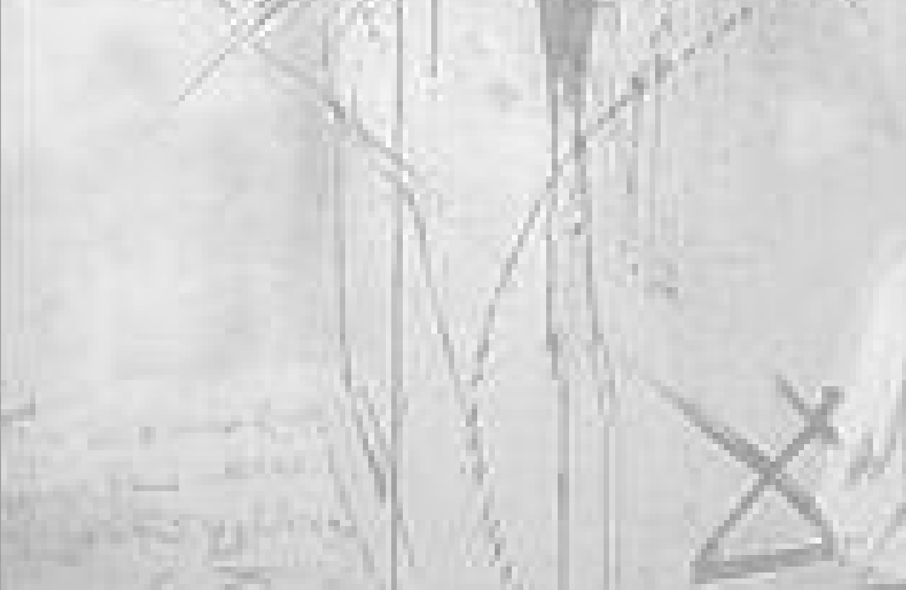

Salvador Dali. 1965. For the dining room of the prisoners at Rikers Island

লিখতে লিখতে পরিস্থিতি শেখা হতে থাকে। কবিতা থেকে কবি জন্মান না। কবির উপলব্ধির সংহত স্বতঃপ্রকাশই রচনা করে বরং কবিতার উদাহরণ। নানাবিধ মনুষ্যবিন্যাসই পরিস্থিতি। কবি আসলে পরিস্থিতি স্বয়ং। আর, পরিস্থিতির যা-কিছু বিবরণ কবি দেন তা কবিতা। ইচ্ছা করলে কেউ তাকে পদার্থবিদ্যা বা ত্রিপিটক নামেও ডাকতে পারেন। সে যা-ই হোক, পরিস্থিতি থেকে লেখা প্রকটতর হয়। এবং মুখোমুখি হয় তারা – পরিপার্শ্বের, পরিস্থিতির এবং নিজের। ঝরতে থাকে রক্ত। তামাম সম্পর্কের হৃৎপিণ্ড থেকে। শিল্পসাহিত্য ও কবিতার বাজারি-সরকারি সংজ্ঞাশাস্ত্রের পরিমণ্ডল নিয়ে ওঠে রক্তিম প্রশ্নরাশি। ইত্যাকার পরিস্থিতির রেডিমেড কোনো প্রাজ্ঞ ফয়সালা জানার ভান এখানে নাই। প্রশ্ন আছে শুধু। *পরিস্থিতির বিবরণ* হয়ত বিদ্যমান অবস্থাকে লাগাতারভাবে মোকাবেলা করে যেতে থাকারই অন্য নাম। নতুন নতুন শর্ত-পরিস্থিতি বুননের তৎপরতায়, নতুনতর মুহূর্ত সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায়।

সেলিম রেজা নিউটনের জন্ম ১৯৬৮ সালে। নীলফামারি জেলার সৈয়দপুরে। বাড়ি নাটোরে। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষকতা করছেন ঐ বিষয়েই গত কুড়ি বছর ধরে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। লেখেন নানা কিছু। প্রশ্ন ও পথানুসন্ধানই আরাধ্য সেসবে। গোটা চারেক প্রবন্ধপুস্তক বেরিয়েছে বিদ্রোহ, নৈরাজ্য, মিডিয়া মনিটরিং, প্রেম-পরিবার-সম্পর্ক, স্বাধীনতা ও সংগঠনের অচেনা যত চিহ্ন নিয়ে। সম্পাদনা করেছেন সামাজিক বিজ্ঞানের *অ্যাডকমসো জার্নাল*, এবং মানুষ ও প্রকৃতি বিষয়ক ছোটকাগজ *মানুষ*। আশীর দশকের সামরিক স্বৈরাচারের পুরোটাই ছিলেন রাস্তায়। জেল খেটেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষার গরজে। ২০০৭-এর বিশ্রী জরুরি আইন অমান্য করে। কবিতার সিকনেসে শৈশব থেকেই – নিমপাতার বাতাসে। প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল মনে হয় ১৯৮৪ থেকে। ছাপতে দেওয়া হয়েছে খুবই কম – সঙ্কোচে, সংশয়ে, এবং বাজার-সরকার কর্তৃক আরোপিত প্রতিযোগিতার লজ্জায়। কাব্যগ্রন্থ এই প্রথম। এবং সেটা নিঃসংশয়ে নয়।

উলুখড়
ছোটকাগজ প্রকাশনা

প্রচ্ছদচিত্র: পামেলা আর্ভিং। প্রচ্ছদবিন্যাস: সেলিম রেজা নিউটন। মূল্য: ১৫০ টাকা